আমার বাংলা বই

তৃতীয় ভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

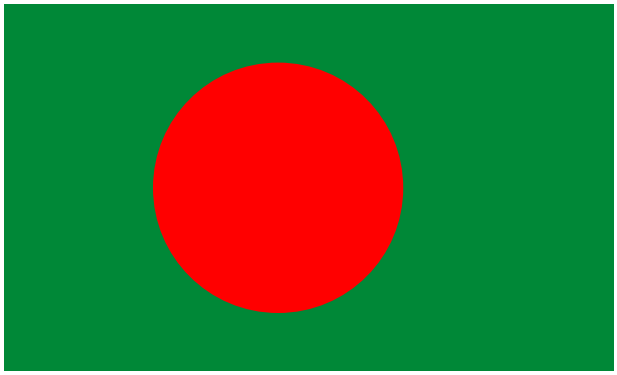

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

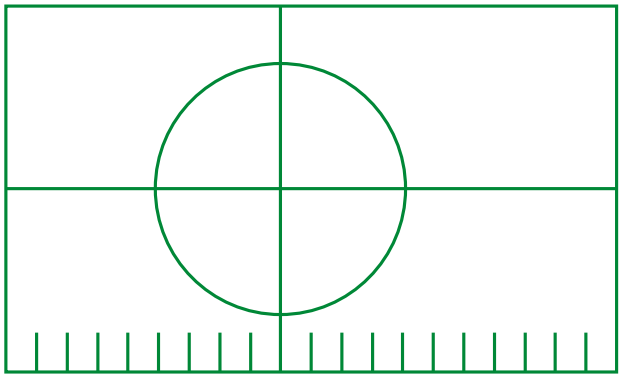

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০: ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদ বিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি X ১৮৩ সেমি (১০' X ৬')

১৫২ সেমি X ৯১ সেমি (৫' X ৩')

৭৬ সেমি X ৪৬ সেমি ($২\frac{১}{২}$' X $১\frac{১}{২}$')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৪ শিক্ষাবছর থেকে
তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

তৃতীয় ভাগ

রচনা
আহমদ কবির
শ্যামলী আকবর
রূপা চক্রবর্তী
রেহানা বেগম মজুমদার

সম্পাদনা
মনসুর মুসা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৩
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : আগষ্ট, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিঃ

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
লাইজু আক্তার

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রায় এক যুগ ধরে এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

প্রচলিত এ শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করার জন্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল (চসিব) বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনিটটি প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী মূল্যায়ন ও পরিমার্জন কার্যক্রম (২০০১-২০০২) পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের অধীনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে (২০০২-২০০৩) ইউনিটটি তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিষয়ভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাসমূহ পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রমও পরিচালনা করে। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের নতুন গ্রন্থ ও অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়।

বাংলা বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে চসিব বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), এনসিটিবি ইউনিট, ঢাকা, কর্তৃক নির্বাচিত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নতুন বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'আমার বাংলা বই' তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা বাংলা। এ স্তরের শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে সংগতি রেখে এ বইটিকে যথাসম্ভব ভাষা শেখার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। ভাষা শেখার চারটি দক্ষতা-শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এ চারটি দক্ষতা শিশুরা যেন পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে অর্জন করতে পারে, সে জন্য তাদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে মাতৃভাষার শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। এ যোগ্যতাগুলো যেন শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে, মূলত সে দিকে খেয়াল রেখে এবং তাদের ভাষাজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার ও ব্যবহৃত বাক্যরীতির দিকে লক্ষ রেখে তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা বইটি রচনা করা হয়েছে। শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য তাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে পাঠ্যাংশ চয়ন এবং ছবি সংযোজন করা হয়েছে। ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ভাষা শেখার দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারল কি না, তা যাচাইয়ের জন্য প্রতি পাঠশেষে ভাষাভিত্তিক অনুশীলনী রয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এ বইটি রচনা, সম্পাদনা মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যে সব কোমলমতি শিশুদেও জন্য বইটি রচিত হল, তারা উপকৃত হবে এবং আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

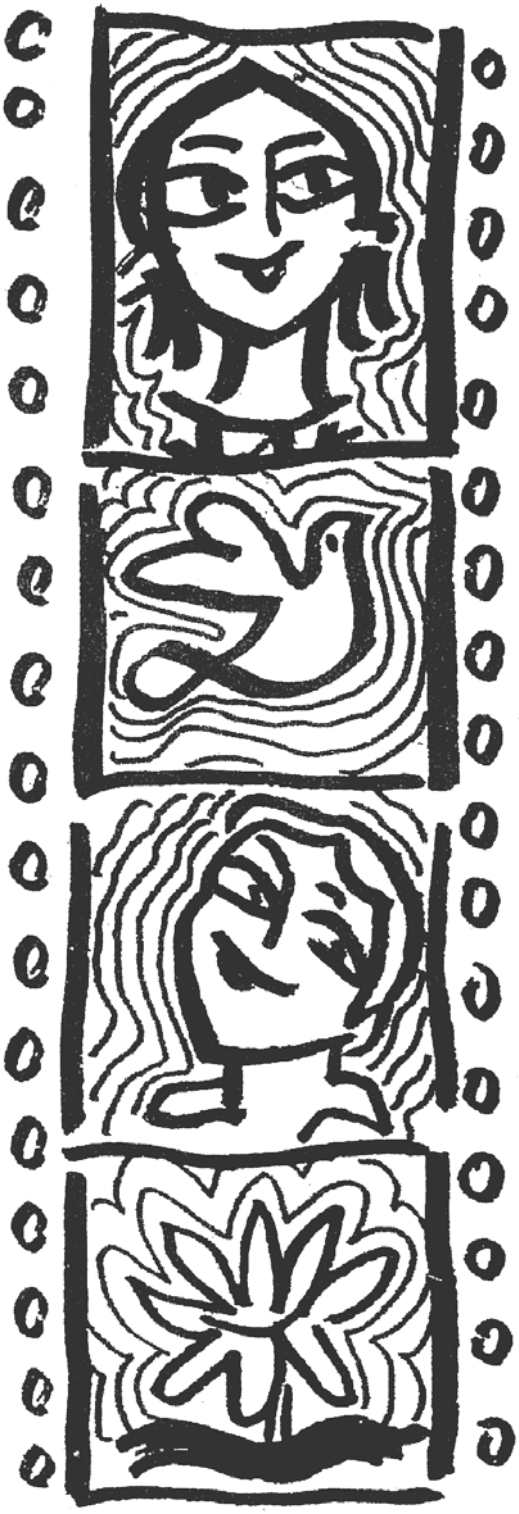

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ছবিতে কথা	১
২.	প্রার্থনা	৩
৩.	বাংলাদেশ	৬
৪.	মাঝি	১০
৫.	চিঠি	১৩
৬.	বৃষ্টির ছড়া	১৭
৭.	মামার বাড়ির পিঠা	১৯
৮.	মুক্তিসেনা	২৫
৯.	খলিফা হযরত আবু বকর (রা)	২৯
১০.	স্বাধীনতার সুখ	৩৩
১১.	মেঘনা	৩৭
১২.	চল্ চল্ চল্	৪২
১৩.	কলাবতীর হাটে	৪৫
১৪.	সংকেতগুলো জেনে রাখি	৪৯
১৫.	বাংলা ভাষা	৫২
১৬.	ভাই বোনের শখ	৫৪
১৭.	ট্রেনে ভ্রমন	৫৮
১৮.	ফরম পূরণ	৬৩
১৯.	আদর্শ ছেলে	৬৫
২০.	জয়নুল আবেদিন	৬৮
২১.	আমাদের গ্রাম	৭৬
২২.	জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু	৭৯
২৩.	দেশ বিদেশের শিশু	৮৩
২৪.	রাখাল ছেলে	৮৯
২৫.	বিজয় দিবস	৯২
২৬.	এভারেস্ট বিজয়	৯৮
২৭.	রূপকথা	১০৩
২৮.	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	১০৬
২৯.	ভর দুপুরে	১১০

ছবিতে কথা

দেখি, পড়ি ও শিখি

তপু : আপনি কি কোনো বাসা খুঁজছেন?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ বাবা, আমি গ্রামের মানুষ। শহরের রাস্তাঘাট চিনি না। এই ঠিকানার বাসাটি খুঁজে পাচ্ছি না।

তপু : আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি দয়া করে ঠিকানাটা আমাকে দিন।

বৃদ্ধ : এই যে ঠিকানাটা নাও।

তপু : ও, এটা তো আমাদের পাশের বাসার ঠিকানা। রহিম চাচার বাসা। আসুন আপনাকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

ছবি দেখে পড়ি ও শিখি

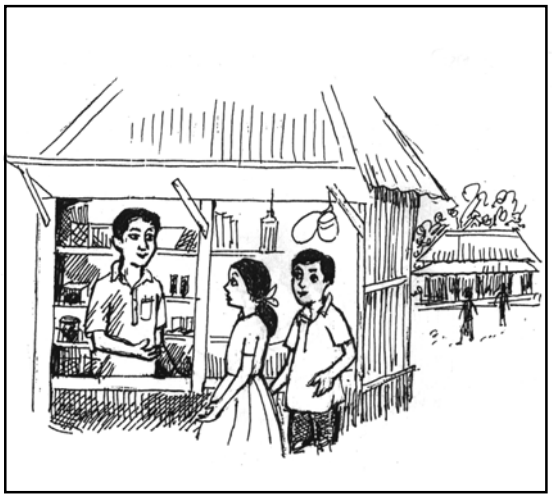

মণি : দোকানদার ভাই, কেমন আছেন?

দোকানদার : আমি ভাল আছি। তোমার কী লাগবে মণি?

হাসি : দোকানদার ভাই, ভাইয়ার লাগবে না।
আমার একটা ভাল পেন্সিল লাগবে।

দোকানদার : এই নাও, একটা ভাল পেন্সিল দিচ্ছি। এর দাম পাঁচ টাকা।

মণি ও হাসি : ধন্যবাদ, দোকানদার ভাই।

দোকানদার : তোমাদেরও ধন্যবাদ। আবার এসো

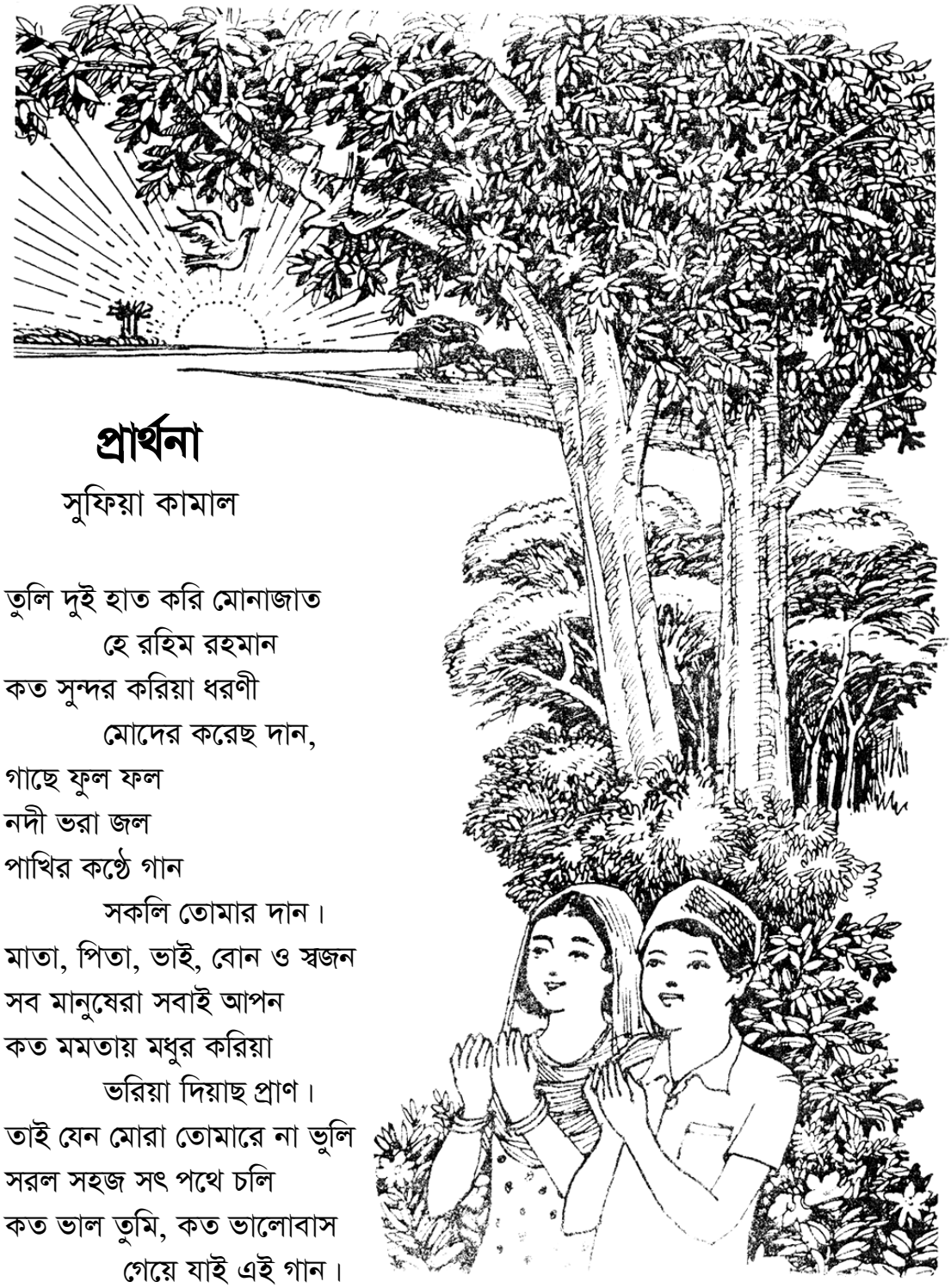

প্রার্থনা

সুফিয়া কামাল

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত
হে রহিম রহমান
কত সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছ দান,
গাছে ফুল ফল
নদী ভরা জল
পাখির কণ্ঠে গান
সকলি তোমার দান।
মাতা, পিতা, ভাই, বোন ও স্বজন
সব মানুষেরা সবাই আপন
কত মমতায় মধুর করিয়া
ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।
তাই যেন মোরা তোমারে না ভুলি
সরল সহজ সৎ পথে চলি
কত ভাল তুমি, কত ভালোবাস
গেয়ে যাই এই গান।

পাঠ শিখি

১: শব্দের সঙ্গে পরিচিত হই ও নতুন বাক্য শিখি

মোনাজাত	–	আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আবেদন	নামাজ পড়ে আব্বা দুই হাত তুলে **মোনাজাত** করেন।
রহিম	–	দয়ালু	আল্লাহ্ **রহিম** ও **রহমান**।
রহমান	–	করুণাময়	
ধরণী	–	পৃথিবী	**ধরণী** সুখে দুঃখে পূর্ণ।
মোদের	–	আমাদের	মোদের গরব **মোদের** আশা।
কণ্ঠ	–	গলা	তিনি সুরেলা **কণ্ঠে** গান করেন।
স্বজন	–	আপনজন, আত্মীয়	তার অনেক আত্মীয় **স্বজন** আছে।
		সৎ পথ - ভাল পথ	তিনি সারা জীবন **সৎ পথে** রয়েছেন।
		মমতা - দরদ, ভালবাসা	মা তাঁর ছেলেমেয়েদের মায়া **মমতা** দিয়ে বড় করেন।

২. যুক্তবর্ণ দেখে নিই, নতুন শব্দ বলি ও লিখি

কণ্ঠ	–	ণ্ঠ	=	ণ্ + ঠ	কণ্ঠস্বও, সুকণ্ঠ
স্বজন	–	স্ব	=	স + ব	স্বদেশ, স্বজাতি

৩. শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি

ফুল, ফল, জল, নদী, গান, দান, আপন, মধুর, সহজ, সরল

৪. পরের চরণ মিলাই

(ক) গাছে ফুল ফল
---------- ।

(খ) পাখির কণ্ঠে গান
---------- ।

(গ) তাই যেন মোরা তোমারে না ভুলি
---------- ।

৫. **বিপরীত শব্দ পড়ি ও লিখি**

সুন্দর	–	কুৎসিত	সরল	–	জটিল
আপন	–	পর	সহজ	–	কঠিন

৬. **মুখে উত্তর বলি ও খাতায় লিখি**

(ক) রহিম রহমান কে?

(খ) আল্লাহ্‌র কাছে আমরা কী মোনাজাত করি?

(গ) আল্লাহ্‌র দান কী কী?

(ঘ) আপনজন কারা?

(ঙ) আমাদের শেষ মোনাজাত কী?

৭. **কবিতাটি আবৃত্তি করি এবং লিখি।**

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আমার দেশ। বাংলাদেশ আমাদের দেশ। বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সকলের দেশ। বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। বাংলাদেশ সবুজ শ্যামল দেশ বাংলাদেশ সোনার দেশ।

বাংলাদেশ প্রকৃতিতে রয়েছে বিচিত্র রঙের শোভা। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে এই দেশটি জেগে রয়েছে। সাগরের দিকে তাকালে শুধু অথৈ পানি। এই সাগরের কূল নেই, কিনার নেই। দিনের উজ্জ্বল আলোয় সাগরের ঢেউ ঝিকমিক করে।

বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে আছে গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়পর্বত, খালবিল, জমিজিরাত, ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে তারা সরল জীবনযাপন করে। তারা সূর্যের অবারিত আলো পায়। তারা চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখে।

বাংলাদেশের কোথাও পাহাড় আছে, কোথাও উঁচু ভূমি আছে। কোনো জায়গায় আছে ঘন বন, কোনো জায়গায় আছে নিবিড় জঙ্গাল। তবে মূলত বাংলাদেশ সমভূমির দেশ। সাগর ও পাহাড়ের মাঝখানে সমভূমিতে রয়েছে বেশির ভাগ লোকবসতি। পার্বত্য এলাকায় থাকে পাহাড়িরা। বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে নিচু ভূমি আছে। বর্ষাকালে সে ভূমি বন্যায় প্লাবিত হয়। শীতকালে তা একেবারে শুকিয়ে যায়। সেখানে তখন ফসল হয়।

বাংলাদেশের প্রকৃতির রং প্রধানত সবুজ। গাছের রং সবুজ, ঘাসের রং সবুজ, লতাপাতার রং সবুজ। ধানের ক্ষেতে, পাটের ক্ষেতে বাতাস বইলে সবুজের ঢেউ খেলে যায়। বৃষ্টিতে সবুজ আরো গাঢ় হয়। সবুজের ছোঁয়ায় বাংলাদেশের প্রকৃতি বছরের বেশির ভাগ সময় সতেজ থাকে। আবার ফসল পাকার সময় সবুজের মাঝে সোনালি আভা জেগে ওঠে। পাকা ধানের রং সোনালি। পাকা পাটের রং সোনালি। বসন্তে নানা রঙের ফুল ফোটে। এ সময় প্রকৃতি অনেকটা বদলে যায়। গাছের পাতা ফুলের শোভায় রঙিন হয়ে ওঠে। শুকনো ঋতুতে মাঠ ছেয়ে যায় সরষে ফুলের হলুদ রঙে। বাতাসে সরষের ক্ষেত নেচে নেচে ওঠে।

বাংলাদেশের মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি। কবি ও শিল্পীরা এ মাটিকে বলেছেন কাজল মাটি। এ মাটি বড় উর্বর। বর্ষার পানিতে সিক্ত হলে এ মাটি হয় দলদলে। এ মাটিতে ফসলের ডাক আসে। তখন কৃষকেরা ফসল বোনায় মেতে ওঠে।

বর্ষার নবীন মেঘের রং কালো। কখনো কখনো ঘন কালো। বর্ষার আগমনে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। মেঘের রঙও পাল্টায়। কখনো কখনো মেঘের রং হয় ধূসর। বর্ষাশেষে হালকা মেঘের রং হয় সাদা তুলোর মত। শরতে সেই মেঘগুলো দল বেঁধে কোথায় উড়ে যায়। মেঘমুক্ত আকাশে সোনালি সূর্য দেখা যায়। রোদের রং সোনালি। সোনা রোদ

সবুজের উপর পড়লে সবুজ আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের রোদ তীব্র আর শীতের রোধ মৃদু। সবুজ, কালো, ধূসর, সোনালি, হলুদ এবং আরো অনেক রং মিলিয়ে বাংলাদেশ হয়ে উঠে অপরূপ।

পাঠ শিখি

১. শব্দ জেনে নিই ও বাক্যে ব্যবহার করি

শ্যামল	–	সবুজ বর্ণবিশিষ্ট	বাংলাদেশ **শস্যশ্যামল** দেশ।
প্রকৃতি	–	বাইরের জগৎ	বাংলাদেশের **প্রকৃতি** সুন্দর।
শোভা	–	সৌন্দর্য	গোলাপ ফুলের **শোভা** বেশি।
অথে	–	থৈ বা তল পাওয়া যায় না এমন	ছেলেটি **অথৈ** পানিতে সাঁতার কাটছে।
কিনার	–	সীমা	নদীর **কিনারে** নৌকা বাঁধা।
উজ্জ্বল	–	আলোকিত, ঝলমলে	বাতির **উজ্জ্বল** আলোতে আমরা পড়ছি।
ভূখণ্ড	–	ভূপৃষ্ঠের অংশ, দেশ	বাংলাদেশ **ভূখণ্ডে** আমরা বাস করি।
পরিবেশ	–	চার পাশের অবস্থা	আমাদের স্কুলের **পরিবেশ** সুন্দর।
অবারিত	–	মুক্ত, খোলা	**অবারিত** সবুজে আমরা বাস করি।
নিবিড়	–	ঘন	সুন্দরবনের **নিবিড়** বনে বাঘ থাকে।
সমভূমি	–	উঁচুনিচু নয় এমন	চট্টগ্রামে **সমভূমি** আছে, পাহাড়ও আছে।
লোকবসতি	–	মানুষের বাস	বাংলাদেশে **লোকবসতি** বেশি।
পার্বত্য	–	পর্বত অর্থাৎ পাহাড় আছে এমন জায়গা	সে **পার্বত্য** চট্টগ্রামে থাকে।
পাহাড়ি	–	পাহাড়ে বসবাসকারী লোক	**পাহাড়ি** ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করছে।
প্লাবিত	–	বন্যায় ভেসে গেছে এমন	এ বারের বর্ষায় মাঠঘাট **প্লাবিত** হয়েছে।
ছোঁয়া	–	স্পর্শ	বসন্তের **ছোঁয়ায়** প্রকৃতি সুন্দর হয়ে গেছে।
আভা	–	আলোর ছটা	রোদের **আভায়** তার মুখ লাল দেখাচ্ছে।
সিক্ত	–	ভেজা	**সিক্ত** শরীর থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে।
আগমন	–	আসা	অতিথির **আগমনে** বাবা খুশি হলেন।
ধূসর	–	সাদা কালো মেশানো রং, ছাই রং	শ্রাবণের মেঘ **ধূসর**।

তীব্র – কড়া **তীব্র** রোদে বাইরে যেও না।

মৃদু – নরম, অল্প **মৃদু** শীতে পাতলা চাদর হলে চলে।

২. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) বাংলাদেশ কাদের দেশ?

(খ) বাংলাদেশের কাছে কোন সাগর রয়েছে?

(গ) বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে কী কী আছে?

(ঘ) বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ কোথায় বাস করে?

(ঙ) পার্বত্য এলাকায় কারা বাস করে?

(চ) বর্ষাকালে নিচু ভূমির কী অবস্থা হয়?

(ছ) বাংলাদেশের প্রকৃতির প্রধান রং কী?

(জ) বাংলাদেশের মাটিকে কবি ও শিল্পীরা কী বলেছেন?

(ঝ) মেঘের রং কেমন?

(ঞ) সোনালি রং কিসের?

(ট) গ্রীষ্মের রোদ কেমন?

৩. যুক্তবর্ণ চিনে রাখি। আরও শব্দ জেনে নিই

উজ্জ্বল —— জ্জ্ব	=	জ্ + জ্ + ব	কজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল
জ্যোৎস্না —— স্ন	=	স্ + ন	স্নান, স্নেহ
প্লাবিত —— প্ল	=	প্ + ল	প্লাবন, এরোপ্লেন
উর্বর —— র্ব	=	রেফ (র্) + ব	গর্ব, সর্ব
তীব্র —— ব্র	=	ব্ + র-ফলা (্র)	ব্রত, ব্রাশ

৪. দুই শব্দের মিলিত রূপ দেখি

গাছ ও পালা	=	গাছপালা	নদী ও নালা	=	নদীনালা
পাহাড় ও পর্বত	=	পাহাড়পর্বত	খাল ও বিল	=	খালবিল
জমি ও জিরাত	=	জমিজিরাত	ঘর ও বাড়ি	=	ঘরবাড়ি
রাস্তা ও ঘাট	=	রাস্তাঘাট			

৫. বাংলাদেশকে নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

মাঝি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
জাল টেনে নেয় জেলে,
গরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধ্যে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাত দুপুরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউ ডাঙাটার পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড় হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও বাক্য রচনা করি

মাঝি	—	নৌকাচালক	**মাঝি** নৌকা চালায়।
পারে	—	তীরে, কূলে, তটে	মাঝি নদীর **পারে** নৌকা বাঁধছে।
যেথায়	—	যেখানে, যে স্থানে, যে জায়গায়	**যেথায়** মা থাকেন সেথায় আমি ও থাকি।
খোঁটায়	—	কাঠ বা বাঁশের ছোট থামে, খুঁটিতে	ওই **খোঁটায়** তিনটা নৌকা বাঁধা আছে।
ডিঙি	—	ছোট নৌকা, সরু নৌকা	গত **বছর** আমি মামাবাড়িতে যাওয়ার সময় **ডিঙিতে** করে গিয়েছিলাম।
কৃষাণ	—	কৃষক, চাষি	**কৃষাণেরা** গরমের দিনে মাথায় মাথলা পরেন।
লাঙল	—	হাল, মাটি চাষের যন্ত্র	নতুন **লাঙলটি** যত্ন করে রাখ।
রাত দুপুরে	—	মাঝরাতে, মধ্যরাতে	**রাত দুপুরে** কুকুর ডাকছে কেন?
ডাঙা	—	উচ্চভূমি, স্থল	ঐ দূরে **ডাঙা** দেখা যায়।
খেয়াঘাট	—	নৌকা যেখানে থাকে	আজ **খেয়াঘাটে** একটা নৌকাও নেই।

২. যুক্তবর্ণ শিখি ও নতুন শব্দ জেনে নিই

রবীন্দ্র	—	ন্দ্র	=	ন্ + দ্ + র-ফলা (্র)	চন্দ্র, মন্দ্র
সন্ধ্যে	—	ন্ধ	=	ন্ + ধ	অন্ধ, গন্ধ

৩. ঠিক শব্দ লিখে খালি জায়গা পূরণ করি

(ক) বাঁশের খোঁটায় ডিঙি ----------
বাঁধা ----------

(খ) ---------- পার হয়ে যায়
----------কাঁধে ফেলে,

(গ) মা, যদি হও ----------
বড় হলে----------
খেয়াঘাটের----------।

কৃষাণেরা
রাজি
মাঝি
নৌকো
আমি
লাঙল
সারে সারে
জেলে

৪. বিপরীত শব্দ লিখি

ইচ্ছে (ইচ্ছা)	অনিচ্ছে (অনিচ্ছা)
যেথায়	সেথায়
বাঁধা	খোলা
রাত দুপুর	দিন দুপুর

৫. মুখে উত্তর বলি ও লিখি

ক. 'মাঝি' কবিতাটি কে লিখেছেন?

খ. নদীটির ওই পারে যেতে কার ইচ্ছে করে?

গ. কবিতায় কে কার কাছে তার ইচ্ছের কথা বলছে?

ঘ. ডিঙি নৌকা কোথায় বাঁধা থাকে?

ঙ. কৃষকেরা কী ভাবে পার হয়ে যায়?

চ. জেলে কী করে?

ছ. রাখালের ছেলে কী করে?

জ. শেয়ালগুলো কখন ও কোথায় ডেকে ওঠে?

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আরো দুটি কবিতার নাম বলি ও লিখি।

চিঠি

কোটপাড়া, রংপুর

প্রিয় আব্বু, **১৭.০৪.২০০৯**

আমার সালাম নাও। গতকাল চারটা সতের মিনিটে আমরা রংপুর পৌঁছেছি। তোমার জন্য আমার খুব মন খারাপ লাগছিল। সারাপথে ভাই অনেক কান্নাকাটি করেছিল। মনে হয় ও তোমাকে দেখতে চেয়েছিল। আজ ওর মন ভালো হয়েছে।

আজ বিকেলে আম্মু, প্রজ্ঞাখালা ও ছোট মামার সাথে আমরা রংপুর চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমরা খুব আনন্দ করেছি। জানো আব্বু, আমরা জিরাফ আর জেব্রা দেখেছি। জেব্রা দেখতে খুব সুন্দর। ছবিতে যেমন দেখেছি, ঠিক সেই রকম। জিরাফের গলা লম্বা। জলহস্তীগুলো মুখের মধ্যে পানি নিয়ে তা ওপরের দিকে ভুস ভুস করে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আর তা দেখে ভাই পানির বোতল থেকে পানি নিয়ে খেলছিল।

খেলার সময় ওর গেঞ্জি, প্যান্ট, মোজা, জুতা সব কিছু ভিজে গিয়েছিল। আম্মু শুধু চেয়ে দেখলেন, কিন্তু ওর দুষ্টু হাসি দেখে আর বকতে পারলেন না। ভাই বড় মুরগি দেখে চিনতে পেরেছিল। আম্মুকে বলেছিল, 'ওই দেখ, বয়ো মুগ্‌গি'। ও এখনও 'র' বলতে পারে না। জেব্রাকে বলেছিল 'জেব্বা'। জানো আব্বু, চিড়িয়াখানায় অনেক পাখি আছে। হলুদ রঙের ইষ্টিকুটুম, ফিঙে, সাদা বক, বুলবুলি, শামা, দোয়েল, মদনটাক আর হাড়গিলা। কী বিচ্ছিরি দেখতে এই হাড়গিলা। মদনটাক পাখিটাকে আমার একদম ভাল লাগেনি। দোয়েল, শামা, বুলবুলি আর ইষ্টিকুটুম পাখিকে তো আমি আগে থেকেই চিনি।

এ বার দেখলাম তিন রকমের চিল। কী মিষ্টি নাম ওদের – ভুবনচিল, ধানচিল আর শঙ্খচিল। আব্বু, তুমি কি ধনেশ পাখি দেখেছ? ওর গায়ের রং খুব সুন্দর সোনালি। ভাই ধনেশ পাখিকে বলছিল 'ননেশ পাখি'। হনুমান আর বানর খাঁচার ভেতর সারাক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করছিল। বানরগুলো হাত দিয়ে ছিলে কলা খাচ্ছিল। হনুমানও বাদাম ছিলে ছিলে খাচ্ছিল। আমরা একটা লম্বা বড় শেয়ালও দেখেছি। জানো, চিতল হরিণের খাঁচাটা খালি ছিল। দূরের মাঠে ছয়টা হরিণ চড়ে বেড়াচ্ছিল। ইয়া বড় শিং তাদের।

আম্মু বললেন, 'ওগুলো বল্‌গা হরিণ।' আমরা আজ ছোট্ট একটা সজারুও দেখেছি। বাঘের খাঁচায় বাঘিনীর পাশে শুয়ে ছোট্ট বাঘশাবকটি ঘুমাচ্ছিল। আর বাঘটা দাঁড়িয়েছিল খাঁচার গা ঘেঁষে। সিংহের ঘাড়ের কাছের লোম খুব লম্বা। ভাই বলল, 'লম্বা তুল'। আম্মু আমাদের বললেন, 'এগুলো লম্বা চুল নয়, এগুলোর নাম কেশর। সিংহের কেশর থাকে কিন্তু সিংহীর থাকে না।' দুটি ছোট্ট কুমির দেখেছি আর দেখেছি ময়ূর।

রংপুর চিড়িয়াখানার পথ সরু, পায়ে চলার পথের মতো। দুই ধারে যত্ন করে লাগানো আছে সারি সারি ফুলের গাছ। ফুলগুলোর রং উজ্জ্বল, কিন্তু গন্ধ নেই।

সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। ছুটির শেষে যখন তোমার কাছে ফিরে যাব, তখন তোমার সাথে চিড়িয়াখানায় যাবো। তখন তুমি আমাদের সাথে থাকবে আর আমরা খুব আনন্দ করবো।

আমাকে চিঠি লিখো। তোমাকে অনেক আদর জানাচ্ছি।

ইতি

তোমার জাহানারা

পাঠ শিখি

১। যুক্তবর্ণ চিনে নিই ও নতুন শব্দ শিখি

জেব্রা	— ব্র	=	ব্ + র-ফলা (্র)	তীব্র, ব্রত
জলহস্তী	— স্ত	=	স্ + ত	রাস্তা, মস্ত, সস্তা
গেঞ্জি	— ঞ্জ	=	ঞ্ + জ	গঞ্জ, পাঞ্জাবি

প্যান্ট	—	প্যা	=	প + য-ফলা (্য)	প্যাড, প্যান
শঙ্খচিল	—	ঙ্খ	=	ঙ্ + খ	পঙ্খি, শঙ্খ
সারা ক্ষণ	—	ক্ষ	=	ক্ + ষ	শিক্ষা, শিক্ষার্থী
ছোট্ট	—	ট্ট	=	ট্ + ট	চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট
উজ্জ্বল	—	জ্জ্ব	=	জ্ + জ্ + ব	কজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল
প্রজ্ঞা	—	জ্ঞ	=	জ্ + ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান

২. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) রংপুর থেকে কে চিঠি লিখেছে?

(খ) রংপুর থেকে জাহানারা কাকে চিঠি লিখেছে?

(গ) জাহানারা কয় তারিখে আব্বুকে চিঠি লিখেছে?

(ঘ) এই চিঠিতে কী কী পশুর নাম আছে তা বলি ও খাতায় লিখি।

(ঙ) মুখের মধ্যে পানি নিয়ে ভুস ভুস করে ছুঁড়ে দিচ্ছিল কারা?

(ঙ) নিজের চেনা আরো কয়েকটি পাখি ও পশুর নাম বলি ও লিখি।

৩. বিপরীত শব্দ শিখি ও লিখি

খারাপ	—	ভালো	মিষ্টি	—	ঝাল
দুষ্টু	—	শান্ত	সরু	—	মোটা
সুন্দর	—	অসুন্দর	যত্ন	—	অযত্ন
উজ্জ্বল	—	মলিন	লম্বা	—	খাটো

৪. জেনে নিই

মুরগি, জেব্রা, পাখি, ইস্টিকুটুম, ফিঙে, বক, বুলবুলি, শামা, দোয়েল, মদনটাক, হাড়গিলা, ভুবনচিল, ধানচিল, শঙ্খচিল, ধনেশ, বানর, হনুমান, শেয়াল, সজারু, চিতল হরিণ, বাঘ, সিংহ, কুমির, ময়ূর –

৫. নামশব্দের ওপরে টিক চিহ্ন (√) দিই

চেয়ার, খেলি, বলি, বই, কলম, খাতা, করি, ধরো, বিড়াল, কুকুর, গরু, চলো, করো, শোনো, পুতুল, ব্যাট, ডাংগুলি, বৈঠা।

৬. ছবি দেখে পশুপাখির নাম বলি ও লিখি

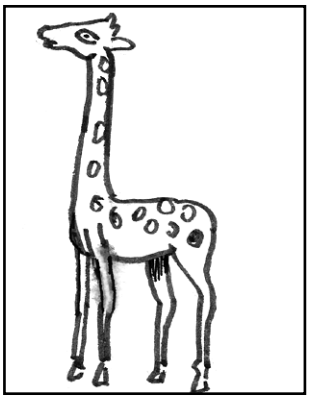

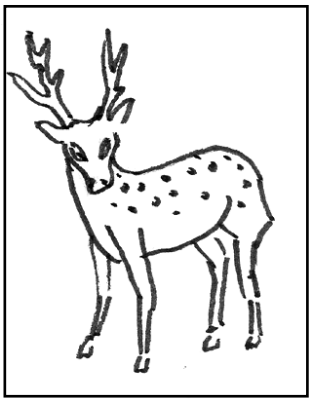

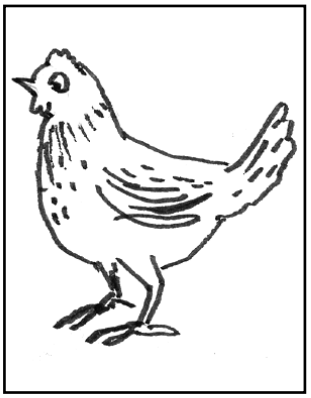

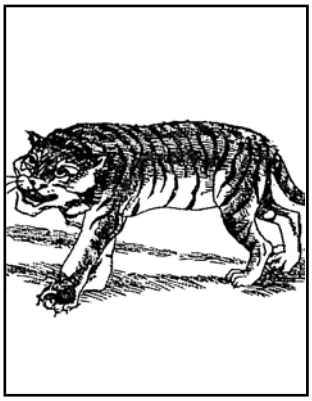

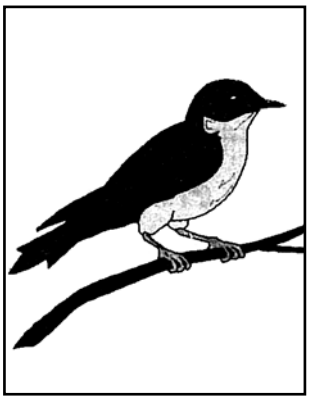

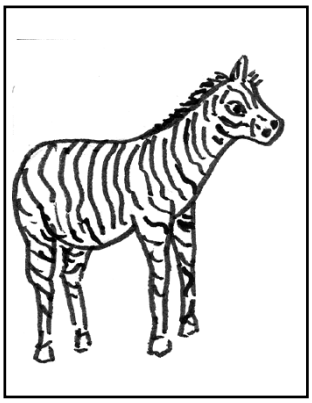

বৃষ্টির ছড়া

ফররুখ আহমদ

বিষ্‌টি এল কাশ বনে
জাগল সাড়া ঘাস বনে,
বকের সারি কোথা রে
লুকিয়ে গেল বাঁশ বনে।

নদীতে নাই খেয়া যে,
ডাকল দূরে দেয়া যে,
কোন সে বনের আড়ালে
ফুটল আবার কেয়া যে।

গাঁয়ের নামটি হাটখোলা,
বিষ্‌টি বাদল দেয় দোলা,
রাখাল ছেলে মেঘ দেখে,
যায় দাঁড়িয়ে পথ-ভোলা।

মেঘের আঁধার মন টানে,
যায় সে ছুটে কোন খানে,
আউশ ধানের মাঠ ছেড়ে
আমন ধানের দেশ পানে।

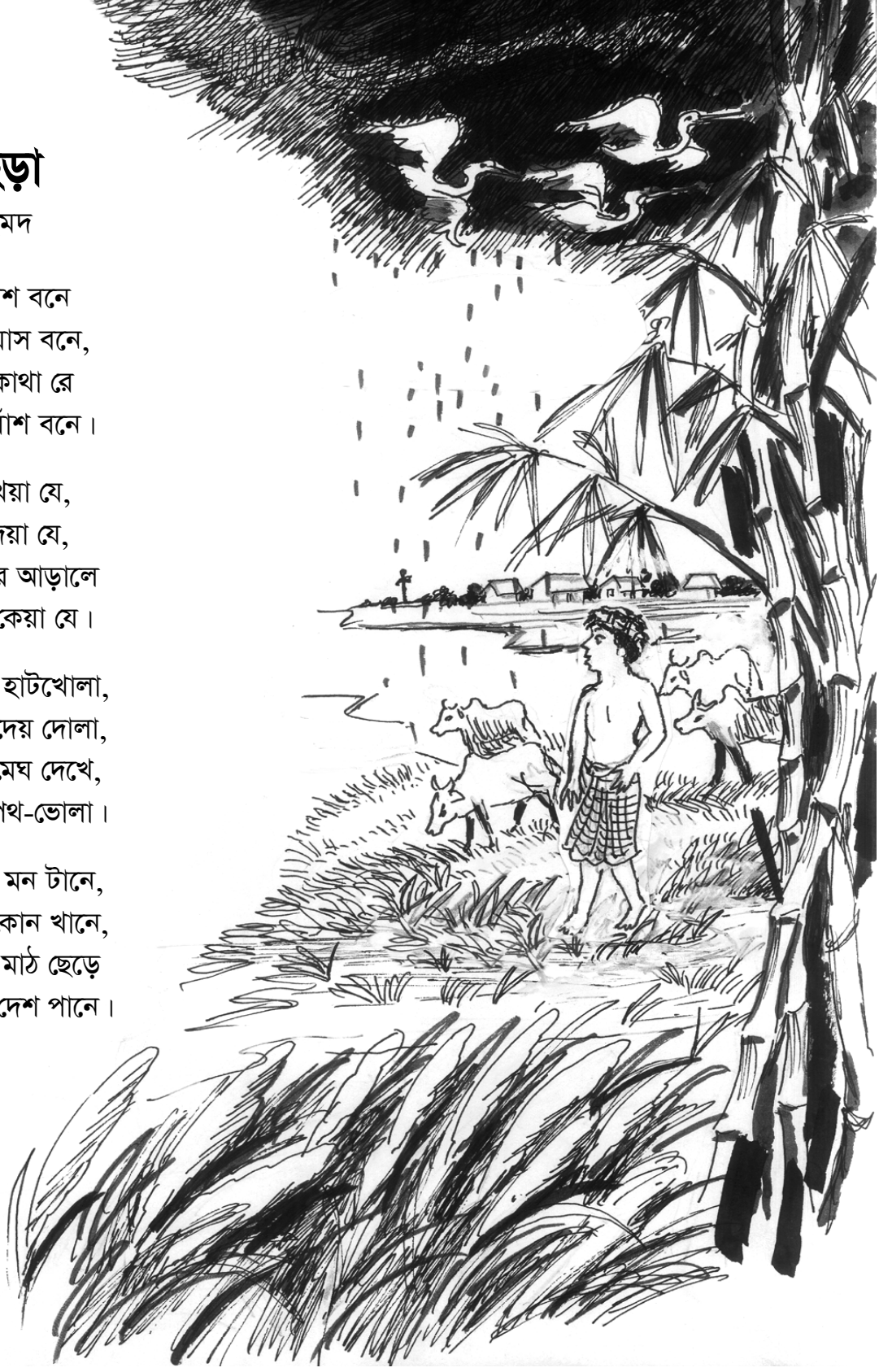

পাঠ শিখি

১। শব্দের অর্থ জানি এবং শব্দ বাক্যে ব্যবহার করি

সাড়া	— শোরগোল	নতুন অতিথি আসায় বাড়িতে **সাড়া** পড়ে গেছে।
দেয়া	— মেঘ	বর্ষার ঘন **দেয়ায়** আকাশ ছেয়ে যায়।
গাঁ	— গ্রাম	লোকটি **গাঁয়ের** পথ ধরে চলছে।
বাদল	— বৃষ্টি	**বাদলের** ধার ঝরঝর করে ঝরছে।
দোলা	— আলোড়ন	সে এমন করে গান গাইল যে মনে **দোলা** গাগল।
পথ-ভোলা	— পথ ভুলেছে যে	সে এক **পথ- ভোলা** পথিক।
আউশ ধান	— বর্ষাকালে উৎপন্ন ধান	কৃষকেরা বৃষ্টির মধ্যে **আউশ ধান** ঘরে আনছে।
আমন ধান	— হেমন্তকালে উৎপন্ন ধান	হেমন্তে **আমন ধান** ঘরে এলে নবান্ন উৎসব হয়।
পানে	— দিকে	দেশের **পানে** তাকাও।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি

(ক) বৃষ্টি এলে কোথায় সাড়া জাগল?
(খ) বৃষ্টি এলে বকের সারি কোথায় লুকাল?
(গ) কেয়া ফুল কোথায় ফুটল?
(ঘ) রাখাল ছেলের কী হল?
(ঙ) মেঘের আঁধারে মন কী চায়?
(চ) বর্ষার ধান কোনটি?

৩. ঠিক উত্তরের ওপরে টিক (√) চিহ্ন দিই

(ক) সাড়া জাগল	বাঁশ বনে / ঘাস বনে / কাশ বনে
(খ) বকের সারি লুকিয়ে গেল	নদীর ও পারে / বাঁশ বনে / বনের আড়ালে
(গ) নদীতে নাই	দেয়া / কেয়া / খেয়া
(ঘ) মন ছুটে যায়	আউশ ধানের মাঠে / আমন ধানের দেশে / ইরি ধানের দেশে
(ঙ) বর্ষার ফুল	কাশ / ঘাস / কেয়া

৪. কবিতাটি সবাই মিলে মজা করে পড়ি ও লিখি

৫. বৃষ্টির অন্য একটি ছড়ার দু'টি চরণ পড়ি

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।

মামার বাড়ির পিঠা

ঝুমার ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। মা বললেন, 'ঝুমা, হাত মুখ ধুয়ে নাও, তোমার মামি পিঠা নিয়ে বসে আছেন।' গত সন্ধ্যায় ঝুমা ঢাকা থেকে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে এসেছে। এ বার ডিসেম্বরের ছুটিতে কিছুদিন মায়ের সাথে মামার বাড়িতে কাটাবে ঝুমা।

লেপের উম চেড়ে আড়মোড়া ভেঙে ঝুমা উঠল। দুই সমবয়সী মামাতো বোন সাজু ও মাজু ঝুমাকে ডাকছে। গত রাতেই সাজু মাজুর সাথে ঝুমার বেশ ভাব হয়ে গেছে। বাড়ির পেছনে পুকুর, বাঁধানো ঘাট। সূর্য পুব আকাশে কিছুটা উঠেছে। কুয়াশা তখনও পুরো কাটেনি। পুকুরের পানি ঠাণ্ডা ও স্থির।

ঝুমা দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে নিল। পুকুরের ধার ঘেঁষে রান্নাঘর। তার পাশে উঠোনের মতো খোলা জায়গা। সে খোলা জায়গাতেও আছে একটি উনুন, ধোঁয়া উঠছে। উনুনের পাশে বসে মামি পিঠা তৈরি করছেন। এক দিকে মা বসে আছেন পিঁড়িতে। ঝুমা, সাজু ও মাজু এসে বসল পিঁড়িতে। তাদের সামনে বাসন দেওয়া হল। মামি বললেন, 'তোমরা বস, এক্ষুণি পিঠা দিচ্ছি। মাছের সুরুয়া দিয়ে এই পিঠা খাবে।'

গনগনে উনুনে মাটির খোলা বসানো হয়েছে। একটি পাত্রে চালের গুঁড়োর গোলা করা আছে। মামি দুটো ডিম ভেঙে গোলার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। তারপর মামি একটা বড় চামচে করে গোলা নিয়ে খোলার ওপর পাতলা করে ছড়িয়ে দিলেন। মাটির ঢাকনা দিয়ে ঢাকলেন।

এক মিনিট পরে ঢাকনা খোলা হল। ওমা, পিঠা হয়ে গেছে! ধোঁয়া ওঠা গরম পিঠা। এর মধ্যে মামা এসে মোড়ায় বসলেন। তিনি স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মামা মামিকে বললেন, 'বিলকিস, ভাগনিকে ভালো করে পিঠা খাওয়াও। ও তো মামার বাড়িতে এই প্রথম এলো। আর এ সব পিঠা তো সে খায় নি। সায়মা, তুমি ঝুমাকে এনে ভালো করেছ।' মা বললেন, 'ভাইজান, ওকে এ বার থেকে আমি সব সময় নিয়ে আসব।'

মামির কোনো ক্লান্তি নেই। তিনি পিঠা বানিয়ে চলেছেন, আর একটা একটা করে প্রত্যেককে দিচ্ছেন। শীতের নরম রোদেও আঁচে খোলা আকাশের নিচে মাছের সুরুয়া দিয়ে এই পিঠা খেতে ভারি মজার। মামি বললেন, 'ঝুমার জন্যই তো পিঠা তৈরি করা হয়েছে। ঝুনা নারকেল কুরনো আছে, গুড়ও আছে। তুমি এগুলো দিয়েও পিঠা খাও। আরো ভালো লাগবে।' সাজু মাজু বলে উঠল, 'ঝুমা, মা অনেক পিঠা বানায়, আমরা খাই।' ঝুমার মা বললেন, 'ঝুমা, যে পিঠা খাচ্ছ, তা এক ধরনের চিতুই পিঠা, নাম খোলা চিতুই।' ঝুমা এর আগে চিতুই পিঠা খেয়েছে। কিন্তু সে পিঠা ছোট ও পুরু, এ রকম পাতলা ও নরম নয়।

ঝুমা জিজ্ঞাসা করল – 'মামা, আর কী কী পিঠা আছে?'

খেতে খেতে মামা বললেন, 'ঝুমা, বাংলাদেশে অনেক পিঠা হয়, তোমার মা সবই জানেন। অগ্রহায়ণের শেষে কিংবা পৌষের প্রথমে আমন ধান কাটা হয়। তখন ঘরে নতুন চাল আসে। পিঠার জন্য আতপ চাল গুঁড়ো করতে হয়। সেই গুঁড়ো দিয়ে নানা স্বাদের পিঠা তৈরি হয়। কোনো পিঠা ভাপে হয়, কোনো পিঠা তেলে ভাজতে হয়। শীতের পিঠা হিসেবে ভাপা পিঠাকে সবাই চেনে। তোমার মামি কাল সকালে তোমাকে ভাপা পিঠা খাওয়াবেন' মামি বললেন, 'নিশ্চয়ই, ভাগনি যত দিন আছে তত দিন নতুন নতুন পিঠা খাওয়াব।' মা হেসে বললেন, 'ভাবী, এ রকম আদর পেলে ঝুমা তো আর যেতে চাইবে না।'

মামা বলে চলছেন, 'দেখ, বাংলাদেশ পিঠা-পুলির দেশ। এক এক জায়গায় পিঠার এক এক নাম। বাংলাদেশে সারা বছরই পিঠা হয়। শরৎকালে হয় তালের পিঠা। পুয়া, পাকান, বড়া, ম্যারা পিঠা সব সময় হয়। তবে পিঠার জন্য শীতকাল ভালো সময়। শীতকালে খেজুরের রস, খেজুরের গুড়, আখের গুড় সব পাওয়া যায়। নতুন রস ও গুড়ের গন্ধই আলাদা। ভাপা পিঠা চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড় ও নারকেল দিয়ে তৈরি হয়। রসের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে বানানো হয় রসের পিঠা। ঐ দুধ ও রসের মিশ্রণে ভিজানো চিতুই পিঠা খুব স্বাদের। পাটি সাপটার ভেতরে তাকে ক্ষীরের পুর। পুলি পিঠারও অনেক নাম-দুধপুলি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি, নারকেলপুলি। এগুলো মিষ্টি পুরভরা পিঠা। কোনোটির আকার সোজা, কোনোটি বাঁকানো। মুখে দিলে অপূর্ব স্বাদ লাগে।

মা বললেন, 'ভাইজান, ছোটবেলায় আমরা অনেক পিঠা দেখেছি।' মামা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। ধর, নানা রকম নকশি পিঠা। নকশি পিঠা একটু শক্ত। ফুল, পাতা, গাছ এবং আরো অনেক কিছুর নকশা আঁকা হয় পিঠার ওপর। নকশি পিঠারও নানা নাম আছে। কোনোটি কাজললতা, কোনোটি সজনেপাতা, কোনোটি পদ্মদিঘি, কোনোটি মোরগঝুঁটি। সেমাই পিঠা হাতে কাটতে হয়। পরে রোদে শুকাতে হয়। দুধ ও রস দিয়ে বা চিনি দিয়ে তৈরি সেমাই পিঠার স্বাদই আলাদা। আরো অনেক মজার পিঠা আছে।

মামি বললেন, 'পিঠার সঙ্গে মোয়া, মুড়কি, নাড়ুর কথা বল না।'

মামা বললেন, 'হ্যাঁ ঝুমা, তোমার মামি তোমার জন্য মুড়ি ও খইয়ের মোয়া করে রেখেছেন। আর করেছেন চালের নাড়ু চিড়ের নাড়ু, তিলের নাড়ু ও নারকেল নাড়ু। তুমি সব খাবে।'

মা বললেন, 'ঝুমা, দেখ, মামার বাড়ি কত মজার।'

পাঠ শিখি

১. শব্দ জেনে নেই ও নতুন বাক্য তৈরি করি

উম	—	আরামদায়ক উষ্ণতা	খোকা মায়ের কোলের **উমে** শান্ত হয়ে আছে।
আড়মোড়া ভাঙা	—	শরীরের আলস্য ভাঙা	অনেক ঘুমিয়েছ, এ বার **আড়মোড়া ভেঙে** ওঠ।
সমবয়সী	—	একই বয়সের	সোমা আর উপমা **সমবয়সী।**
পুরো	—	সব	সে কাঁঠালটি **পুরো** খেয়ে ফেলল।
স্থির	—	ঢেউহীন	বিলের পানি **স্থির** হয়ে আছে।
উনুন	—	চুলা	মা **উনুনে** চাল চড়িয়ে দিয়েছেন।
সুরুয়া	—	ঝোল	মৌরলা মাছের **সুরুয়া** খুব মজার।
গনগনে	—	জ্বলন্ত আগুনের তাপ	উনুনের আগুন বেশ **গনগনে**।
খোলা	—	চ্যাপ্টা মাটির পাত্র	রহিমা বুবু **খোলাতে** চাল ভাজছেন।
স্থানীয়	—	কোনো স্থানের বা এলাকার	তিনি **স্থানীয়** ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য।
ক্লান্তি	—	অবসাদ	**ক্লান্তিতে** সে ঘুমিয়ে গেছে।

নরম রোদ	—	আরামদায়ক রোদ কম তাপযুক্ত রোদ	শীতের নরম **রোদে** বসে আছি।
আঁচ	—	তাপ	গনগনে আগুনের **আঁচ** লাগছে।
কুরনো	—	কুরিয়ে নেওয়া ঘয়েছে এমন	কাঁচা আম **কুরিয়ে** নুন ঝাল দিয়ে ভর্তা বানানো হয়েছে।
আতপ	—	যা সিদ্ধ হয় নি	অনেকে **আতপ** চালের ভাত পছন্দ করেন।
গুঁড়ো	—	চূর্ণ বস্তু	চালের **গুঁড়োর** সঙ্গে পানি মিশিয়ে গোলা করা হয়।
আলাদা	—	স্বতন্ত্র, পৃথক	প্রত্যেক পিঠার স্বাদ **আলাদা**।
মিশ্রণ	—	মেশানো বস্তু	লেবুর শরবত পানি, চিনি ও লেবুর রসের **মিশ্রণ**।
পুর	—	ভেতরে পুরে দেওয়া হয় যা	গোশতের **পুর** দিয়েও পিঠা হয়।
অপূর্ব	—	চমৎকার	ইলিশ মাছের স্বাদ **অপূর্ব**।
নকশি	—	নকশাযুক্ত সেলাই করেছেন।	মা আমার জন্য একটি **নকশি** কাঁথা

২. (ক) যুক্তবর্ণ চিনে নিই ও নতুন শব্দ শিখি

স্থির	–	স্থ	=	স্ + থ	আস্থা, স্থাপন
ক্লান্তি	–	ক্ল	=	ক্ + ল	ক্লান্ত, ক্লাস
		ন্ত	=	ন্ + ত	খুন্তি, শান্তি
জিজ্ঞাসা	–	জ্ঞ	=	জ্ + ঞ	অজ্ঞ, বিজ্ঞ
অগ্রহায়ণ	–	গ্র	=	গ্ + র-ফলা (্র)	গ্রহণ, গ্রন্থ
নিশ্চয়ই	–	শ্চ	=	শ্ + চ	পশ্চিম, পশ্চাৎ
ম্যারা	–	ম্যা	=	ম + য-ফলা (্য) + আ	ম্যাচ, ম্যাপ
মিশ্রণ	–	শ্র	=	শ্ + র-ফলা (্র)	বিশ্রী, সুশ্রী
ক্ষীরের	–	ক্ষ	=	ক্ + ষ	ক্ষমা, ক্ষুধা
চন্দ্রপুলি	–	ন্দ্র	=	ন্ + দ্ + র-ফলা (্র)	কেন্দ্র, তন্দ্রা

অপূর্ব	– র্ব	=	রেফ (র্) + ব	গর্ব, সর্ব
পদ্মদিঘি	– দ্ম	=	দ্ + ম-ফলা	ছদ্ম, পদ্মা

২. (খ) যুগ্মবর্ণও চিনে রাখি

রান্না	– ন্ন	=	ন্ + ন	অন্ন, কান্না

৩. কাজ বোঝায় এমন শব্দ জেনে রাখ

ভাঙা	–	ভাঙল, ভেঙে	লাগা	–	লাগবে
উঠা	–	উঠল, উঠেছে	ভাজা	–	ভাজে
ডাকা	–	ডাকছে	চেনা	–	চেনে
কাটা	–	কাটবে, কাটেনি	হাসা	–	হেসে
মাজা	–	মেজে	পাওয়া	–	পেলে
খাওয়ানো	–	খাওয়াবেন, খাওয়াও	চাওয়া	–	চাইবে

৪. কাজ বোঝায় এমন শব্দের ওপরে টিক (√) চিহ্ন দিই

বই, নাও, নিয়ে, খাতা, নাড়া, রাখা, টেবিল, ভরা, শুকাতে, এনে, কলম, বল, বানিয়ে, ঢাকলেন, পাটি, মিশিয়ে

৫. 'আনো' দিয়ে তৈরি শব্দ দেখে নেই

বাঁধানো, বসানো, কুরনো, বানানো, ভেজানো, বাঁকানো

৬. চন্দ্রবিন্দুযুক্ত শব্দও দেখে নিই

বাঁধানো, ঘেঁষে, ধোয়া, পিঁড়ি, আঁচ, গুঁড়ো, বাঁকানো, হ্যাঁ, আঁকা, ঝুঁটি

৭. বিপরীত শব্দ জেনে রাখি

পুব (পূর্ব)	পশ্চিম	স্থির	অস্থির
আদর	অনাদর	নতুন	পুরাতন
সোজা	বাঁকা		

৮. বাংলাদেশের কয়েকটা পিঠার নাম জেনে রাখি

চিতুই, দুধচিতুই, ভাপা পিঠা, পুয়া পিঠা, পুলি পিঠা, নকশি পিঠা, ম্যারা পিঠা

৯. কয়েকটি পুলি পিঠার নাম জেনে রাখি

চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি, দুধপুলি, নারকেলপুলি

১০. নকশি পিঠার নামগুলো জেনে নিই

কাজললতা, সজনেপাতা, পদ্মদিঘি, মোরগঝুঁটি

১১. জেনে রাখি

(ক) ভাপা পিঠা হল শীতকালের পিঠা।

(খ) শরৎকালে হয় তালের পিঠা।

(গ) পুয়া, পাকন, ম্যারা সব সময়ের পিঠা।

(ঘ) চিতুই পিঠা দুধে ভিজিয়ে রাখলে হয় দুধচিতুই।

(ঙ) পুলি পিঠাকে দুধ দিয়ে মেশালে হয় দুধপুলি।

(চ) নারকেলের পুর দিয়ে তৈরি পিঠার নাম নারকেলপুলি।

(ছ) নকশা করা পিঠার নাম নকশি পিঠা।

১২. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

(ক) পিঠা তৈরির জন্য কী কী লাগে ?

(খ) পিঠা বানাচ্ছে কে ? কারা পিঠা খাচ্ছে ?

(গ) খোলা চিতুই কী ভাবে তৈরি হয় ?

(ঘ) শীতের পিঠা কোনগুলো ?

(ঙ) সারা বছর কোন কোন পিঠা পাওয়া যায় ?

(চ) বাংলাদেশের পিঠা কোনগুলো ?

(ছ) পুলি পিঠার নামগুলো কী ?

(জ) নকশি পিঠা কী ভাবে তৈরি হয় ?

(ঞ) নাড়ুগুলোর নাম কী কী ?

১৩. পিঠা নিয়ে সাতটি বাক্য লিখি।

মুক্তিসেনা

সুকুমার বড়ুয়া

ধন্য সবাই ধন্য
অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে
মাতৃভূমির জন্য।

ধরল যারা জীবন বাজি
হলেন যারা শহীদ গাজি
লোভের টানে হয়নি যারা
ভিনদেশীদের পন্য।

দেশের তরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শক্ত হাতে ঘায়েল করে
সব হানাদার সৈন্য
ধন্য ওরাই ধন্য।

এক হয়ে সব শ্রমিক কিষাণ
ওড়ায় যাদের বিজয় নিশান
ইতিহাসের সোনার পাতায়
ওরাই আগে গণ্য।

পাঠ শিখি

১. শব্দ জেনে নেই ও নতুন বাক্য তৈরি করি

মুক্তিসেনা	–	দেশকে স্বাধীন করার জন্য যিনি যুদ্ধ করেন, মুক্তিযোদ্ধা	**মুক্তিসেনারা** বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন।
ধন্য	–	প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য	এ দেশে জন্মে আমি **ধন্য** হয়েছি।
অস্ত্র	–	হাতিয়ার	দেশকে রক্ষার জন্য তিনি অস্ত্র হাতে নেন।
মাতৃভূমি	–	জন্মভূমি	আমরা **মাতৃভূমিকে** ভালোবাসি।
বাজি	–	পণ, প্রতিজ্ঞা	আমরা জীবন **বাজি** রেখে যুদ্ধ করব।
শহীদ	–	ন্যায় ও সত্যের জন্য যিনি জীবন দেন, ন্যায়যুদ্ধে নিহত হন	বরকত ভাষা আন্দোলনের একজন **শহীদ**।
গাজি	–	ন্যায় ও সত্যের জন্য যুদ্ধ করে যিনি জয়ী হন, যুদ্ধজয়ী	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেকেই শহীদ হয়েছেন, অনেকে **গাজি** হয়েছেন।
ভিনদেশী	–	বিদেশী, ভিন্নদেশী	অনেক **ভিনদেশী** বাংলাদেশে আসেন।
পণ্য	–	কেনাবেচার জিনিস	বাজারে বহু **পণ্য** দেখা যায়।
তরে	–	জন্য	‘সকলের **তরে** সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’
ঘায়েল	–	কাবু, পরাজিত	আমরা শত্রুকে **ঘায়েল** করবই।
দানাদার	–	আক্রমণকারী	মুক্তিসেনারা **হানাদারদের** তাড়িয়ে দিয়েছে।
শ্রমিক	–	মজুর, মেহনতি মানুষ	তিনি এক জন **শ্রমিক**।
কিষাণ	–	কৃষক	**কিষাণেরা** মাঠে কাজ করেন।
নিশান	–	পতাকা	মুক্তিসেনার হাতে বাংলাদেশের নিশান থাকে।

ইতিহাস	–	অতীত ঘটনার বিবরণ	আমি বাংলাদেশের **ইতিহাস** পড়ব।
গণ্য	–	গণনার যোগ্য, স্বীকৃতির যোগ্য	তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে সকলের কাছে **গণ্য**।

২. মুখে উত্তর বলি ও লিখি

(ক) মুক্তিসেনা কারা ?

(খ) কারা ধন্য ?

(গ) শহীদ কে আর গাজি কে ?

(ঘ) কারা হানাদারদের ঘায়েল করল ?

(ঙ) কারা কারা এক হবে ?

(চ) ইতিহাসের পাতায় কাদের নাম লেখা থাকবে ?

৩. য - ফলাযুক্ত শব্দগুলো জেনে নেই

গণ্য, জন্য, ধন্য, পণ্য, সৈন্য

৪. এক শব্দে প্রকাশ করি

দেশের মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেন	– মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিসেনা
ন্যায় যুদ্ধে নিহত যে	– শহীদ
ন্যায় যুদ্ধে জয়ী যে	– গাজি
ভিন্ন দেশের লোক	– ভিনদেশী
যে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করে	– হানাদার
যে শ্রম দিয়ে কাজ করে	– শ্রমিক
যে কৃষি কাজ করে	– কিষাণ, কৃষক
অতীতের ঘটনার বিবরণ	– ইতিহাস

৫. পরের চরণটি বলি ও লিখি

(ক) ধরল যারা জীবন বাজি

(খ) এক হয়ে সব শ্রমিক কিষাণ

---

৬. কথাগুলো বুঝে নিই

‘লোভের টানে হয়নি যারা
ভিনদেশীদের পণ্য।’

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় মুক্তিসেনাদের অবদান অনেক বেশি। তারা কোনো লোভে পড়েনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের অনেক লোভ দেখিয়েছিল, কিন্তু কোনো লোভ তাদের টানতে পারেনি। তারা লাভের কথাও ভাবেনি। মুক্তিসেনারা লোভ ও লাভের উপরে উঠে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে। দেশকে তারা ভালোবাসে।

দেশেকে তারা স্বাধীন করতে চেয়েছিল। ভিনদেশীরা কোনোভাবেই তাদের আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। এ জন্য তারা সার্থক, তারা ধন্য।

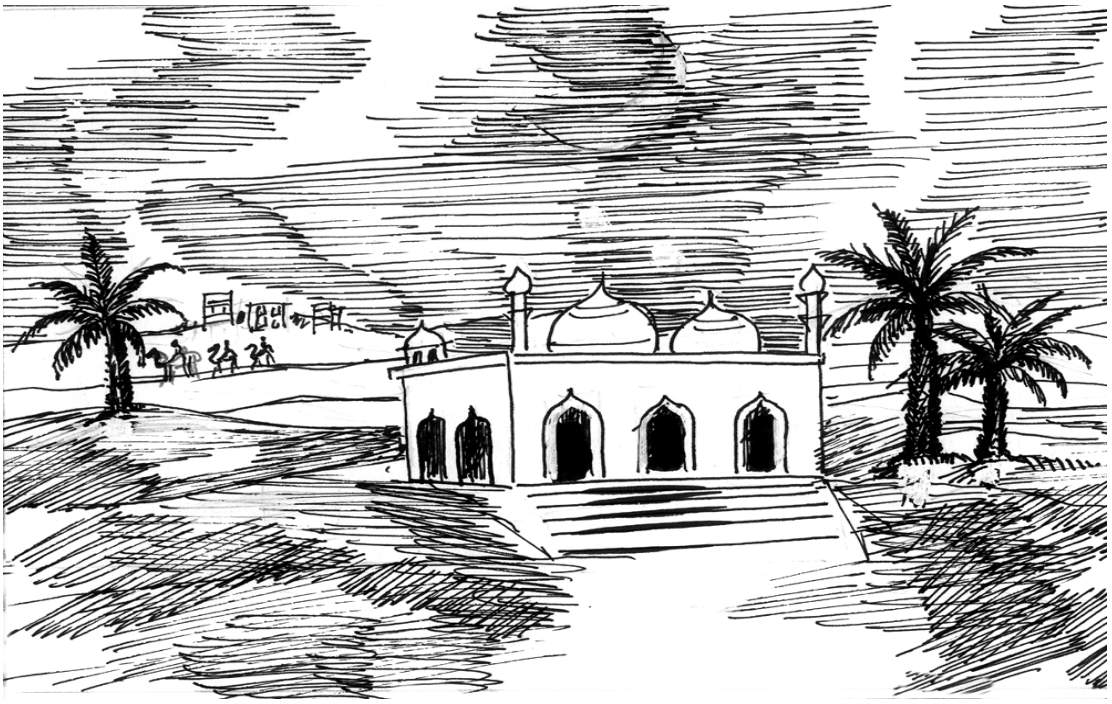

খলিফা হযরত আবু বকর (রা)

হযরত মুহম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর যে চার জন খলিফা হয়েছিলেন, তাঁদেরকে খোলাফায়ে রাশিদিন বলা হয়। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশিদিনের প্রথম খলিফা। ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুহাফা উসমান আর মাতার নাম সালমা। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)- এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। নবীজী (স) –এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

শিশু কাল থেকে আবু বকর (রা) কোমল হৃদয় ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞানও ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি বড় কবি, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন এক জন বড় ব্যবসায়ী। শিক্ষাশেষে তিনি পিতার ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। নবীজীকেও তিনি ব্যবসার কাজে সাহায্য করতেন। মুহম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করার পর গোপনে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। এতে অনেক বাধা বিঘ্ন আসতে লাগলো। নবীজীর দাওয়াত পেয়ে আবু বকর (রা) পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতাও মহানবী (স)-ও হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে আবু বকর (রা) নবীজীর সঙ্গে ছায়ার মত থাকতেন।

আবু বকর (রা) ছিলেন সাহসী ও প্রভাবশালী। তাই তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার সময় মক্কার অনেক লোক নবী (স)-র সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেছিল। সেই সময় আবু বকর (রা) মহানবীকে সাহস যুগিয়েছিলেন। অনেক অত্যাচারও সহ্য করেছিলেন। মহানবী (স)-কে কাফেররা হত্যা করতে চাইলে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত আবুবকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিযরত করেছিলেন।

আবু বকর (রা) নবীজীর কাছে শুনেছিলেন ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া সওয়াবের কাজ। তাই তিনি নিজের অর্থে হযরত বিলাল (রা) – সহ আরও অনেক ক্রীতদাসকে ক্রয় করে তাদেরকে মুক্তি দেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদ মহানবীকে দান করেন। নবীজী (স) অবাক হয়ে আবু বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ ?' তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।'

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স)- এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা) সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন গরিবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপন জন। খলিফা হয়েও তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। মহান সেবক ছিলেন খলিফা হযরত আবু বকর (রা)। মহানবী (স) বলেছিলেন, 'ইসলাম প্রচারে সামর্থ ও ধন সম্পদ দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন আবু বকর (রা)।'

আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। কীভাবে সাধারণ মানুষের ভালো করা যায় এই ভাবনাই ছিল তাঁর। তিনি রাজকোষের রক্ষক ছিলেন। অভাবের জন্য উপোস করলে তিনি রাজকোষের কিছু ভোগ করেননি।

হযরত আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মেয়ে আয়শা (রা)-কে বলেছিলেন, 'মা আয়শা, আমার কাছে রাষ্ট্রের একটা উট ও এক জন দাস আছে। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে তা তুমি পরবর্তী খলিফা হযরত উমরের নিকট পৌঁছে দিও। কোনো অবস্থাতেই ভুল করবে না।'

সত্যই মহৎ মানুষ ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে বাক্য তৈরি করি

বংশ	–	কুল	খলিফা আবু বকর (রা) মক্কার কুরাইশ **বংশে** জন্ম গ্রহণ করেন।
গোত্র	–	গোষ্ঠী	বংশসূত্রে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিবারকে একত্রে **গোত্র** বলে।
খলিফা	–	খেদমতকার	হযরত আবু বকর (রা) খোলাফায়ে রাশিদিনের প্রথম **খলিফা** ছিলেন।
সাহাবী	–	সাথী	মহানবী (স)-র প্রিয় **সাহাবী** আবু বকর (রা) ছিলেন নবীজীর স্ত্রী আয়শার পিতা।
অসাধারণ	–	যা সাধারণ নয়	হযরত আয়শা (রা) **অসাধারণ** গুণের অধিকারী ছিলেন।
নবুয়ত	–	আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য আদেশ পাওয়া	**নবুয়ত** লাভের পর মহানবী (স) ইসলাম প্রচার শুরু করেন।
ক্রীতদাস	–	কেনা গোলাম	হযরত বিলাল (রা) **ক্রীতদাস** ছিলেন।
হযরত মুহম্মদ (স)	–	নবীজী, নবী, মহানবী	**হযরত মুহম্মদ (স)-** কে মহানবী বলা হয়।
মহৎ	–	উদার	তিনি **মহৎ** প্রাণের মানুষ ছিলেন।
আদর্শ	–	নীতি, ন্যায়	মহানবী (স)-র **আদর্শ** অনুসরণ করেই আবু বকর (রা) চলতেন।

২. বিপরীত শব্দ পড়ি ও লিখি

প্রিয়	–	অপ্রিয়	যুদ্ধ	–	শান্তি
বিশ্বাস	–	অবিশ্বাস	মুক্ত	–	আটক
প্রকাশ্য	–	অপ্রকাশ্য	বন্ধুত্ব	–	শত্রুতা

৩. যুক্তবর্ণ জেনে নিই

সমস্ত	–	স্ত	=	স্ + ত	প্রশস্ত
সম্পদ	–	ম্প	=	ম্ + প	সম্পর্ক

৪. ছকের বাম দিকের চিহ্ন ব্যবহার করে যেসব শব্দ মূল পাঠে আছে সেগুলো খুঁজে বের করি এবং খালি অংশে লিখ

র-ফলা (্র)	খ্রিষ্টাব্দে				
য-ফলা (্য)	স্যাহায্যে				
রেফ-ও (র্)	সর্বাধিক				

৫. এক কথায় বলি

যা সাধারণ নয় — অসাধারণ

রক্ষা করেন যিনি — রক্ষক

অনেক জ্ঞান আছে যাঁর — জ্ঞানী

৬. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ লিখ ও বাক্য সম্পূর্ণ করি

(ক) খলিফা আবু বকর (রা)-ও মাতার নাম ---------, পিতার নাম ----------

(খ) তিনি ---------- গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

(গ) মহানবী (স)-র সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী ছিলেন ----------

(ঘ) আবু বকর (রা)-র মেয়ে ও মহানবীর (স)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ----------

(ঙ) মহানবী (স) --------- কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিযরত করেন।

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

(ক) খোলাফায়ে রাশিদিন কাকে বলে ?

(খ) হযরত আবু বকর (রা) কে ছিলেন ?

(গ) তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

(ঘ) তাঁর পিতামাতার নাম কী ?

(ঙ) পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ?

(চ) মহানবী (স) কেন মদীনায় হিজরত করেছিলেন ?

(ছ) হযরত আবু বকর (রা) ক্রীতদাসদের মুক্ত করতেন কেন ?

(জ) কোন যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেন ?

(ঝ) ধন সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার সময় নবীজী (স) তাঁকে কী জিজ্ঞেস করেন ?

(ঞ) হযরত আবু বকর (রা) কবে মৃত্যুবরণ করেন ?

স্বাধীনতার সুখ

রজনীকান্ত সেন

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
“কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোধ, বৃষ্টির, ঝড়ে।”

বাবুই হাসিয়া কহে, “সন্দেহ কি তায় ?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।”

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই এবং নতুন বাক্য পড়ি

স্বাধীনতা	–	অন্যের অধিনে না থাকা, অবাধ	১৯৭১ সালে লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ **স্বাধীনতা** লাভ করেছে।
সুখ	–	আরাম	**সুখ** লাভের আমায় মানুষ কষ্ট করে।
কুঁড়ে ঘর	–	ঘাস, পাতা বা খড় দিয়ে তৈরি ছোট ঘর	গ্রামে অনেক **কুঁড়ে ঘর** দেখা যায়।
শিল্প	–	কারুকর্ম, বিভিন্ন জিনিস সুন্দরভাবে গড়া	ছবি আঁকা, মাটির পুতুল, হাঁড়ি, কলসি তৈরি করা – এগুলো **শিল্পকর্ম**।
বড়াই	–	গৌরব, বাহাদুরি	অনর্থক **বড়াই** করা ভালো নয়।
অট্টালিকা	–	পাকা বাড়ি, দালানকোঠা	বিশাল বিশাল **অট্টালিকা** মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।
সন্দেহ	–	সংশয়, অনিশ্চয়তা	বাবুই পাখির বাসা যে এক ধরনের শিল্প, তাতে কোনো **সন্দেহ** নেই।
খাসা	–	চমৎকার, উত্তম	কবিতাটি **খাসা**, আবৃত্তি করতে ভালো লাগে

২. যুক্তবর্ণ চিনে নিই ও নতুন শব্দ পড়ি

স্বাধীনতা	–	স্ব	=	স + ব-ফলা	স্বাদ, স্বীয়
শিল্প	–	ল্প	=	ল্ + প	গল্প, স্বল্প
অট্টালিকা	–	ট্ট	=	ট্ + ট	ঠাট্টা, চট্টলা

৩. বিরাম চিহ্নের ব্যবহার শিখি

দাঁড়ি	(।)	=	বাবুই বাসা বুনতে পারে।
কমা	(,)	=	রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে, বাবুই কষ্ট করে।
প্রশ্ন চিহ্ন	(?)	=	বাবুই পাখি কি মনে মনে কষ্ট পায় ?
উদ্ধৃতি চিহ্ন	(“ ”)	=	“কুঁড়ে ঘরে থেকে তুমি শিল্পের বড়াই কর।”

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

(ক) চড়ুই বাবুই পাখিকে ডেকে কী বলেছে ?

(খ) বাবুই কোথায় থেকে বড়াই করে ?

(গ) বাবুই পাখি কিসের বড়াই করে ?

(ঘ) চড়ুই কোথায় মহাসুখে থাকে ?

(ঙ) চড়ুই পাখি বাবুই পাখির কিসে কষ্ট পাওয়ার কথা বলেছে ?

(চ) কষ্ট পেলেও বাবুই পাখির দুঃখ নেই কেন ?

(ছ) কোন ঘরকে বাবুই খাসা বলেছে ?

(জ) 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতার কবির নাম কী ?

৫. বিপরীত শব্দ বলি ও লিখি

স্বাধীনতা	----------
কষ্ট	----------
পাকা	----------
সুখ	----------

৬. ডান পাশের অংশের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলাই

(ক) কুঁড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের ----------	অট্টালিকা
(খ) আমি থাকি মহাসুখে ----------পরে	সন্দেহ
(গ) তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, ---------- ।	নিজের
(ঘ) বাবুই হাসিয়া কহে ---------- কি তায় ?	বড়াই
(ঙ) কষ্ট পাই, তবু থাকি ---------- বাসায় ।	বৃষ্টি, ঝড়ে
(চ) নিজ হাতে ---------- কাঁচা ঘর, খাসা ।	গড়া মোর
	পাকা

৭. কথাগুলো বুঝে নিই

শিল্পের বড়াই

বাবুই পাখি খুব সুন্দর করে বাসা বোনার কাজ করতে পারে। এ ধরনের কাজকে শিল্প বলা হয়। চড়ুই মনে করে, বাবুই পাখি বুঝি তার এ রকম শিল্প সৃষ্টির জন্য বাহাদুরি করে। চড়ুই একে শিল্পের বড়াই করা বলছে।

সন্দেহ কি তায় ?

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে বাবুই পাখি তার তৈরি করা কুঁড়ে ঘরে কষ্ট পায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু তার গর্ব সে তার নিজের তৈরি করা বাসায় থাকে।

নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।

চড়ুই যে অন্যের দালানে বাস করে গর্ভ করছে, তা বোঝাতে বাবুই পাখি এখানে এই কথাগুলো বলছে। বাবুই পাখির তৈরি করা বাসা যত ছোটই হোক, নিজের হাতে তৈরি বাসাই তার কাছে বেশি ভাল।

৮. কবিতাটি দুজন করে আবৃত্তি করি।

৯. না দেখে পুরো কবিতাটি খাতায় লিখি।

মেঘনা

আমার নাম মেঘনা। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছি। আমার নাম রেখেছেন আমার মা। এক রাতের বেলা মায়ের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। মা বললেন, 'মেঘনা, আমি নদীর নামে তোমার নাম রেখেছি। তুমি কি জানো, মেঘনা একটি নদীর নাম ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ মা, তুমি এর আগে বলেছিলে, আমাদের শ্রেণীশিক্ষক আপাও বলেছিলেন।' মা বললেন, 'তুমি কি মেঘনা নদীর কথা জানো ?'

আমি বললাম, 'না মা।'

মা বালিশটা একটু উঁচু করলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাকে তো মেঘনা নদী দেখাতে হবে। তোমার বাবার ছুটি হোক। এক দিন তোমাকে চাঁদপুর নিয়ে যাব। ঢাকা থেকে স্টিমারে চড়ে মেঘনার উপর দিয়ে যাব। তোমার ছোটখালা চাঁদপুরে আছেন।'

আমি বললাম, 'মা, আমি ছবির বইয়ে স্টিমার ও লঞ্চের ছবি দেখেছিলাম। আমি স্টিমারে চড়বো মা।' মা আমার চুলে বিলি কেটে বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমাকে চড়াবো। আগে মেঘনা নদীর কথা শোনো।' 'মা তুমি বলো, আমার শুনতে ইচ্ছা করছে'-আমি বললাম। মা আমাকে আদর করে বলতে শুরু করলেন।

‘তুমি তো শুনেছ, মেঘনা বাংলাদেশের একটি নদী। মেঘনা বিরাট এক নদী। প্রথমে এটা এত বড় ছিল না এবং এর নামও মেঘনা ছিল না। বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে ভারতের আসাম রাজ্য। সেখানেই মেঘনার জন্ম হয়। আসামে এই নদীর নাম বরাক। বরাক নদী দুটি ভাগ হয়ে দুটি শাখা নদী হয়ে যায়। একটির নাম সুরমা, আরেকটির নাম কুশিয়ারা। সিলেট শহর সুরমা নদীর ধারে অবস্থিত। তুমি তো জানো, তোমার ছোট মামা এখন সিলেটে আছেন।’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ মা। ছোট মামা বহু দিন আসেন না কেন ?’

মা বললেন, ‘আসবেন মা, তুমি মেঘনার কথা শোনো। সুরমা সিলেট ছাড়িয়ে এসে আবার কুশিয়ারার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায়। তারপর এই নদীর নাম হয় মেঘনা। মেঘনা নদী এগিয়ে যায় নানা জায়গার উপর দিয়ে। ঢাকা জেলার পাশ দিয়ে মেঘনা চলতে থাকে। চলার সময় আরো ছোট বড় বহু নদীর স্রোত মেঘনার সঙ্গে মেশে। এতে মেঘনা বড় হতে থাকে। চাঁদপুরের কাছে পদ্মা নদী এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়। পদ্মাও খুব বড় নদী। পদ্মা মেঘনা মিলে বিরাট হয়ে যায়। একূল ওকূল কিছুই দেখা যায় না। চাঁদপুরে গেলে তুমি এসব দেখতে পাবে।

আমার চোখে ঘুম নেই। আমি মায়ের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। শুধু ভাবছিলাম, মেঘনা কত বড় নদী !

মা আরো বললেন, ‘হ্যাঁ, চাঁদপুর থেকে মেঘনা খুব বড় নদী। যে দিকে চোখ যায় পানি আর পানি। মনে হয়, এ তো নদী নয়, যেন সাগর। মেঘনা তার বিশাল স্রোত নিয়ে সামনের দিকে আরো এগিয়ে যায়। শেষে মেঘনা বঙ্গোপসাগরে পড়ে।

‘তারপর মা ?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘নদী তো সাগরে পড়বেই এটিই নিয়ম। আরো শোনো, মেঘনা বাংলাদেশের প্রধান জলপথ। প্রতি দিন আমরা যেমন ঢাকার বড় বড় রাস্তায় দেখি বাস, ট্রাক, নানা ধরনের গাড়ি, বেবিট্যাক্সি, ভ্যান, রিকশা, ঠেলাগাড়ি; মেঘনাতেও তেমনি প্রতি দিন চলে বহু লঞ্চ স্টিমার, মালবাহী ও তেলবাহী জলযান, আর অসংখ্য ছোট বড় নৌকা। প্রতিদিন তাই খুব ব্যস্ত থাকে মেঘনার জলপথ। তাছাড়া এই পথে হাজার হাজার যাত্রী ঢাকা থেকে বরিশাল, পটুয়াখালি, ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জায়গায় যায়। এক সময় পাল তোলা বড় বড় নৌকা যেত। এখন পাল তোলা নৌকা তেমন একটা দেখা যায় না।

এখন নৌকা চলে ইঞ্জিনে। তুমি মেঘনায় গেলে দেখবে ছোট ছোট নৌকা এপার থেকে ও পারে যাচ্ছে। তুমি দেখবে জেলেনৌকার সারি। জেলেরা দিনরাত মেঘনায় মাছ ধরে। মেঘনায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বেশি পাওয়া যায় ইলিশ মাছ। তুমি স্টিমারে মেঘনার উপর দিয়ে গেলে দেখবে মাঝে মাঝে শুশুক একটু মাথা তুলে আবার ডুবে যাচ্ছে। তুমি দেখবে গাঙচিলেরা উড়ছে, বকেরা সারি বেঁধে যাচ্ছে। মেঘনা, তুমি বড় হলে আরো জানবে।'

আমি বললাম, 'মা আমি কখন মেঘনা দেখবো ?'

মা বললেন, 'আর কয়েক দিন পরেই দেখবে মা। তুমিও মেঘনা, নদীও মেঘনা। তোমাদের দেখা হবে। অনেক রাত হয়ে গেছে। মেঘনা, তুমি এখন ঘুমাও।'

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জানি ও বাক্যে শব্দের ব্যবহার দেখি

তৃতীয়	–	তিন-এর পূরণবাচক শব্দ	খেলায় সে **তৃতীয়** হয়েছে।
স্টিমার	–	যন্ত্রচালিত জলযান	**স্টিমার** ধোয়া ছেড়ে চলেছে।
লঞ্চ	–	যন্ত্রচালিত ছোট কিংবা মাঝারি জলযান	বরিশালের **লঞ্চ** সন্ধ্যা ছয়টার সময় ছাড়ে।
বিলিকাটা	–	চুলকে হাতের আঙুল দিয়ে নেড়ে দেওয়া	ফুফু আমার চুলে **বিলি কেটে** দিচ্ছেন।

অবস্থিত	–	থাকা, আছে, রয়েছে	রাজশাহী পদ্মার তীরে **অবস্থিত**।
ছাড়িয়ে	–	পার হয়ে	ট্রেন ভৈরব বাজার **ছাড়িয়ে** গেল।
স্রোত	–	ধারা, প্রবাহ	এই নদীতে **স্রোত** বেশি।
মেশে	–	মিশে যায়	মেঘনা বঙ্গোপসাগরে **মেশে**।
বিশাল	–	খুব বড়	তিনি **বিশাল** বাড়িতে থাকেন।
বঙ্গোপসাগর	–	বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সাগর	**বঙ্গোপসাগর** চট্টগ্রামের খুব কাছে।
মালবাহী	–	মাল বহনকারী	**মালবাহী** ট্রাকটি উল্টে গেল।
তেলবাহী	–	তেল বহনকারী	এটি **তেলবাহী** জাহাজ।
জলপথ	–	জলের পথ	সেখানে রাস্তা নেই, **জলপথে** যেতে হবে।
জলযান	–	পানিতে চলে যে যান	লঞ্চ পরিচিত **জলযান**।
তো	–	নিশ্চয়তাসূচক শব্দ	তমি **তো** জানো।
যাত্রী	–	গমনকারী, যারা যায়	আজ বাসের **যাত্রী** বেশি।
পাল	–	নৌকার মাস্তুলে লাগানো কাপড়	ওই নৌকার **পাল** ছিঁড়ে গেছে।
শুশুক	–	এক ধরনের জলজন্তু	মেঘনায় **শুশুক** দেখা যায়।

২. যুক্তবর্ণ চিনে নিই, আরো নতুন শব্দ জেনে নিই

তৃতীয়	–	তৃ	=	ত্ + ঋ – কার (ৃ)	তৃণ, তৃষা
লঞ্চ	–	ঞ্চ	=	ঞ্ + চ	অঞ্চল, চঞ্চল
রাজ্য	–	জ্য	=	জ্ + য-ফলা (্য)	ত্যাজ্য
স্রোত	–	স্র	=	স্ + র-ফলা (্র)	স্রষ্টা, সহস্র
জিজ্ঞাসা	–	জ্ঞ	=	জ্ + ঞ	অজ্ঞ, বিজ্ঞ
ট্যাক্সি	–	ক্স	=	ক্ + স	বাক্স, কক্সবাজার
ইঞ্জিন	–	ঞ্জ	=	ঞ্ + জ	অঞ্জনা, গঞ্জনা

৩. ক্রমবাচক শব্দ জেনে নিই

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম

৪. দুই শব্দের মিলে নতুন শব্দ দেখে নিই

ছোট ও বড় - ছোটবড় : দিন ও রাত – দিনরাত

৫. বিপরীত শব্দ জানি

একূল – ওকূল, এপার – ওপার, এদিক- সেদিক

৬. কাজ বোঝানো শব্দ জেনে নিই

শোয়া	–	শুয়ে	এগোনো	–	এগিয়ে
রাখা	–	রেখেছি	ফেরা	–	ফিরে
মিশা	–	মেশে	তোলা	–	তুলে
বাঁধ	–	বেঁধে	ঘুমানো	–	ঘুমিয়ে

৭. দুই রকম কাজ বোঝানো শব্দ জেনে নিই

দেখা	–	নিজে দেখা	চড়া	–	নিজে চড়া
দেখানো	–	অন্যকে দেখানো	চড়ানো	–	অন্যকে চড়ানো

৮. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) মেঘনা কোন শ্রেণীতে পড়ছে ?

(খ) মেয়ের নাম মেঘনা কে রেখেছেন ?

(গ) মেঘনা 'মেঘনা' নামটি কার কাছ থেকে শুনেছে ?

(ঘ) কে স্টিমারে চড়তে চায় ?

(ঙ) কোথায় মেঘনা নদীর জন্ম হয়েছে ?

(চ) বরাক নদীর দুই শাখার নাম কী ?

(ছ) নদীর নাম মেঘনা হয় কী ভাবে ?

(জ) কোথায় মেঘনা ও পদ্মা মিলিত হয়েছে ?

(ঝ) কোন উপসাগরে মেঘনা মিলেছে ?

(ঞ) মেঘনার জলপথ ব্যস্ত কেন ?

(ট) কার কার নাম মেঘনা ?

৯. বাংলাদেশের আরো কয়েকটি নদীর নাম জানি

যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, তিস্তা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, আড়িয়াল খাঁ

১০. মেঘনা নদী সম্বন্ধে সাতটি বাক্য লিখি।

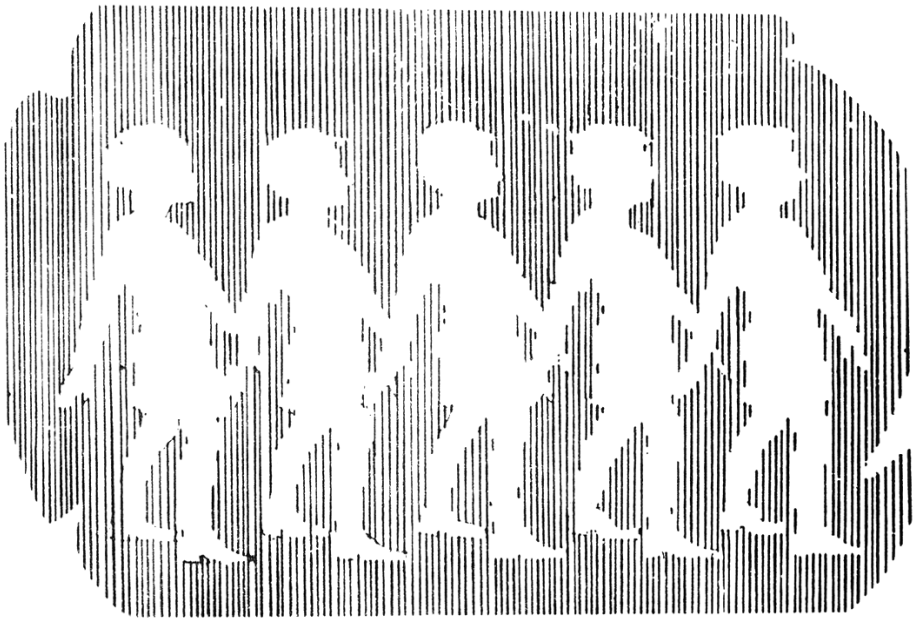

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করি

ঊর্ধ্ব	— ওপরের দিক	লোকটি **ঊর্ধ্ব** পানে চেয়ে আছে।
গগন	— আকাশ	**গগনে** মেঘ গর্জন করছে।
মাদল	— ঢোলের মত বাদ্যযন্ত্র	সাঁওতাল ছেলেটি **মাদল** বাজাচ্ছে।
নিম্নে	— নিচে	**নিম্নে** কয়েক সারি বাড়ি রয়েছে।
উতলা	— ব্যাকুল, অস্থিও	তুমি এত **উতলা** হয়েছ কেন ?
ধরণী	— পৃথিবী	**ধরণী** সকলকে আশ্রয় দেয়।
অরুণ	— সকালের সূর্য	**অরুণ** আলোয় চার দিক রাঙা দেখাচ্ছে।
প্রাতে	— সকালে	**প্রাতে** এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে।
ঊষা	— ভোর বেলা	আমরা সবাই **ঊষা** কালে জেগে উঠব।
প্রভাত	— সকাল	তিনি **প্রভাতে** হাঁটেন।
টুটাব	— ভাঙব, দূর করব	আমরা এ বাধা **টুটাব**।
তিমির	— অন্ধকার	আমরা **তিমির** দূর করব।
বিন্ধ্যাচল	— বিন্ধ্য পর্বত	**বিন্ধ্যাচল** ভারতের একটি পর্বতের নাম।
নবীন	— নতুন	গাছে **নবীন** পাতা গজিয়েছে।
সজীব	— সতেজ, জীবন্ত	ফুলটি খুব **সজীব**।
মহাশ্মশান	— মৃতদেহ পোড়ানোর বড় জায়গা	**মহাশ্মশানে** যেত ভয় করে।

২. কথাগুলো বুঝে নিই এবং লিখি

(ক) **আমরা টুটাব তিমির রাত**
বাধার বিন্ধ্যাচল।

তরুণেরা নতুন প্রাণের অধিকারী। তারা সব অন্ধকার দূর করবে। তারা বিরাট বাধা ডিঙিয়ে যাবে।

(খ) **নব নবীনের গাহিয়া গান**
সজীব করিব মহাশ্মশান

মহাশ্মশানে প্রাণের আনন্দ নেই। কিন্তু তরুণেরা নতুনের গান গেয়ে **মহাশ্মশানকেও** আনন্দময় করবে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই

ঊর্ধ্ব	–	র্ধ্ব	=	রেফ (র্) + ধ্ + ব
নিম্নে	–	ম্ন	=	ম্ + ন
বিন্ধ্যাচল	–	ন্ধ্য	=	ন্ + ধ্ + য-ফলা (্য)
মহাশ্মশান	–	শ্ম	=	শ্ + ম-ফলা

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

(ক) মাদল কোথায় বাজে ?

(খ) কবি কাদের চলতে ডাক দিয়েছেন ?

(গ) কারা তিমির দূর করবে ?

(ঘ) বিন্ধ্যাচল কী ?

৫. আগের চরণটি বলি

(ক) ----------
নিম্নে উতলা ধরণীতল

(খ) ----------
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত

সজীব কবির মহাশ্মশান

৬. তালে তালে পা ফেলে আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৭. কবিতাটি লিখি।

৮. সবাই মিলে কবিতাটি সুর করে গাই।

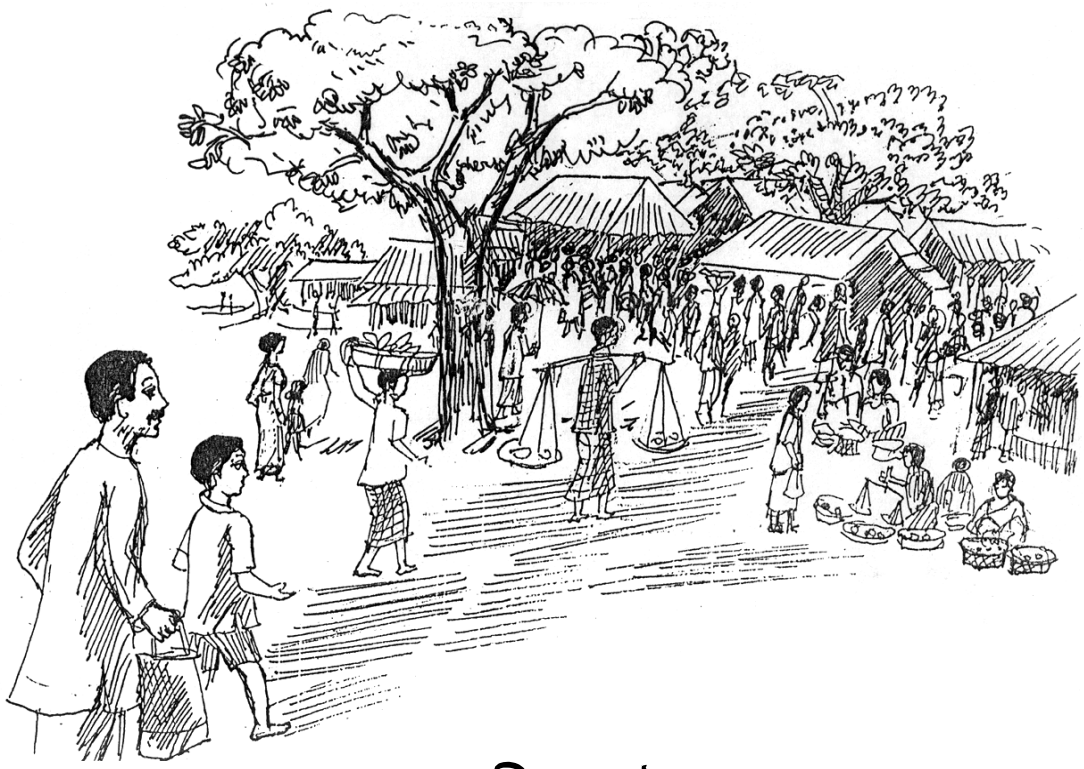

কলাবতীর হাটে

পাপলুদের গ্রামের নাম কলাবতী। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি নদী। নদীর তীরে হাট বসে। হাটের নাম কলাবতীর হাট। পাপলু শুনেছে হাট বসে সপ্তাহে দুদিন। রবিবার ও বৃহস্পতিবার। আজ রবিবার।

জেবলচাচা পাপলুকে নিয়ে হাটে চলেছেন। হাতে আছে একটি থলে। একটা লোক দুটো ছাগল টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ছাগল দুটি যেতে চাইছে না। ছাগল হাটে বিক্রি করা হবে। তখন শেষ বিকেল। হাটে মানুষ গিজগিজ করছে। ছোট বড় নানা বয়সের মানুষ হাটে এসেছে।

হৈ-হল্লা হচ্ছে খুব। ধুলো উড়ছে। জেবলচাচা বলছেন, 'বেলা পড়ে এলে সবাই হাটে আসে। একটু আগে এলে কী হয় ! গরু, ছাগল, চাল, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারি সব কিছু এখানে কেনাবেচা হয়, আবার সবার দেখাও হয়।'

খোলা জায়গায় নানা জিনিস নিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। কেউ এনেছে তরিতরকারি, কেউএনেছে ফলমূল। এরা সবাই গ্রামের মানুষ। হাটে বিক্রি করার জন্য তারা নানা জিনিস তৈরি করে। তারা নানা ফসল ফলায়। সেগুলো নিয়েই বিক্রি করতে বসেছে। লোকজন কিনছে সেসব। তরকারির হাটে নানা রকমের তরকারি দেখা যাচ্ছে। সব তরকারি টাটকা। জেবলচাচা কিনলেন বেগুন, পটল, ধনেপাতা ও কাঁচা মরিচ। পেঁয়াজ, রসুন ও লাল মরিচের দোকান থেকে কেমন ঝাঁজ আসছে। চোখ জ্বালা করে। পাপলু এগিয়ে গেল সামনে।

বড় চাটাইয়ের ওপর আলু জড় করে রাখা হয়েছে। আলু কিনছে অনেকে। ডালও আছে হরেক রকম। মুগ, মসুরি, খেসারি, মাষকলাই-এ সব ডাল নিয়ে বসেছে ডাল বিক্রেতারা।

একদিকে নানা রকম চাল বিক্রি হচ্ছে। জেবলচাচা এক ধরণের চাল দেখিয়ে বললেন, 'এটা বিন্নি চাল।' পাপলুর মনে পড়ল, তার মা বিন্নি ভাত খাইয়েছিলেন। কেমন আঠালো, তবে দুধ ও নারকেল দিয়ে খেতে খুব মজা।

মাছের বাজারে ভিড় বেশি। জেলেরা ভারে করে অনেক মাছ নিয়ে এসেছে। কৈ, মাগুর, শিং, টেংরা, পুঁটি সব উঠেছে। জেবলচাচা পাপলুদের জন্য কিনলেন কৈ মাছ। আর কিনলেন কুচো চিংড়ি। চিংড়িগুলো দিয়ে মা পুঁই শাক রাঁধবেন। হাঁস মুরগিগুলোর ডানা ও পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। গ্রামের মানুষের পালা হাঁসমুরগি। ওদের জন্য পাপলুর মায়া হয়।

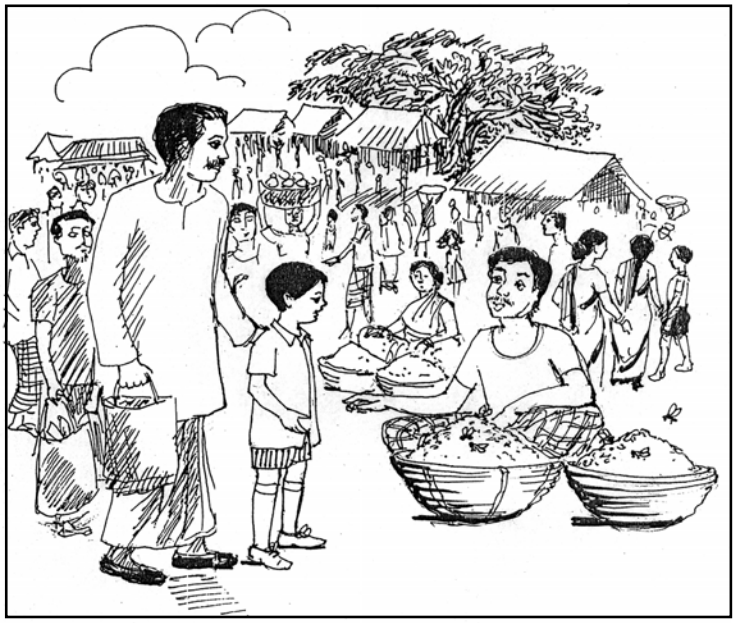

পান সুপারির দোকানে পান সাজিয়ে রাখা হয়েছে সুন্দরভাবে। সুপারিগুলো মিহি করে কাটা। ধামা ভর্তি মুড়ি। আরেক ধামায় মুড়কি। সাদা টাটকা মুড়ি দেখে মন ভরে যায়। খইগুলো সাদা ফুলের মতো দেখাচ্ছে। গুড়ওয়ালা গুড়ের মটকি নিয়ে বসেছে, মাঝে মাঝে মাছি তাড়াচ্ছে।

ও দিকে আরো বেশ কয়েকিট দোকান। মাটির হাঁড়ি, বাসন, কলসি নিয়ে কুমোরেরা দোকান খুলেছে। কামারেরা বসেছে ছুরি, দা, বটি, খুন্তি, লাঙল নিয়ে। গামছা বিক্রেতারা হাতে গামছা নিয়ে খদ্দের ডাকছে।

এক দোকানে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে জিলিপি কেনার আশায়। জেবলচাচা পাপলুকে বসিয়ে দিলেন টুলের উপর। বললেন, 'এ হাটের জিলিপির খুব স্বাদ। সবাই কেনে। এসো, জিলিপি খাই।'

এরপর এলেন মুদির দোকানে। সরষের তেল ও সাবান কিনলেন জেবলচাচা। বললেন, 'সাঁঝ হয়ে এসেছে। চলো, বাড়ি যাই।' সত্যিই তো, সূর্য ডুবে গেছে। কলাবতীর হাটে একসঙ্গে অনেকগুলো কুপি জ্বলে উঠল।

পাঠ শিখি

১. শব্দ জেনে নিই ও নতুন বাক্য রচনা করি

হাট	—	বহু জিনিস কেনাবেচার জায়গা	আমরা বিকেলে **হাটে** যাব।
গিজগিজ	—	ঠাসাঠাসি, খুব ভিড়	বিয়ে বাড়িতে মানুষ **গিজগিজ** করছে।
হৈ-হল্লা	—	চিৎকার	তোমাদের **হৈ-হল্লায়** আমার ঘুম ভেঙে গেল।
বেলা পড়ে এলে	—	বিকেল হলে	**বেলা পড়ে এলে** আমরা খেলতে যাবো।
টাটকা	—	তাজা	হাটে **টাটকা** তরিতরকারি উঠেছে।
ঝাঁজ	—	তেজ, বেশি গন্ধ	কাঁচা মরিচের **ঝাঁজ** আছে।
আঠালো	—	চটচটে	টুকু **আঠালো** ভাত খেতে চায় না।
কুচো চিংড়ি	—	ছোট চিংড়ি	পুকুরে অনেক **কুচো চিংড়ি** আছে।
পালা	—	পালিত	ঘরে **পালা** গরুটিকে সবাই আদর করে।
মিহি	—	অতি চিকন	বাবা **মিহি** সেমাই কিনলেন।
মটকি	—	মাটির বড় পাত্র	মা **মটকিতে** চাল রেখেছেন।
কুমোর	—	যারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি পাতিল তৈরি করেন	তিনি **কুমোর** পাড়ায় থাকেন।
কামার	—	যারা লোহা দিয়ে দা বটি তৈরি করেন	**কামারের** হাতে আছে হাতুড়ি।
খদ্দের	—	ক্রেতা	মাছ কিনতে অনেক **খদ্দের** এসেছে।

স্বাদ	—	খেতে মজার	এ গাছের কাঁঠালের **স্বাদ** বেশি।
সাঁঝ	—	সন্ধ্যা	**সাঁঝের** বেলায় বাড়ি ফিরলাম।
কুপি	—	টিনের তৈরি কেরোসিনের বাতি	সন্ধ্যা হলে করিমের মা **কুপি** জ্বালায়।

২. যুক্তবর্ণ চিনে নিই

সপ্তাহ	—	প্ত	=	প্ + ত	গুপ্ত, লুপ্ত
বৃহস্পতিবার	—	স্প	=	স্ + প	স্পর্শ, স্পষ্ট
তাড়াচ্ছে	—	চ্ছ	=	চ্ + ছ	পালাচ্ছে, দেখাচ্ছে
বিক্রি	—	ক্র	=	ক্ + র-ফলা (্র)	ক্রেতা, ক্রয় (অন্যরূপ 'ক্র')
হল্ল	—	ল্ল	=	ল্ + ল	পাল্লা, মহল্লা
জ্বালা	—	জ্ব	=	জ + ব	উজ্জ্বল, জ্বলজ্বল
বিন্নি	—	ন্ন	=	ন্ + ন	অন্ন, ভিন্ন
খুন্তি	—	ন্ত	=	ন্ + ত	জ্যান্ত, দন্ত
খদ্দের	—	দ্দ	=	দ্ + দ	রোদ্দুর, চোদ্দ
স্বাদ	—	স্ব	=	স্ + ব	স্বদেশ, স্বাধীন

৩. বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করি ও পড়ি

-------- চ্ছ =	জ্ব ---------- =
-------- ন্ত =	---------- ল্ল =
	---------- স্ত =

৪. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) কলাবতির হাট কোথায় বসে ?

(খ) কোন কোন দিন কলাবতির হাট বসে ?

(গ) মানুষ কখন হাটে যায় ?

(ঘ) জেবল চাচা কলাবতির হাট থেকে কী কী কিনলেন ?

(ঙ) কোন কোন ডাল কলাবতির হাটে বিক্রি হচ্ছে ?

(চ) কোন চালের ভাত দুধ ও নারকেল দিয়ে খেতে মজা ?

(ছ) কলাবতির হাটে কোন কোন মাছ উঠেছে ?

(জ) খইগুলো দেখতে কেমন ?

(ঝ) মাছি তাড়াচ্ছে কে ?

(ঞ) কখন কুপি জ্বলে উঠল ?

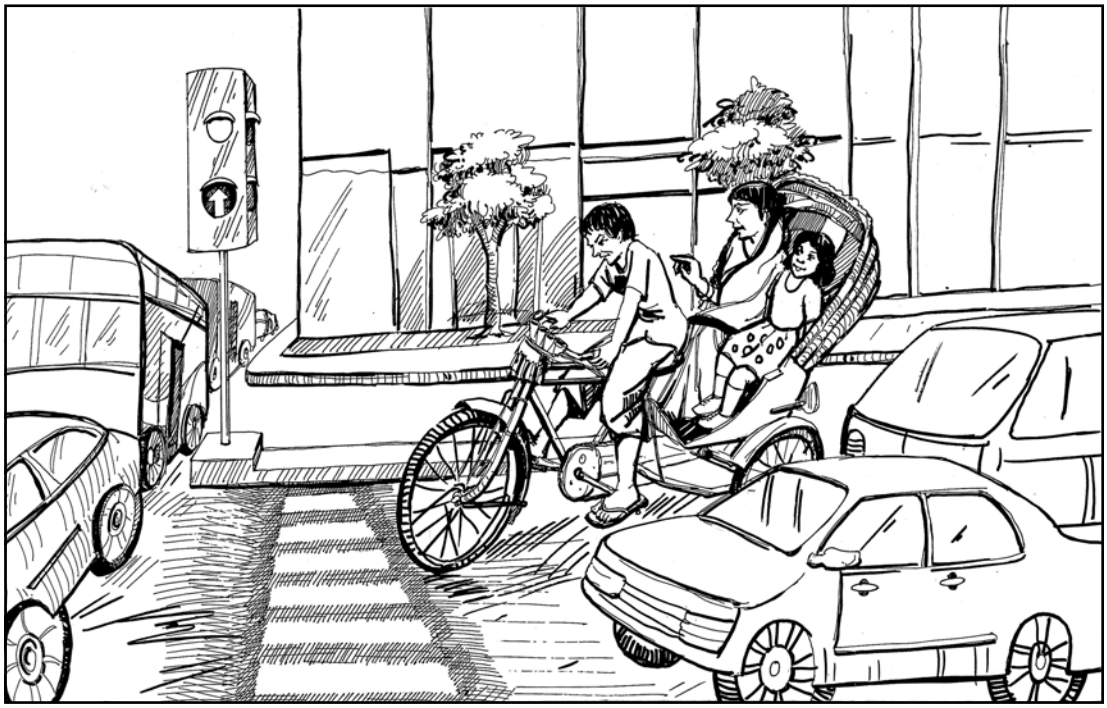

সংকেতগুলো জেনে রাখি

মাসুমার জন্ম শহরে। এখানেই সে বড় হয়েছে। আব্বা আম্মার সঙ্গে সে শহরে বেড়িয়েছে। কিন্তু শহরের রাস্তায় চলাচলের সংকেতগুলো সে ভালো করে জেনে রাখেনি।

এবার আম্মা বললেন, 'মাসুমা, তুমি বড় হয়ে গেছ। এখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছ। তুমি শহরে চলাচলের সংকেতগুলো শিখে নাও। শহরে থাকলেও আমরা শহরের অনেক কিছু খেয়াল করি না।'

একদিন মাসুমা আম্মার সঙ্গে রিকশায় করে যাচ্ছিল। রাস্তার মোড়ে রিকশা থেমে গেল। মাসুমারা সোজা যাবে। আড়াআড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি, বাস, রিকশা চলছে। আম্মা বললেন, 'সামনে ওপরের দিকে দেখ।' মাসুমা দেখল, একটা পোস্টে লাল আলো জ্বলছে।

আম্মা বললেন, 'পোস্টে লাল আলো জ্বললে যানবাহন থেমে যায়। একটু পরে হলুদ আলো জ্বলে। এর অর্থ একটু অপেক্ষা করুন। হলুদ আলো জ্বলার পরপরই সবুজ আলো জ্বলে। তখনই রিকশা, গাড়ি আবার চলতে শুরু করে।

মাসুমা খেয়াল করছিল। সত্যি তাই। একটু পরে হলুদ আলো জ্বলল। তারপর সবুজ আলো। মাসুমাদের রিকশা চলতে শুরু করল। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেকটি মোড়ে একই অবস্থা। সেই লাল, হলুদ, সবুজ আলো। মাসুমা এবার ব্যাপারটা বুঝে নিল।

রিকশায় চড়ে যেতে যেতে মাসুমা দেখছিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফলকে তীরচিহ্ন দেওয়া। তীরচিহ্ন কোনোটি ডান দিকে বাঁকানো, কোনোটি বাম দিকে বাঁকানো। তীরচিহ্নের এই সংকেত দিয়ে ফলকে লেখা রয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয়', 'নিউমার্কেট', 'জাদুঘর', 'হাসপাতাল', 'স্কুল', 'অফিস', 'শিশুপার্ক' ইত্যাদি।

আম্মা বললেন, 'এই লেখা ও সংকেত দিয়ে বুঝতে হয় কোন জায়গা কোন দিকে। তা হলে তুমি রিকশা করে বা গাড়ি চড়ে ডানে, বাঁয়ে কিংবা সোজা ঐসব জায়গায় যেতে পারবে। হেঁটেও যেতে পারবে। দেখ, রাস্তার ওপারে পার্ক। চল, আমরা পার্কে যাই।'

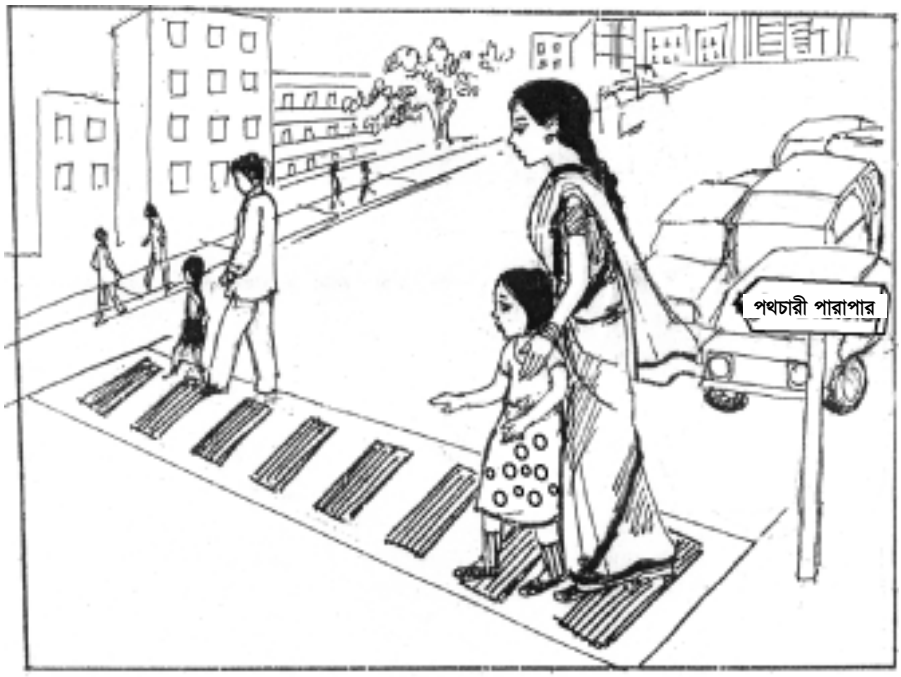

মাসুমার আম্মা ভাড়া দিয়ে রিকশা ছেড়ে দিলেন। রাস্তার ওপারে যাবে মাসুমা ও তার আম্মা। মাসুমা দেখল, রাস্তার একটা জায়গায় আড়াআড়ি সাদা দাগকাটা। পাশে ফলকে লেখা রয়েছে 'পথচারী পারাপার'। আম্মা বুঝিয়ে দিলেন, 'এখান দিয়ে মানুষ রাস্তা পার হয়। লাল বাতি জ্বললে গাড়ি, বাস, রিকশা সব থেমে যায়। তখন পথচারীরা এ দাগ কাটা জায়গা দিয়ে রাস্তা পার হয়।'

মানুষ যাতে সহজে শৃঙ্খলার সঙ্গে রাস্তা পার হতে পারে, সে জন্য রাস্তায় দাগ কেটে সংকেত দেওয়া হয়। আম্মা বললেন, 'চলো, আমরা 'পথচারী পারাপার' দিয়ে রাস্তা পার হই। ঐ তো পার্ক। এসো, পার্কে যাই।'

এই ভাবে অন্য সংকেতগুলোও জেনে রাখি।

সড়ক পথ আর রেলপথ যেখানে মিলিত হয়েছে তাকে বলা হয় লেভেল ক্রসিং। রেলগাড়ি আসতে থাকলে লেভেল ক্রসিং-এ গেট পড়ে। তখন দুই দিকের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রেলগাড়ি পার হয়ে গেলে গেট খুলে দেওয়া হয়। যানবাহন আবার চলতে থাকে। লেভেল ক্রসিং-এ সংকেত দেওয়া থাকে।

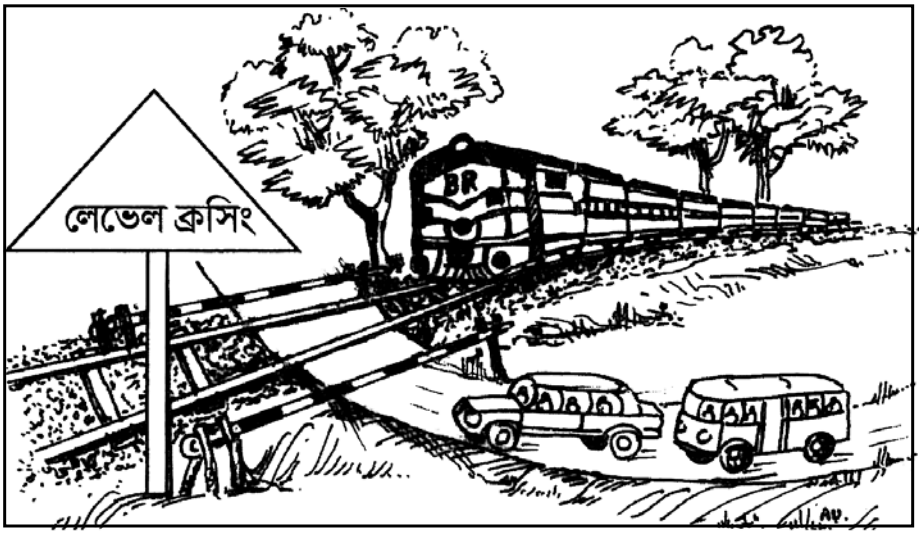

সড়ক পথে পুল থাকলে তারও সংকেত থাকে। রাস্তা বেঁকে গেলে তীরচিহ্ন দিয়ে তা বোঝানো হয়।

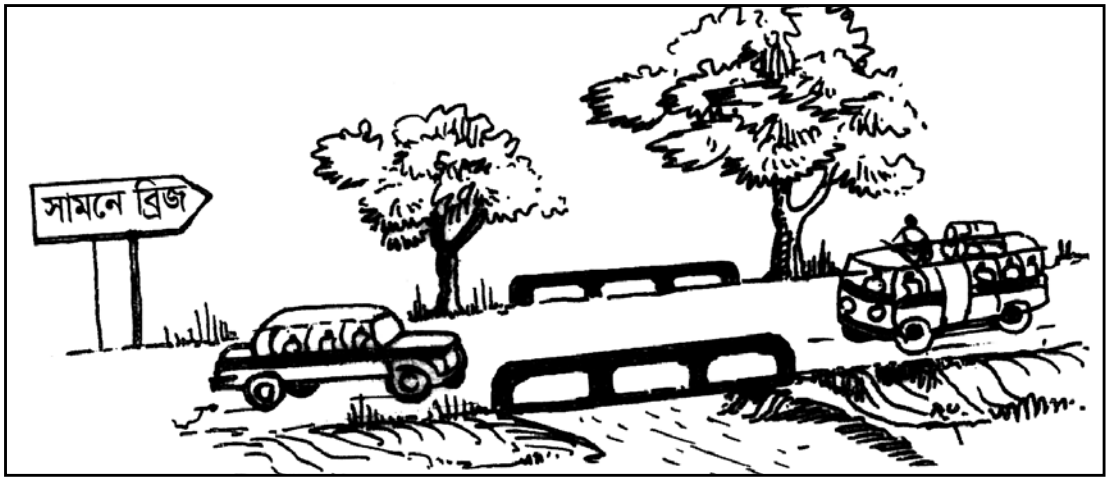

বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে,
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা !

কী জাদু বাংলা গানে !
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা !

(সংক্ষেপিত)

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য রচনা করি

মোদের	– আমাদের	'ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি **মোদের** বাড়ি এস।'
গরব	– গর্ব, অহংকার	তোমার **গরব** বেশি।
আ মরি	– আহা মরি মরি !	**আ মরি** বাংলাদেশ, আমার জন্মভূমি।
বোলে	– বাক্যে, কথায়, ভাষায়	আমার বোনটি আধো-আধো **বোলে** কথা বলে।
কতই	– অনেক, খুবই	মায়ের সাথে খেলতে **কতই** আনন্দ।
জাদু	– মায়া, বশ করার শক্তি	নজরুলের গানে যেন সত্যই **জাদু** আছে।
দাঁড়	– নৌকা চালাবার দণ্ড, বৈঠা	মাঝি ভাই, আমিও **দাঁড়** বাইতে চাই।
বাউল	– এক শ্রেণীর সংগীত শিল্পী	লালন ফকির **বাউল** ছিলেন।

২. পরের চরণটি বলি ও লিখি

(ক) মোদের গরব, মোদের আশা,

(খ) কী জাদু বাংলা গানে !

(গ) গেয়ে গান নাচে বাউল,
---

৩. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি

ভাষা, শান্তি, ভালোবাসা, মাঝি, চাষা, নাচ, গান, ধান, আশা, কোল

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

৫. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) 'বাংলা ভাষা' কবিতাটি কে লিখেছেন ?
(খ) বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা গর্ব করি কেন ?
(গ) মাঝি দাঁড় টানার সময় কী করেন ?
(ঘ) ধান কাটার সময় চাষীরা কী করেন ?
(ঙ) গান গাইবার সময় বাউলেরা আর কী করেন ?
(চ) বাংলা আমাদের প্রিয় কেন ?

(ছ) বাংলা গান কাদের কাছে খুব প্রিয় ?

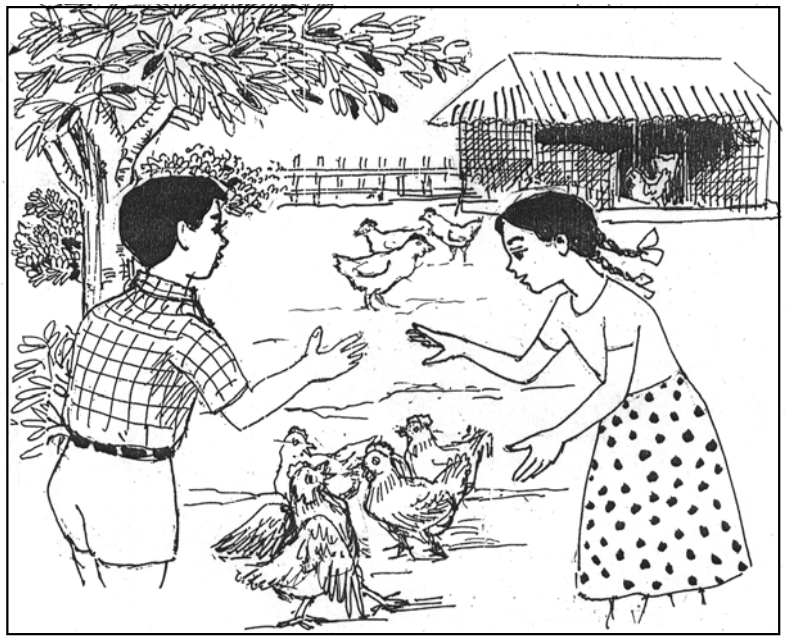

ভাই বোনের শখ

শাহানা আর উৎস দুই ভাই বোন। শাহানা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে আর উৎস তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। ওরা দুজন বন্ধুর মতো। ওদের বাবা এক জন শিক্ষক। গ্রাম থেকে দূরে এক উপজেলা সদরে তিনি চাকরি করেন। তারা মাকে নিয়ে গ্রামে থাকে।

শাহানা ও উৎস রোজ এক সাথে স্কুলে আসা যাওয়া করে। তারা দুভাইবোন মায়ের দেওয়া টিফিনের টাকা থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে একটি মাটির ব্যাংক কিনে মাকে দেখাল। ব্যাংকটির নাম দিল ' যৌথ ব্যাংক'। রোজ টিফিনের টাকা বাঁটিয়ে তারা ব্যাংকে রাখে। তা দেখে মা খুব খুশি হলেন। তিনিও প্রায়ই তাদের ব্যাংকে সিকি, আধুলি, এক টাকা, পাঁচ টাকার মুদ্রা রাখেন।

বছর শেষে ব্যাংকটি ভরে গেল। ওদের মন আনন্দে নেচে উঠল। মা বললেন, 'টাকা দিয়ে তোমরা কে কী করতে চাও ?' শাহানা বলল, 'আমি একটি পাঠাগার করতে চাই। তাতে থাকবে ছড়া, কবিতা, মজার গল্প, ছোটদের গান, ধাঁধা, ছবির বই আর কার্টুনের বই। উৎস বলল, 'আমি কিছু ভালো জাতের মুরগি এনে বাড়িতে পুষতে চাই। তবে আপার মতো পাঠাগার করার শখ আমারও আছে।' মা বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাদের বাবা বাড়ি এলে তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করা যাবে।'

ছুটির দিনে বাবা বাড়ি এসে শাহানা ও উৎসের সব কথা শুনলেন। তারপর মাটির ব্যাংকটি ভাঙা হল। ব্যাংকে এক হাজার তিনশত পনের টাকা পাওয়া গেল। তিনি আরো দুইশত টাকা দিলেন। তাদের মোট এক হাজার পাঁচশ পনের টাকা হল। মা বললেন, 'পনের টাকা গরিব দুঃখীকে দান করে দাও।

বাবা তার দুই সন্তানকে কাছে টেনে আদর করে বললেন, 'তোমাদের দুটি শখের কাজ কিন্তু এক সাথে করা যাচ্ছে না। তাতে তোমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। তাছাড়া এত অল্প টাকায় হবেও না।'

উৎস বলল, 'বাবা, তা হলে আমরা কী করব?' বাবা বললেন, 'মন খারাপ করবে না। তোমাদের দুজনের শখই পূরণ হবে। আগে মুরগি পালন করে পুঁজি বাড়াও। তারপর পারিবারিক পাঠাগারটি করতে পারবে।' এ কথা শুনে তারা খুব খুশি হল। মা বললেন, 'আমার একটি শর্ত আছে। তা হল, বাড়িতে মুরগি পোষা ও পারিবারিক পাঠাগার করা যাবে, কিন্তু লেখাপড়ায় অমনোযাগী হওয়া চলবে না।' শাহানা ও উৎস দুজনই মায়ের শর্ত মেনে নিল।

বাবা শহর থেকে দশটা মুরগি, মুরগির খাবার ও ঔষধ এনে দিলেন। তিনি বাড়িতে একটি মুরগির ঘরও করে দিলেন। মুরগি পেয়ে দুভাইবোন খুব খুশি হল। তারা রোজ স্কুল থেকে এসে মুরগির যত্ন করতে লাগলো। মুরগিগুলো ক্রমে ক্রমে বড় হল।

যে দিন থেকে মুরগিগুলো ডিম দিতে থাকল, সেদিন থেকে শাহানা ও উৎস ক্যালেন্ডারের তারিখে 'টিকচিহ্ন' দিতে থাকল। বছর শেষে দেখল প্রতিটি মুরগি ২৫০ থেকে ২৭৫টি করে ডিম দিয়েছে। ডিম বিক্রি করে দুবছর পর তাদের অনেক টাকা জমা হল।

ছুটিতে আবার বাবা বাড়ি এলেন। তাঁর কাছে শাহানা ও উৎস পাঠাগারটির কাজ আরম্ভ করার জন্য পরামর্শ চাইল। বাবা রাজি হলেন এবং দুটি ভাল প্রস্তাবও দিলেন। প্রথম প্রস্তাবটি হল, তিনি নিজের খরচে বুক শেলফ বানিয়ে দেবেন। অন্যটি হল শাহানা ও উৎস তাদের মায়ের সাথে ঢাকা গিয়ে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর ও শিশুপার্ক দেখবে। আর একুশের বই মেলা থেকে তাদের পছন্দমতো বই কিনে আনবে।

শাহানা ও উৎস বাবাকেও তাদের সাথে ঢাকা যেতে অনুরোধ করল। তারা ঢাকায় তিন দিন ছোটচাচার বাসায় থেকে সব কাজ করল। তারপর বই নিয়ে তারা বাড়িতে ফিরে এলো।

বাড়ি এসে দুভাইবোন নিজেদের ঘরে মায়ের সহযোগিতায় সুন্দর করে পাঠাগারটি সাজালো। তাদের সহপাঠীরা ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই পাঠাগারের সদস্য হল।

তারা এক দিন তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ও আত্মীয়-স্বজনদের আমন্ত্রণ জানালো। তাঁরা শাহানা ও উৎসের সুন্দর পাঠাগার দেখে খুব খুশি হলেন। তাঁরা পাঠাগার বানানোর গল্প শুনে তাদের খুব প্রশংসা করলেন। তাদের কৃতিত্বের জন্য স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দুজনকে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হল। প্রশংসাপত্রে লেখা ছিল 'পাঠাগার স্থাপনের মহৎ কাজ করার জন্য শাহানা ও উৎসকে এই পুরস্কার প্রদান করা হল।'

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি

যৌথ	—	একত্র	শাহানা ও উৎসের মাটির ব্যাংকটির নাম ছিল **'যৌথ ব্যাংক'**।
পাঠাগার	—	লাইব্রেরি, গ্রন্থাগার	**পাঠাগারে** গিয়ে বই পড়।
পুঁজি	—	সঞ্চয়, জমা	অল্প **পুঁজি** নিয়ে শাহানা মুরগি পালন আরম্ভ করল
পরামর্শ	—	যুক্তি, উপদেশ	বড়দের **পরামর্শ** মতো কাজ করলে সফলতা আসে
কৃতিত্ব	—	কার্যদক্ষতা	সন্তানের **কৃতিত্বে** মাতাপিতা গর্বিত হন।
পুরস্কার	—	উপহার	পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে সোহাগ একটি

বাংলা অভিধান **পুরস্কার** পেয়েছে।

২. বাম পাশের কথাগুলো সাথে ডান পাশের কথাগুলোর মিল করি

শাহানা পড়ে	ভাইবোন
উৎস পড়ে	লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া যাবে না
শাহানা ও উৎস	মুরগিপালন ও পারিবারিক লাইব্রেরি করা
তাদের বাবা একজন	চতুর্থ শ্রেণীতে
তাদের শখের কাজ দু টি হল	প্রশংসাপত্র
মায়ের শর্ত হল	শিক্ষক
শিক্ষকেরা তাদের পুরস্কৃত করেন	তৃতীয় শ্রেণীতে

৩. যুক্তবর্ণ আলাদা করি ও নতুন শব্দ তৈরি করি

ব্যক্তিগত	– ক্ত	=	ক্ +ত	বক্তা, মক্তব
সংগ্রহ	– গ্র	=	ণ্ + র-ফলা (্র)	আগ্রহ, জাগ্রত
স্বজন	– স্ব	=	স + ব	স্বদেশ, স্বজাতি

৪. শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য বলি ও লিখি

বাধ্য, ক্যালেন্ডার, শর্ত, ব্যংক, বন্ধু, শখ

৫. এক কথায় বলি

নিজের ইচ্ছা – স্বেচ্ছা	কোনো কিছুতে মন দেয় না এমন – অমনোযোগী
যিনি পরামর্শ দেন – পরামর্শদাতা	যা ব্যবহার করা হয় না – অব্যবহৃত

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

(ক) শাহানা ও উৎস কী শখ করল ?

(খ) তারা কীভাবে মাটির ব্যাংকটি কিনল ?

(গ) ব্যাংকে কীভাবে টাকা রাখল ?

(ঘ) ব্যাংকটির কী নাম ছিল ?

(ঙ) তাদের ব্যাংকে মোট কত টাকা জমা হল ?

(চ) পাঠাগারের বই কোথা থেকে সংগ্রহ করা হল ?

(ছ) ঢাকায় গিয়ে তারা কী কী দেখল ?

(জ) কারা পাঠাগারের সদস্য হল ?

(ঝ) কার পরামর্শে তারা মুরগি পালনের কাজ শুরু করল ?

৭. আমাদের একটি করে শখের কাজের কথা বলি।

ট্রেনে ভ্রমণ

প্রতিদিন অর্পাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রেন যায়। ট্রেন ইংরেজি শব্দ। ট্রেন মানে রেলগাড়ি। রেল রাস্তার ধারে তাদের বাড়ি। অর্পার ট্রেনে চড়ার খুব ইচ্ছে হয়। তার নানা বাড়ি চট্টগ্রামে যাওয়ার ইচ্ছে। অর্পা নানা বাড়ি যাবে। সেখানে মামা আর মামি আছেন। অর্পার আব্বা আম্মা দুজনই স্কুল শিক্ষক। সে তাদের একমাত্র কন্যা আব্বা আম্মা তাকে খুব যত্ন করেন। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে অর্পার স্কুল দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ছুটির মধ্যে ছোট খালা লিপি বেড়াতে আসেন। এবারও এসেছেন। নাশতার টেবিলে ছোট খালা বললেন, 'আপা ও দুলাভাই, এবার কিন্তু আমি অর্পাকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাবো।' আম্মা খুব আপত্তি করলেন। বললেন, 'দেখ লিপি, তুমি অর্পার অবস্থা জান না। একটুতে ওর ঠাণ্ডা লাগে, একটুতে জ্বর হয়। তুমি ওকে নিয়ে মস্ত ঝামেলায় পড়বে।' ছোটখালা নাছোড়বান্দা। বললেন, 'আপা তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না। আমি ওকে আগলে রাখব।' যাত্রার আগের রাত্রে অর্পা একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটি হল অর্পার নানা অর্পাকে দোয়া করলেন। কিছুদিন আগে তিনি হজ্জ করে মক্কা শরিফ থেকে ফিরে এসেছেন।

যাওয়ার দিন এসে গেলো। সকালে অর্পার ঘুম ভাঙল। আবহাওয়া খুব ভালো নয়। আকাশে মেঘ ছিল। সূর্য দেখা যাচ্ছিল না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ও বজ্রপাত হচ্ছিল। বর্ষার সময় নয়। অথচ এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেলো। অর্পাদের নেওয়ার জন্য ট্যাক্সি এলো। রাস্তায় ভিড় নেই। একটা দুটো ট্রাক চলছিল। অর্পাকে নিয়ে লিপিখালা সোজা স্টেশনে চলে গেলেন।

লম্বা ট্রেনটির সামনে ছিল ইঞ্জিন। লিপি কালা বললেন, 'এখনও ইঞ্জিন লাগেনি। ইঞ্জিন কামরার সঙ্গে যুক্ত হলে একটু ধাক্কা লাগে।' অনেক যাত্রী ট্রেনে ছিল। কারও হাতে বাক্স ছিল, কারও হাতে ব্যাগ ছিল। কুলির মাথায় ছিল বস্তা। লিপিখালা ট্রেনের মাঝখানে এক কামরায় উঠলেন।

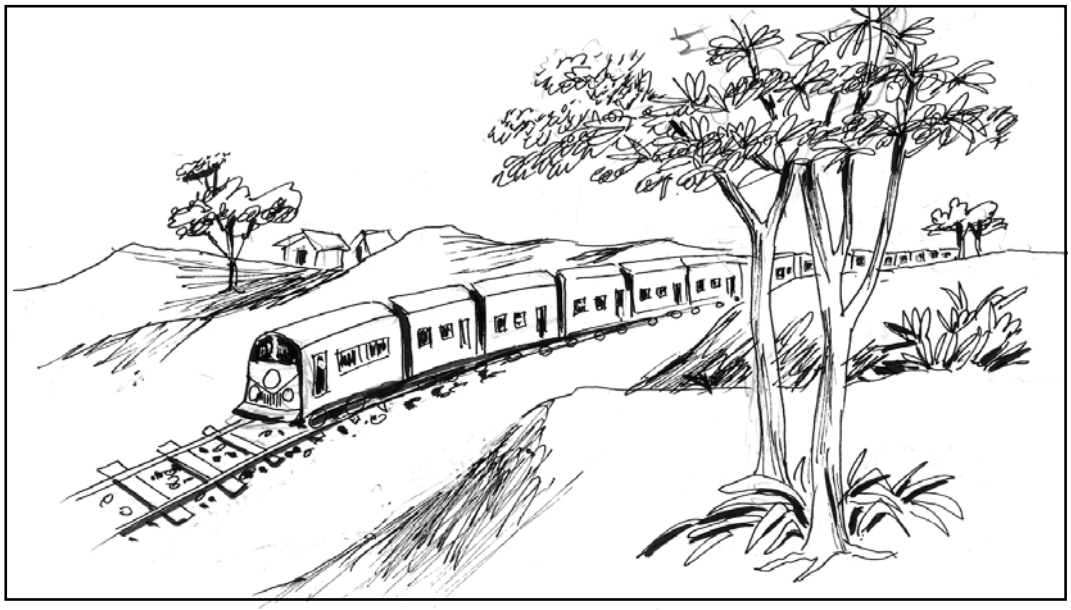

এটা প্রথম শ্রেণীর কক্ষ। এই কক্ষে লোক বেশি ছিল না। মাত্র সাত আট জন লোক ছিল। ছোট্ট একটা বাচ্চাকে নিয়ে তার মাও উঠলেন। কিছুক্ষণ পর ধাক্কা লাগল কামরাতে। অর্পা বুঝতে পারল এ বার ইঞ্জিন লেগেছে। স্টেশনের পেছনের দিকে বহু লোক উচ্চ স্বরে কথা বলছে। মনে হয় কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। লিপি খালা পত্রিকাওয়ালাদের কাছ থেকে একটা পত্রিকা কিনলেন। এমন সময় ট্রেনের ঘণ্টা বাজল। বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। অর্পার খুব আনন্দ হচ্ছিল। সে জানালার ধারে ছিল। লোকজন, বাড়িঘর, গাছপালা সব পশ্চাতের দিকে দ্রুত সরে যাচ্ছিল। অর্পা দেখল সড়ক দিয়ে একের পর এক মটর গাড়ি যাচ্ছে। অর্পা গাড়ির সংখ্যা গুণল – এক, দুই, পাঁচ, সাত, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর, নব্বই, একশ। সে আর গুণতে পারল না। সড়কটি দূরে চলে গেল।

লিপিখালা পত্রিকা পড়ায় মগ্ন ছিলেন। ও দিকে এক যাত্রী গল্প করছিল। অন্যেরা আগ্রহের সঙ্গে তার গল্প শুনছিল। হঠাৎ ছোট বাচ্চাটি কান্না জুড়ে দিল। তীব্র কান্নার স্বর শোনা গেল। ভারি বিরক্তি লাগছিল অর্পার। অর্পা বাইরের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। দূরে সবুজ ধানক্ষেত, আরো দূরে সবুজ বৃক্ষ। তার চোখ জুড়িয়ে গেল। বিরাট এক নদী পার হল ট্রেন। ব্রিজের ওপর দিয়ে গম গম করে যাচ্ছিল। লিপিখালা বললেন, 'এ হল মেঘনা নদী।' নদীর ও পারে গিয়ে ট্রেন থামল। লিপিখালা বললেন, 'এ স্টেশনের নাম আশুগঞ্জ। এখানে ক্রসিং হবে। ক্রসিং মানে উল্টো দিক থেকে আরেকটা ট্রেন আসবে।' এক অন্ধ ভিখারী ভিক্ষা চাইছিল। বলছিল, 'আমি অন্ধ, আমার দুই চক্ষু নাই। যার দু টি চক্ষু নাই তার মতো দুর্ভাগা আর কেউ নাই। আমাকে একটি টাকা দেন আম্মা।' লিপি খালা একটি মুদ্রা ভিখারীকে দিলেন।

উল্টো দিকের ট্রেন পার হয়ে গেল। অর্পাদের ট্রেন আবার ছুটল। অনেকক্ষণ পর থামল আরেকটা স্টেশনে। অর্পা স্টেশনের নাম পড়ে নিল কুমিল্লা। মিষ্টিওয়ালা মিষ্টি বিক্রি করছিল। লিপিখালা সন্দেশ কিনে দিলেন অর্পাকে। দশ মিনিট পর ট্রেন আবার চলতে লাগলো। চলতে চলতে অর্পা ঘুমিয়ে গেল। অর্পার ঘুম ভাঙল লিপিখালার ডাকে, 'এই অর্পা, ওঠ, দেখ দেখ কত উঁচু পাহাড়।' ঘুম থেকে উঠে বসল অর্পা। সত্যিই তো ! দূরে সারিসারি পাহাড়। একটি পাহাড় ছিল খুব উঁচু। অর্পার চোখে বিস্ময় দেখা গেল। এর আগে সে পাহাড়-পর্বত দেখে নি। পাহাড় যেন আকাশ স্পর্শ করে আছে। একটু পরে লিপিখালা ডান দিকে ইঙ্গিত করলেন। এবার আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ও দিকে পানি আর পানি। লিপি কালা বললেন, 'ওটা সমুদ্র।' এই সব নতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল অর্পা। কিছুক্ষণ পরে লিপিখালা বললেন, 'অর্পা, আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছে গেছি।'

পাঠ শিখি

যুক্তবর্ণ চিনে নিই ও নতুন শব্দ পড়ি

ট্রেন – ট্র = ট্ + র-ফলা (্র) ট্রাক
ভ্রমণ – ভ্র = ভ্ + র-ফলা (্র) ভ্রাতা
প্রতি – প্র = প্ + র-ফলা (্র) প্রভাত

কিন্তু – ন্তু = ন্ + ত + ু জন্তু
আপত্তি – ত্ত = ত্ + ত চিত্ত
অবস্থা – স্থ = স্ + থ স্থান

অর্পা – র্প = রেফ (র্) + প	দর্প
রাস্তা – স্ত- স্ + ত	সস্তা
ইচ্ছে – চ্ছ = চ্ + ছ	আচ্ছা
শ্রীহট্ট – ট্ট = ট্ + ট	ঠাট্টা
স্বপ্ন – স্ব = স + ব	স্বজন
স্কুল – স্ক = স্ + ক	বিস্কুট
কন্যা – ন্য = ন্ + ্য ফলা	বন্যা
গ্রীষ্ম - গ্র = গ্ + র (্র) ফলা	আগ্রহ
ভীষ্ম - ষ্ম = ষ্ + ম-ফলা	গ্রীষ্ম
দীর্ঘ - র্ঘ = রেফ (র্) + ঘ	অর্ঘ
বন্ধ – ন্ধ = ন্ + ধ	গন্ধ
মধ্যে - ধ্য = ধ্ + ্য ফলা	সাধ্য
বাক্স - ক্স = ক্ + স-ফলা	ট্যাক্স
স্টেশন – স্ট = স্ + ট	স্টার
লম্বা – ম্ব = ম্ + ব	হাম্বা
ইঞ্জিন – ঞ্জ = ঞ্ + জ	গঞ্জ
যুক্ত - ক্ত = ক্ + ত	বিরক্ত
বিক্রি - ক্র = ক্ + র (্র) ফলা	বক্র
উল্টে – ল্ট = ল্ + ট	পাল্টা
দুর্ভাগা – র্ভ = রেফ (র্) + ভ	দুর্ভাগ্য
বিস্ময় – স্ম = স্ব + ম-ফলা	ভস্ম
পর্বত – র্ব = রেফ (র্) + ব	সর্ব
দর্শন – র্শ = রেফ (র্) + শ্	বর্শা
দৃশ্য - শ্য = শ্ + ্য ফলা	বশ্য

ঠান্ডা – ন্ড = ণ্ + ড	ব্যান্ড
জ্বর – জ্ব = জ + ব	জ্বলা
বান্দা – ন্দ = ন্ + দ	সন্দেশ
যাত্রা – ত্র = ত্ +্র ফলা	পত্রিকা
ধাক্কা – ক্ক = ক্ + ক	মক্কা
নিদ্রা - দ্র = দ্ + র (্র) ফলা	দ্রুত
সূর্য - র্য = রেফ (র্) + য	কার্য
বিদ্যুৎ - দ্য = দ্ + ্য ফলা	বিদ্যা
বজ্র - জ্র = জ্ + র (্র) ফলা	বজ্রাসন
বর্ষা – র্ষ = রেফ (র্) + ষ	হর্ষ
বৃষ্টি – ষ্ট = ষ্ + ট	কষ্ট
ট্যাক্সি - ট্য = ট + ্য ফলা	ট্যারা
মগ্ন – গ্ন = গ্ + ন	লগ্ন
গল্প – ল্প = ল্ + প	কল্পনা
তীব্র - ব্র = র্ + র (্র) ফলা	জেব্রা
কান্না – ন্ন = ন্ + ন	পান্না
ব্যাগ – ব্য = ব + ্য ফলা	ব্যাঙ
শ্রেণী – শ্র = শ্ + র (্র)ফলা	বিশ্রাম
বাচ্চা – চ্চ = চ্ + চ	উচ্চ
স্বর – স্ব = স + ব ফলা	স্বাধীন
ঘণ্টা – ণ্ট = ণ্ + ট	বণ্টন
আরম্ভ - ম্ভ = ম্ + ভ	দম্ভ
সংখ্যা - খ্য = খ্ + ্য ফলা	বিখ্যাত
পঞ্চাশ – ঞ্চ = ঞ্ + চ	অঞ্চল

২. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) অর্পা কার সাথে চট্টগ্রাম গেল ?

(খ) অর্পা যে দিন চট্টগ্রাম গেল সে দিন আকাশের অবস্থা কেমন ছিল ?

(গ) ট্রেনে কামরার সঙ্গে ইঞ্জিন লাগার সময় কী হয় ?

(ঘ) ট্রেনে যাওয়ার পথে অর্পা কী কী দেখল ?

(ঙ) ট্রেনটি কোন নদীর ওপর দিয়ে গেল ?

(চ) ক্রসিং মানে কী ?

(ছ) অর্পার ঘুম ভাঙিয়ে লিপিখালা তাকে কী দেখালেন ?

(জ) চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে কোন কোন স্টেশনে ট্রেন থামল ?

(ঝ) অর্পা কীভাবে চট্টগ্রাম গেল সে গল্পটি নিজের ভাষায় বলি ও লিখি।

৩. জেনে নিই

একই বর্ণ দ্বিত্ব হলে তাকে বলা হয় যুগ্মবর্ণ : ম্ + ম = ম্ম, (আম্মা)

ব্ + ব = ব্ব, (আব্বা)

ভিন্ন বর্ণ সংযুক্ত হলে তাকে যুক্তবর্ণ বলা হয় : ক্ + ত = ক্ত, (যুক্ত)

গ্ + ম = গ্ম, (যুগ্ম)

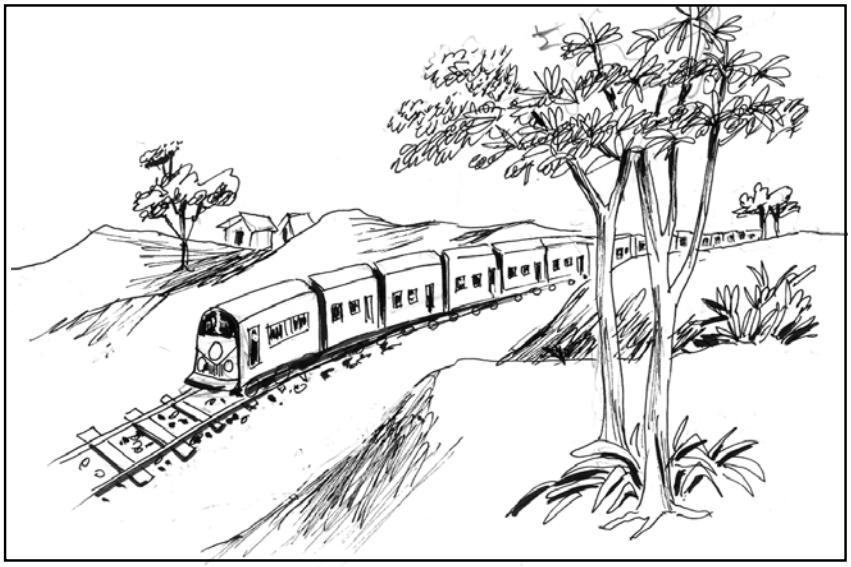

ফরম পূরণ

নিজে নিজে লিখি

নাম : ----------

বয়স : ----------

জন্ম তারিখ : ----------

মাতার নাম : ----------

পিতার নাম : ----------

বাসার ঠিকানা : ----------

গ্রাম : ----------

বিদ্যালয়ের নাম : ----------

বিদ্যালয়ের ঠিকানা : ----------

জেলার নাম : ----------

বিভাগের নাম : ----------

দেশের নাম : ----------

জাতীয়তা : ----------

তারিখ :

স্বাক্ষর

পাঠ শিখি

১. কাকে বলে জানি ও বাক্য গড়ি

ইউনিয়ন	–	কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি থানা হয়।	আমাদের **ইউনিয়নে** অনেকগুলো স্কুল আছে।
থানা	–	কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন একটি ইউনিয়ন হয়।	আপনাদের **থানার** নাম কী ?
জেলা	–	কয়েকটি থানা নিয়ে একটি জেলা হয়।	আপনি কোন **জেলার** অধিবাসী ?
বিভাগ	–	কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি বিভাগ হয়।	আপনার বাড়ি কি খুলনা **বিভাগে** ?
জাতীয়তা	–	জাতিগত পরিচয়	আমার **জাতীয়তা** বাংলাদেশী।
স্বাক্ষর	–	সই, দস্তখত	কাগজে স্বাক্ষর করুন।

২. বাংলাদেশের তিনটি জেলার নাম বলি ও লিখি।

৩. বাংলাদেশের দুটি বিভাগের নাম বলি ও লিখি।

৪. আম্মা ও আব্বা বোঝায় এ রকম আরো শব্দ বলি ও লিখি।

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ?
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
'মানুষ হইতে হবে' – এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?
হাত পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয় ?
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?
সে ছেলে কে চায় বল, কথায় কথায়
আসে যার চোখেজল, মাথা ঘুরে যায় ?
মনে প্রাণে খাট সবে, শক্তি কর দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে দেশের কল্যাণ।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য রচনা করি

আদর্শ	–	অনুসরণীয়, মেনে চলার যোগ্য	আরজু বাবা ও মায়ের **আদর্শ** ছেলে?
কবে	–	কখন	**কবে** তুমি আসবে ?
বল	–	শক্তি	ভাল করে খাও, দেহে **বল** বাড়াও।
তেজ	–	শক্তি, জোর	আমার বড় ভাইয়ের মনের **তেজ** খুব বেশি।
পণ	–	প্রতিজ্ঞা, শপথ	সে **পণ** করে রাখতে পারেনি।
চেতনা	–	জ্ঞান, বোধ	তার ভালো কাজ করার **চেতনা** আছে।
খাটা	–	পরিশ্রম করা	খুব **খাটা** হয়েছে, **হয়েছে**, এখন বিশ্রাম নাও।
কল্যাণ	–	মঙ্গল, ভাল	সে দেশের **কল্যাণ** করতে চায়।

২. বুঝে নিই

কথায় বড় হওয়া	–	মুখে বড় কথা বলা, আস্ফালন করা
কাজে বড় হওয়া	–	কাজ করে সফল হওয়া ও খ্যাতি অর্জন করা
তেজে ভরা মন	–	মনের মধ্যে জোর থাকা
মানুষ হইতে হবে	–	মানুষের গুণ অর্জন করতে হবে
মিছে কেন ভয় ?	–	ভয়ের কোনো কারণ নেই, ভয় মিথ্যা
চেতনা রয়েছে যার	–	যার ভেতরে ভালো কাজের জন্য তাগিদ আছে
সে কি পড়ে রয় ?	–	সে অলস হয়ে তাকে না
মাথা ঘুরে যায়	–	দিশেহারা হয়ে যায়
দেশের কল্যাণ	–	দেশের ভালো

৩. বাক্য রচনা করি

মানুষ, বিপদ, শরীর, চেতনা, কল্যাণ

৪. মানুষের শরীর বিষয়ক শব্দ জেনে নিই

রক্ত, মাংস, হাত, পা, মাথা, মুখ, বুক, চোখ, কান, নাক, পেট, পিঠ, কোমর, চুল

৫. উত্তর বলি ও লিখি

(ক) ছেলে বড় হবে কিসে ?

(খ) ছেলের পণ কী ?

(গ) কে পড়ে থাকে না ?

(ঘ) কোন ছেলেকে সবাই চায় ?

(ঙ) দেশের কল্যাণ কখন হবে ?

(চ) আদর্শ ছেলের গুণ কী কী ?

৬. কবিতাটি সবাই মিলে বার বার পড়ি।

জয়নুল আবেদিন

১৯১৪ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর জয়নুল আবেদিন কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম তমিজউদ্দিন আহমদ। তমিজউদ্দিন আহমদ পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। জয়নুলের মায়ের নাম জয়নাবুন্নেসা। জয়নুলেরা নয় ভাইবোন ছিলেন। ভাইদের মধ্যে জয়নুল ছিলেন বড়।

তাঁর স্কুল জীবন কেটেছিল ময়মনসিংহ শহরে। ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ে তিনি পড়তেন। ছেলেবেলা থেকেই জয়নুল ছিলেন অন্য সহপাঠীদের চেয়ে আলাদা। সবাই যখন হুল্লোড় করত, জয়নুল তখন মনোযোগ দিয়ে আকাশের রং বদলে যাওয়া দেখতেন। ব্রহ্মপুত্র নদটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। ব্রহ্মপুত্রের জলে তিনি আকাশের ছায়া দেখতেন, মেঘের ছায়া দেখতেন। মাঝিরা যখন নৌকা বেয়ে যেত, তখন তিনি অবাক হয়ে তাদের নৌকা চালানো দেখতেন। বৈঠা চালানোর সময় মাঝিদের হাতের পেশি কেমন করে ফুলে ওঠে, তা তাঁর চোখে পড়ত। তাঁর বয়স তখন খুব বেশি ছিল না। কিন্তু জীবনকে, মানুষকে, প্রকৃতিকে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চাইতেন। মাঝির হাতের পেশির ফুলে ওঠা যেমন তাঁর নজরে পড়ত, তেমনি গরু-গাড়ি টানার সময় গরুর পায়ের পেশির সংকোচনও প্রসারণও তাঁর নজর কাড়ত। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে ছিল কাশবন। ভোরের আলোয় আর সন্ধ্যার ছায়ায় কাশবন অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠত। জয়নুল নদীর পাড়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই দৃশ্য দেখতেন। প্রকৃতির রং তাঁর মনকে আকৃষ্ট করত।

যখন স্কুলে পড়তেন, তখন থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন। মনের মধ্যে কোনো কিছু ভালো লাগলেই তিনি তা রেখায় আঁকার চেষ্টা করতেন। তাঁর শিক্ষকেরা তাকে খুব উৎসাহ দিতেন। বাড়িতে তাঁকে উৎসাহ দিতেন মা। কিন্তু তখনকার সমাজের অনেক লোক ছবি আঁকাকে ভালো নজরে দেখতেন না। তাঁরা নিন্দা করতেন। ছবি আঁকায় জয়নুলের অদম্য উৎসাহ ছিল। বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকার আয়োজনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় জয়নুল প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এই পুরস্কার পেয়ে ছবি আঁকার উৎসাহ তাঁর আরো বেড়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, ছবি এঁকে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন।

কলকাতার আর্ট স্কুলে পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল জয়নুলের। কিন্তু তাঁর বাবার সেই আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। জয়নুলের একান্ত আগ্রহ আর ছবি আঁকার প্রতি গভীর ভালোবাসা দেখে তাঁর মায়ের মন কোমল আর স্নেহার্দ্র হয়ে উঠল। তিনি তাঁর এই সন্তানের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজের গলার সোনার হার বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকায় জয়নুল ভর্তি হলেন'কলিকাতা আর্ট স্কুলে।' কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়ার সময় প্রতিটি পরীক্ষায় জয়নুল কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

১৯৩৮ সালে জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে ছয়টি জল রং ছবির জন্য তিনি পেলেন সম্মানজনক পুরস্কার 'গভর্নরের স্বর্ণপদক।' সেই সময় এই পদক ছিল শিল্পীদের জন্য বিরল সম্মানের ব্যাপার। ছাত্রাবস্থাতেই অংকনশিল্পী হিসেবে জয়নুল সুনাম পেয়েছিলেন। কয়েকটি ঘটনাকে বিষয় করে আঁকা তাঁর ছবি পৃথিবীর শিল্প রসিকদের মুগ্ধ করেছিল।

১৯৪৩-এর মন্বন্তরকে নিয়ে আঁকা ছবিগুলো দেখে বোঝা যায় জয়নুল আবেদিন কত বড় শিল্পী ছিলেন। 'দুর্ভিক্ষ' এই শিরোনামে তিনি সিরিজ ছবি আঁকেন। ১৯৪৪ সালে

ছবিগুলোর প্রদর্শনী হয়। ছবিগুলোতে তিনি আঁকলেন কাক ও কুকুরের সাথে বুভুক্ষু মানুষ ডাস্টবিন থেকে খাবার খাচ্ছে। মানুষের লাশের ওপর বসে মাংস খাচ্ছে কাক ও শকুন। তিনি আঁকলেন ফুটপাতে, রাস্তায় পড়ে থাকা নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের ছবি।

১৯৭০ সারে গ্রাম বাংলার উৎসব নিয়ে আঁকেন ৬৫ ফুট দীর্ঘ তাঁর বিখ্যাত ছবি 'নবান্ন'। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর দেশে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। এর ব্যাপক মানবিক ক্ষতি শিল্পীকে ব্যথিত করে। তিনি আঁকেন ৩০ ফুট দীর্ঘ 'মনপুরা : ৭০' ছবিটি। তাঁর বিখ্যাত আরো কয়েকটি ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবি হল 'ঝড়', 'গাঁয়ের বধু', 'বিদ্রোহী', 'গুণটানা', 'সাঁওতাল রমণী', 'মা' ইত্যাদি।

তিনি কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে এবং ঢাকায় 'নর্মাল স্কুলে' আর্টের শিক্ষক ছিলেন। পরে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট'। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চারুকলা অনুষদ'। বাংলাদেশে চারুকলাচর্চার ক্ষেত্রে শিল্পী জয়নুল আবেদিনের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন বলে তিনি চেয়েছিলেন লোকশিল্প জাদুঘর ও কারুশিল্পপল্লী গড়ে তুলতে। তাঁর পছন্দের জায়গা ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনার গাঁ। তাঁর মৃত্যুর পর সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর ও কারুশিল্পপল্লী গড়ে তোলা হয়।

১৯৭৬ সালের ২৮ শে এপ্রিল তিনি মারা যান। চারুকলা ইনস্টিটিউটের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সমাধি।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও নতুন বাক্য লিখি

হুল্লোড়	—	দল বেঁধে আনন্দ করা	বৈশাখী মেলায় গিয়ে **হুল্লোড়** করব।
পেশি	—	দেহের মাংসল অংশবিশেষ	ব্যায়াম করলে **পেশি** মজবুত হয়।
অন্তর্দৃষ্টি	—	গভীরভাবে তলিয়ে দেখা বা বোঝার ক্ষমতা	যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের **অন্তর্দৃষ্টি** থাকে
সংকোচন	—	সংক্ষেপ করা বা ছোট করা	দাঁড় বাওয়ার সময় পেশির **সংকোচন** হয়
প্রসারণ	—	বিস্তার করা বা বড় করা	ব্যায়ামে পেশির **প্রসারণ** হয়।

নজর	–	দৃষ্টি, মনোযোগ	ছোট পুষিটার দিকে **নজর** রেখো।
অপরূপ	–	আশ্চর্য, চমৎকার, অদ্ভুত	আমাদের প্রকৃতি **অপরূপ** সুন্দর।
দৃশ্য	–	দর্শনীয়, যা দেখা যায়	নৌকা বাইচের **দৃশ্য** সত্যি আনন্দ দেয়।
আকৃষ্ট	–	মুগ্ধ, কাছে টানা	জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি মানুষকে **আকৃষ্ট** করে।
রেখা	–	দাগ, লম্বা চিহ্ন	**রেখা** দিয়ে আঁকা হয় যে চিত্র, তার নাম রেখাচিত্র।
অদম্য	–	যা দমন করা যায় না, অজেয়	ছবি আঁকায় ছিল তাঁর **অদম্য** ইচ্ছা।
আর্থিক	–	টাকা পয়সা সংক্রান্ত	তার **আর্থিক** সঙ্গতি নেই।
সঙ্গতি	–	অর্থসংস্থান, টাকা পয়সার ব্যবস্থা	**সঙ্গতি** থাকলে সাজিয়া ডাক্তরি পড়ত।
স্নেহার্দ্র	–	ভালোবাসায় সিক্ত স্নেহে আর্দ্র	মায়ের **স্নেহার্দ্র** চিত্তের কোনো তুলনা হয় না।
কৃতিত্ব	–	কাজ করে সাফল্য অর্জন করা	সন্তানের **কৃতিত্বে** গর্বিত হন মা।
চিত্র	–	ছবি, নকশা	অন্তু **ছাপচিত্র** করতে চায়।
প্রদর্শনী	–	যেখানে নানা বস্তু দেখানো হয়	আগামি মাসে একটা চিত্রকলার **প্রদর্শনী** আছে।
সম্মানজনক	–	সুনাম বৃদ্ধি পায় এমন	তিনি এ বার **সম্মানজনক** ‘একুশে পদক’ পেলেন।
বিরল	–	যা সহজে পাওয়া যায় না	জয়নুল **বিরল** সম্মানের অধিকারী।
অংকন শিল্পী	–	যিনি ছবি আঁকেন	**অংকন শিল্পী** কামরুল হাসানের ছবি আমি দেখতে চাই
শিল্পরসিক	-	শিল্পের রস যিনি আস্বাদন করতে পারেন, যিনি শিল্প বোঝেন	**শিল্পরসিকদের** কাছে জয়নুলের কদর ছিল।

মুগ্ধ	–	বিহ্বল, খুব ভাল গাগা, আত্মহারা	জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি দেখে দেশ-বিদেশের মানুষ **মুগ্ধ** হয়েছিল।
মন্বন্তর	–	দুর্ভিক্ষ, খাবারের অভাব	১৩৫০ সালে সারা বাংলায় ভয়াবহ **মন্বন্তর** হয়।
শিল্পী	–	যিনি শিল্প চর্চা করেন, যেমন-গায়ক, নায়ক, চিত্রকর, নর্তক, আবৃত্তিকার প্রমুখ	নিরন্তর চর্চা না করলে **শিল্পী** হওয়া যায় না।
দুর্ভিক্ষ	–	দেশ জুরে খাবারের অভাব, আকাল	১৩৫০ সালে **দুর্ভিক্ষে** মারা গেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।
সিরিজ	–	ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো	জয়নুল আবেদিনের **সিরিজ** ছবিগুলো জাতীয় জাদুঘরে রাখা আছে।
বুভুক্ষু	–	ক্ষুধার্ত, যার পেটে খাবার নেই	**বুভুক্ষু** মানুষদের সাহায্য করা উচিত।
ডাস্টবিন	–	আবর্জনা ফেলার জায়গা	যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে **ডাস্টবিনে** ফেলতে হয়।
লাশ	–	মৃতদেহ	মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক **লাশ** নদীতে ভেসে গেছে।
নিরন্ন	–	যার অন্ন নেই	**নিরন্নকে** অন্ন দিয়ে সাহায্য কর।
ক্ষুধার্ত	–	ক্ষুধায় কাতর, পেটে খাবার নেই বলে যে কষ্ট পায়	**ক্ষুধার্তকে** খাবার দিয়ে সাহায্য করা উচিত।
নবান্ন	–	হেমন্তে নতুন ধান কাটার পর তা দিয়ে পায়েস পিঠা বানিয়ে যে উৎসব করা হয়	**নবান্নে** পুরো গ্রাম উৎসবে মেতে ওঠে
ভয়াবহ	–	ভীষণ, ভয়ংকর, ভয় পাওয়ার মত	আব্বার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের **ভয়াবহ** গল্প শুনেছি।

ঘুর্ণিঝড়	—	যে ঝড় বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে খুব বেগে ছুটে চলে	**ঘূর্নিঝড়ের** সময় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়।
জলোচ্ছ্বাস	—	যে প্রবল জোয়ারে সমুদ্রের পানি অনেক উঁচু হয়ে বিশাল ঢেউ-এর আকারে ডাঙায় আছড়ে পড়ে সব কিছু ধ্বংস করে দেয়	আমরা ১৯৭০-এর মত আর **জলোচ্ছ্বাস** চাই না।
ব্যাপক	—	বহু, অনেক	দেশগড়ার জন্য **ব্যাপক** পরিশ্রম করা উচিত।
প্রতিষ্ঠা	—	স্থাপন, বানানো, তৈরি করা	ঢাকা আর্ট কলেজ **প্রতিষ্ঠা** করেছিলেন জয়নুল আবেদিন।
চারুকলা	—	সুন্দর কলা বা শিল্প	শিল্পী কামরুল হাসান **চারুকলা** ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ছিলেন।
অবদান	—	মহৎ কাজ, ভালো কাজ	বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে জয়নুল আবেদিনের **অবদান** সবচেয়ে বেশি।
লোকশিল্প	—	সাধারণ মানুষের চর্চিত শিল্প	বাংলাদেশের **লোকশিল্প** অত্যন্ত সমৃদ্ধ।
জাদুঘর	—	যে স্থানে পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের নানা বস্তু সংগ্রহ করে রাখা হয়	বাংলাদেশের জাতীয় **জাদুঘরে** গেলে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়, অনেক কিছু কিছু দেখা যায়।
শিল্পপল্লী	—	যে গ্রামে শিল্পীরা নিজের ইচ্ছা মত স্বাধীনভাবে শিল্পকর্ম করতে পারেন	শীতকালে সোনার গাঁয়ে কারু **শিল্পপল্লীতে** মেলা হয়।
প্রাচীন	—	পুরনো, সেকেলে	জাদু ঘরে **প্রাচীনকালের** কিছু পুরাকীর্তি রয়েছে।

সমাহিত	–	সমাধিস্থ মৃত্যুর পরে যেখানে রাখা হয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে **সমাহিত** করা হয়েছে।
চত্বর	–	প্রাঙ্গণ, উঠান এলাকা	পয়লা বৈশাখে স্কুল **চত্বর** সুন্দর করে সাজাব।
শিল্পাচার্য	–	শিল্পের আচার্য, আচার্য মানে গুরু বা শিক্ষক	জয়নুল আবেদিন আমাদের **শিল্পাচার্য**।
সমাধি	–	কবর	একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের **সমাধিতে** আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেই।

২. সঠিক উত্তরের ওপরে টিকচিহ্ন (√) দিই

(ক) জয়নুলের আঁকা সিরিজ ছবির শিরোনাম : গাঁয়ের বধূ / দুর্ভিক্ষ / ঝড়

(খ) গ্রাম বাংলার উৎসব নিয়ে আঁকা ছবির নাম : মা / বিদ্রোহী / নবান্ন

(গ) ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে আঁক ছবির নাম :
মনপুরা : ৭০ / গুণটানা / সাঁওতাল রমণী

(ঘ) জয়নুল ঢাকা আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন : ১৯৪৮ / ১৯৭০ / ১৯৭৬ সালে

(ঙ) তিনি লোকশিল্প জাদুঘর ও কারু শিল্পপল্লী গড়তে চেয়েছিলেন :
কুমিল্লা / চট্টগ্রামে / সোনার গাঁয়ে / সিলেটে

৩. বিপরীত শব্দ শিখি ও লিখি

দৃশ্য – অদৃশ্য	নিন্দা – প্রশংসা	আগ্রহ – অনাগ্রহ
ছায়া – আলো	পছন্দ – অপছন্দ	সংকোচন – প্রসারণ

৪. মুখে মুখে সংক্ষেপে উত্তর বলি ও লিখি

(ক) জয়নুল আবেদিন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ?

(খ) তাঁর জন্মস্থানের নাম কী ?

(গ) তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী ?

(ঘ) জয়নুলরা কয় ভাইবোন ছিলেন ?

(ঙ) স্কুলে পড়ার সময় কোন প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন ?

(চ) ছবি আঁকা শেখার জন্য তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন ?

(ছ) কে তাঁর পড়ার খরচ যোগান ?

(জ) জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে তিনি কোন পদক পেলেন ?

৫. ছবি আঁকার কয়েকটি মাধ্যমের নাম শিখি

জল রং, মোম রং, তেল রং

৬. নিচের শব্দগুলো বার বার পড়ি ও লিখি

দৃশ্য, আকৃষ্ট, কৃতিত্ব, মুগ্ধ, শিল্পী, নিরন্ন, দুর্ভিক্ষ, বুভুক্ষু, মন্বন্তর, প্রাচীন, কারুশিল্প, লোকশিল্প, জলোচ্ছ্বাস, শিল্পাচার্য, সম্মানজনক

৭. জয়নুল আবেদিনের আঁকা চারটি ছবির নাম বলি ও লিখি।

৮. নিজের দেখা একটি উৎসবের ছবি আঁকি।

৯. নিজের দেখা একটি মেলার ছবি আঁকি।

১০. নিজের দেখা একটি নদী ও তার পাড়ের দৃশ্য আঁকি।

১১. জেনে রাখি

বাংলাদেশের আরো এক জন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর নাম কামরুল হাসান। তাঁকে বলা হয় পটুয়া কামরুল। তিনি নানা মাধ্যমে ছবি আঁকতেন। বাংলাদেশের গ্রাম, মেলা, প্রকৃতি, শিশু, নারী – এ সব নিয়ে তিনি ছবি আঁকতেন। তিনি ছবি আঁকতেন কখনো ক্যানভাসে, কখনো কাগজে। কলস, মাটির পাতিল, সরা, কুলা, ডালা, পাটি, সুরাহি, ঘটি, কলমদানি, ফুলদানিতেও তিনি ছবি আঁকতেন। সব সময় তিনি উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতেন। তিনিও ঢাকা আর্ট কলেজের শিক্ষক ছিলেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিকটাত্মীয়ের মতো। ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি শিল্পী কামরুল হাসানের মৃত্যু হয়। তাঁকে সমাহিত করা হয় শিল্পাচার্যের সমাধির পাশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ চত্বরে।

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিয়া

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে,
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

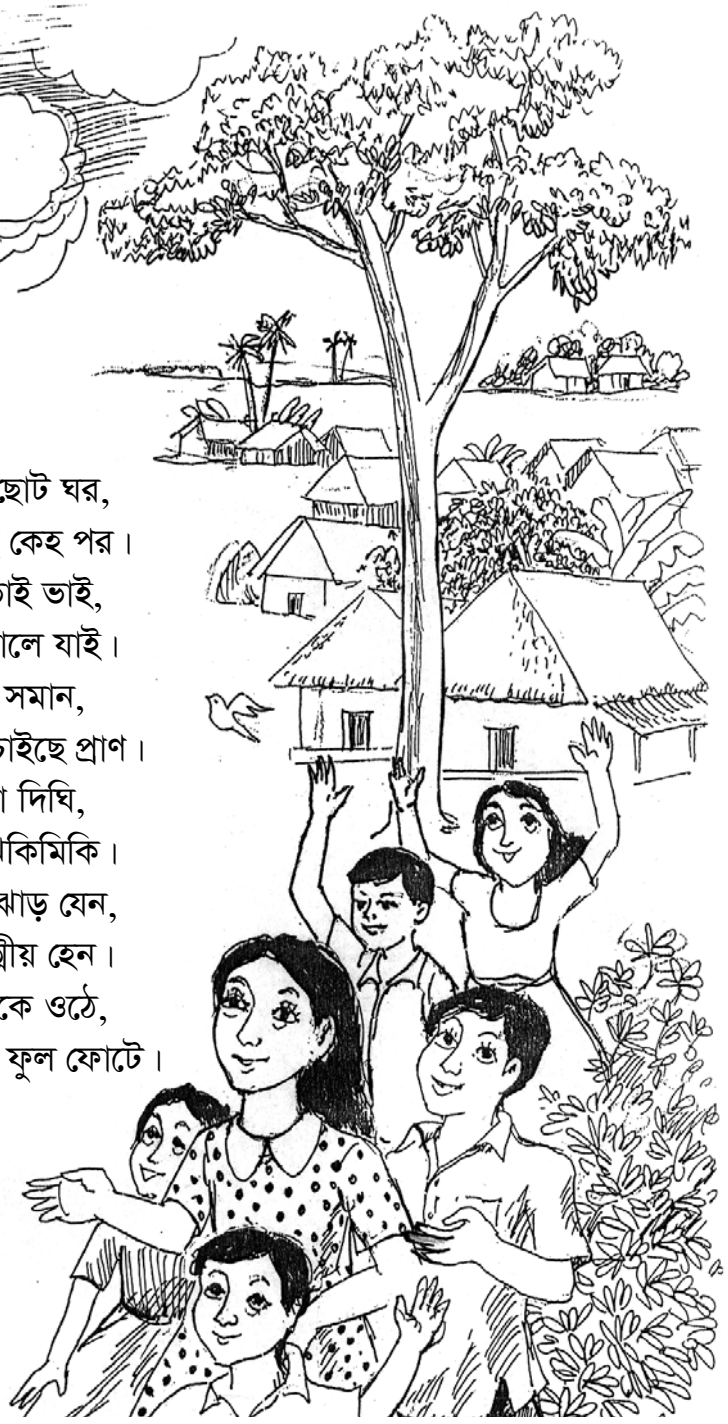

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ শিখি ও নতুন বাক্য তৈরি করি

সেথা	–	সেখানে	**সেথায়** আছে মোদের ছোট গাঁ।
পাঠশালা	–	বিদ্যালয়	সকালে ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে **পাঠশালায়** যায়।
কিরণ	–	আলো, আলোক রশ্মি	সকালের রবি সোনার **কিরণ** ছড়ায়।
বাঁশ ঝাড়	–	বাঁশের ঝোপ	সন্ধ্যার আগেই **বাঁশ ঝাড়ে** আঁধার নামে।
আত্মীয়	–	আপনজন, স্বজন, কুটুম	ইনি আমার **আত্মীয়**।
হেন	–	এমন	**হেন** কাজ নেই, যা সে পারে না।
রবি	–	সূর্য	ভোর বেলায় পুব আকাশে **রবি** দেখা যায়।

২. বিপরীত শব্দ খুঁজে নিই এবং লিখি

গাঁয়ে	পশ্চিম
আপন	ছায়া
বিকাল	অনাত্মীয়
পুব	শহরে
আত্মীয়	পর
আলো	সকাল

৩. উত্তরগুলো বলি ও লিখি

(ক) ছোট গাঁয়ের ঘরগুলো দেখতে কেমন ?

(খ) সবাই সেখানে কীভাবে থাকে ?

(গ) ছেলেমেয়েরা এক সাথে কী কী করে ?

(ঘ) ছোট গ্রামটি কিসের সমান ?

(ঙ) আলো আর বায়ু আমাদের কী কাজে লাগে ?

(চ) দিঘির জল কেন ঝিকিমিকি করে ?

(ছ) সোনার রবি কখন ওঠে ? কোন দিকে ওঠে ?

(জ) সকালে আর কী কী হয় ?

৪. মিল খুঁজে বের করি

মাঠ ভরা	পুব দিকে ওঠে
জল ভরা	খেলি
এক সাথে	দিঘি
সোনার রবি	ধান

৫. কে কী করে আরো জেনে নিই

পাখি	ডাকে
ফুল	ফোটে
বায়ু	বয়

৬. কে কী করে আরও জেনে নিই

বৃষ্টি	পড়ে	নদী	বয়
ফল	ফলে	পাখি	গায়

৭. পরের চরণটি মিলিয়ে পড়ি ও লিখি

(ক) পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,

---।

(খ) আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,

---।

(গ) আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,

---।

৮. কোনগুলো গ্রামের তা খুঁজে বের করি

পাঠশালা, শিশু পার্ক, জলভরা দিঘি, দালানকোঠা, বাঁশ ঝাড়, গাড়িঘোড়া, মাঠ ভরা ধান, রাজপথ

৯. কবিতাটি আবৃত্তি করি এবং না দেখে লিখি।

জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু

খেলাধুলা শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করে। সুস্থ, সবল, হাসিখুশি জীবন গঠনে যেমন খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তেমনি সুস্থ, সবল জাতি গঠনেও খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে জন্য সারা দুনিয়ায় খেলাধুলার এত সমাদর। তবে আবহাওয়া, জলবায়ু ও ঐতিহ্যগত কারণে প্রতিটি দেশের খেলাধুলার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া উপযোগী অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে হা-ডু-ডু। যখন এ দেশে ক্রিকেট, ফুটবল বা হকি খেলার প্রচলন ছিল না, তখন হা-ডু-ডু ছিল সর্বাধিক প্রচলিত জাতীয় খেলা। ইংরেজদের জাতীয় খেলা যেমন ক্রিকেট, আমেরিকানদের জাতীয় খেলা যেমন বেস বল, তেমনি আমাাদের জাতীয় খেলা হল হা-ডু-ডু। এর অন্য নাম কাবাডি। হা-ডু-ডু বা কাবাডি বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রামীণ খেলা। কেউ কেউ মনে করেন এই খেলার জন্ম ফরিদপুরে। কেউ কেউ এর উৎপত্তি স্থল বরিশাল বলে থাকেন। তবে বাংলাদেশের সর্বত্র এই খেলার প্রচলন আছে।

হা-ডু-ডু বা কাবাডি হচ্ছে মুক্ত মাঠের উপযোগী খেলা। বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য সব ঋতুতেই হা-ডু-ডু খেলা হওয়া সম্ভব। যে কোনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সমতল মাঠে এ খেলার আয়োজন করা হয়। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও বিনা অর্থ ব্যয়ের এ খেলায় প্রচুর আনন্দ ও উত্তেজনা আছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি, প্রবল শক্তি, সুচতুর কায়দা, দীর্ঘস্থায়ী দম, সৎ সাহস এবং সঠিক সিদ্ধান্ত এ খেলার জন্য বিশেষভাবে দরকার হয়ে থাকে। এ খেলা শিশু কিশোরদের উপযোগী।

হা-ডু-ডু খেলায় প্রথমেই খেলোয়াড়দের দুটি দলে ভাগ করে নিতে হয়। প্রতি দলের খেলোয়াড়েরা তাদের দলনেতা নির্বাচন করে। নেতার অধীনে দুদলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকবে। সাধারণত খেলোয়াড় থাকে ১২ জন। তবে প্রতি বার ৭ জনের দল নিয়ে খেলতে হয়। বাকি ৫ জনকে অতিরিক্ত বা রিজার্ভে রাখা হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রতি দলে গতই হোক না কেন, হা-ডু-ডু খেলার মাঠ হওয়া চাই ৪২ ফুট লম্বা ও ২৭ ফুট চওড়া। মাঠের ঠিক মধ্যখানে দাগ কেটে মাঠকে দুভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগকে 'কোট' বলে। দুপক্ষের দুদল মুখোমুখি অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের আক্রমণকারী দম রেখে 'হা-ডু-ডু' বলতে বলতে ডাক দিতে থাকে এবং মাঠের

মধ্যরেখা পার হয়ে বিপক্ষের কাউকে ছুঁয়ে দম থাকা অবস্থায় দ্রুত পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে। আক্রমণকারী যদি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ধরা পড়ে এবং তার কোর্টে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয় তবে সে 'মরা' বলে গণ্য হবে। সে আর খেলতে পারবে না। কোর্টের বাইরে গিয়ে বসে থাকতে হবে। তারপর এই মরা জনের দলের এক জন যদি বিপক্ষ দলের এক জনকে ছুঁয়ে 'দম' থাকতে নিজ কোর্টে ফিরে আসতে পারে, তবেপুনরায় মরা জন বেঁচে যাবে। আক্রমনকারীকে ধরবার জন্য বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা যেভাবে ব্যূহ রচনা করে, সে ব্যূহ থেকে রক্ষা পেয়ে আসা বেশ কঠিন। সে জন্য আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের প্রচুর শারীরিক শক্তি ও কৌশল জানা থাকা দরকার। অন্য পক্ষও একই ভাবে আক্রমণ করে এবং তাকেও একই ভাবে খেলতে হয়। এক জন খেলোয়াড়ের আক্রমণে পরাজিত হওয়াকে 'মরা' এবং বিজয়ী হওয়াকে 'বাঁচা বলে।

এই খেলার একটা মজার নিয়ম আছে। সেটা হল ৮০ কিলোগ্রামের বেশি ওজনের খেলোয়াড়কে খেলায় অংশ নিতে দেওয়া হয় না। মোট ৪৫ মিনিটের খেলায় (২০ মিনিট + ৫ মিনিট + ২০ মিনিট) প্রথম খেলা হয় ২০ মিনিট, এরপর ৫ মিনিট হয় বিশ্রাম এবং সব শেষে পুনরায় ২০ মিনিট খেলা হয়ে থাকে। এ খেলা পরিচালনা ও বিচারকার্য করে থাকেন এক জন রেফারি, দুই জন আম্পায়ার, এক জন স্কোয়ার ও দুই জন সহকারী স্কোয়ার।

ছেলেমেয়েদের শারীরিক ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হা-ডু-ডু খেলা কোনো দিক দিয়েই কম গুরুত্বপূর্ণ খেলা নয়। দম বন্ধ রেখে শারীরিক কৌশলের মাধ্যমে এ খেলা খেলতে হয় বলে এটি হৃদয়ন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের ও পেশি গঠনের পক্ষে উপকারী খেলা।

আমাদের গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে হা-ডু-ডু খেলার প্রতিযোগিতা হয়। আমাদের চেষ্টা থাকবে এবং খেলাকে আরো জনপ্রিয় করে তোলা। কেননা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলাধুলায় হা-ডু-ডু এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ শিখি ও নতুন বাক্য গড়ি

উৎকর্ষ	—	উন্নতি	শরীরের সাথে সাথে মনের **উৎকর্ষ** বাড়াও।
সবল	—	বলবান	খেলাধুলা দেহকে সুস্থ, **সবল** রাখে।
সমাদর	—	সম্মান, অনেক আদর	বাড়িতে অতিথি এলে আমরা **সমাদর** করি।
আবহাওয়া	—	জলবায়ু	এখন **আবহাওয়া** মন্দ নয়।
জনপ্রিয়	—	সাধারণের প্রিয়	ক্রিকেট এখন বেশ **জনপ্রিয়** খেলা।
উৎপত্তি	—	উদ্ভব, জন্ম	বড় নদী থেকে শাখা নদীর **উৎপত্তি** হয়।
সমতল	—	যা উঁচু নিচু নয়	**সমতল** ভূমির দেশ বাংলাদেশ।
অনাড়ম্বর	—	জাঁকজমকহীন	অনুষ্ঠানটি **অনাড়ম্বরভাবে** শেষ হল।
উত্তেজনা	—	উদ্দীপনা	ফুটবল খেলায় **উত্তেজনা** আছে।
ক্ষিপ্রগতি	—	দ্রুতগতি	চিতাবাঘ **ক্ষিপ্রগতিতে** দৌড়ায়।
প্রবল শক্তি	—	অতি বেশি শক্তি	সিংহ **প্রবল শক্তির** অধিকারী।
বৃত্তাকার	—	গোলাকার	খেলোয়াড়েরা **বৃত্তাকারে** দাঁড়ালো।
আক্রমণ	—	হামলা	বাঘ হরিণকে **আক্রমণ** করে।

বিপক্ষ	– বিরুদ্ধ দল	**বিপক্ষ** দল আগে গোল করল।
হৃদযন্ত্র	– হৃদপিণ্ড	**হৃদযন্ত্র** মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ।
সঞ্চালন	– চলন	**ব্যায়াম** শরীরের রক্ত **সঞ্চালন** ঠিক রাখে।
আন্তর্জাতিক	– সকল জাতি সম্বন্ধীয়	২১ শে ফেব্রুয়ারি **আন্তর্জাতিক** ভাষা দিবস।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি

(ক) বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কোনটি ?

(খ) হা-ডু-ডু-র অন্য নাম কী ?

(গ) হা-ডু-ডু-র উৎপত্তি স্থল কোথায় ?

(ঘ) কোন ধরনের মাঠ হা-ডু-ডু খেলার উপযোগী ?

(ঙ) হা-ডু-ডু খেলায় কয়টি দল থাকে ?

(চ) হা-ডু-ডু খেলায় দু পক্ষের খেলোয়াড়েররা কীভাবে দাঁড়ায় ?

(ছ) কে হা-ডু-ডু খেলায় অংশ নিতে পরবে না ?

(জ) মোট কত মিনিট ঘরে হা-ডু-ডু খেলা চলে ?

৩. নিচের বাক্যগুলোর মধ্যে 'গুণ' বোঝায়, এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করি এবং খাতায় লিখি।

সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর এ খেলায় প্রচুর আনন্দ ও উত্তেজনা আছে। এতে কোনো অর্থ ব্যয় হয় না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষিপ্রগতি, প্রবল শক্তি, সুচতুর কায়দা, দীর্ঘস্থায়ী দম, সৎ সাহস এবং সঠিক সিদ্ধান্তই এই খেলার জন্য বিশেষভাবে দরকার হয়ে থাকে।

৪. হা-ডু-ডু খেলায় 'মরা' জন কী ভাবে 'বেঁচে' যায় পাঁচটি বাক্যে তা লিখি।

৫. এক কথায় বলি (ডান দিক থেকে বেছে নিই)

যারা খেলে	সুচতুর
সকলের প্রিয়	খেলোয়াড়
অন্য পক্ষ	ক্ষিপ্রগতি
চতুরতার সাথে	জনপ্রিয়
দ্রুততার সাথে	বিপক্ষ

দেশ বিদেশের শিশু

পৃথিবীর সব দেশের শিশুরা হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক। অনাবিল হাসি, আনন্দ, খেলাধুলা আর লেখাপড়ার মাধ্যমে সুন্দরভাবে তাদের জীবন গড়া দরকার। এদের কথা আমরা জানব, এদের নিয়ে ভাববো।

প্রথমে আমরা বাঙালি ছেলেমেয়েদের কথা জানব। গ্রাম বাংলার যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা বাঙালি শিশুরা হয় সহজ, সরল। শহরের শিশুরা আবার একক পরিবারেও বাস করে। ছড়া, গান আর রূপকথার সাথে পরিচিত হতে হতে এর বেড়ে ওঠে। ছয় বছর বয়সে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

বাঙালি শিশু

বাঙালি ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি এ দেশে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ছেলেমেয়ে। তারা প্রধানত পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। এদেরেকে নিবিড়ভাবে জানতে পারলে আমরা মিলেমিশে দেশ গড়তে পারবো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চাকমা, মণিপুরী, গারো, সাঁওতাল। এদের কারো কারো নিজস্ব ভাষার সাথে লিখিত বর্ণমালাও আছে। আবার কোনো গোষ্ঠী কেবল মৌখিক ভাষাতেই ভাব বিনিময় করে। তবে চাকমা শিশুরা লেখাপড়ায় অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে অগ্রসর। এদের ভাষা 'খমে'র লিপিতে লেখা হয়ে থাকে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। এদের স্বাস্থ্যও খুব ভালো। নিজস্ব নৃত্য- গীতে চাকমা শিশুরা অংশ নেয়।

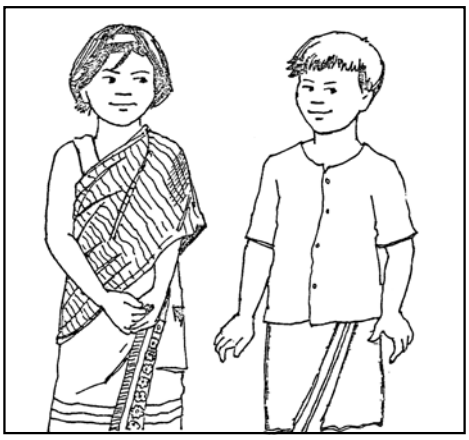

চাকমা শিশু

মনিপুরী শিশু

গারোদের ভাষার নাম 'মান্দি ভাষা'। ময়মনসিংহ জেলার গারো অঞ্চলের ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের পরিচয়েই বড় হয়।

সাঁওতাল ও মণিপুরী শিশুরাও নাচে গানে পটু। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরীদের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মণিপুরী শিশুরা আজ নিজেদের অঞ্চল ছাড়িয়ে অন্যত্রও তাদের নাচের জন্য খ্যাতি কুড়চ্ছে।

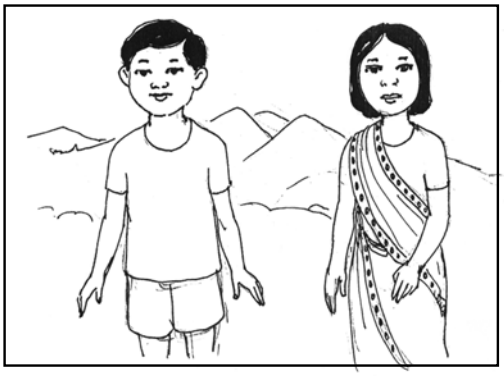

গারো শিশু

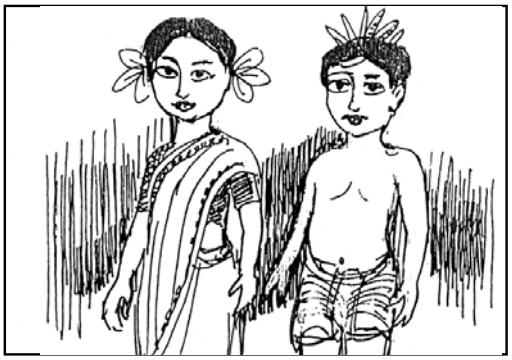

সাঁওতাল শিশু

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে রয়েছে ছোট্ট, সুন্দর একটি দেশ। তার নাম ভুটান। এই পাহাড়ি দেশটির প্রকৃতির ভিন্নতার মতো বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। সে কারণে ভুটানি শিশুদের ভাষায় বৈচিত্র্য রয়েছে। রাষ্ট্র ভাষা 'জংখা' ভাষা বিদ্যালয়ে প্রচলিত। অনেক অঞ্চলের শিশুরা নেপালি ভাষায় কথা বলে। তবে আধুনিক স্কুলগুলোতে ইংরেজি মাধ্যমেও পড়াশোনা হয়।

ভুটানি ধনী-গরিব সব শিশুর পোশাক প্রায় এক রকম। ভুটানি শিশুদের প্রিয় খেলা হচ্ছে ধনুক দিয়ে তীর ছোঁড়া। এটা ওদের জাতীয় খেলা। এ ছাড়াও কুস্তি, বল্লম ছোঁড়া, ফুটবল, ভলিবল, ঘোড়দৌড় ভুটানি শিশুদের প্রিয় খেলা।

ভূটানি শিশু

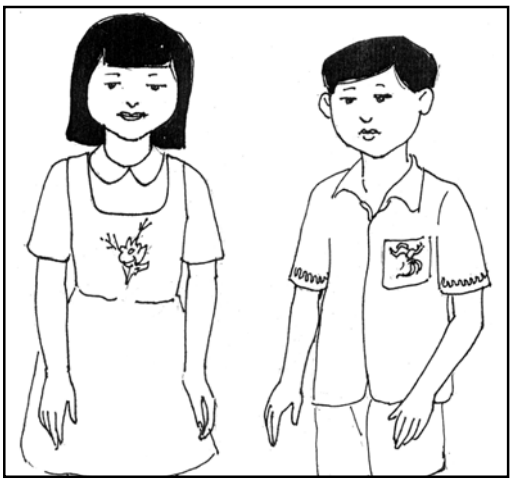

চীনা শিশু

আমাদের দেশের বাইরে পুব দিকে রয়েছে এশিয়ার দুটো বড় দেশ। চীন ও জাপান। চীনে চালু রয়েছে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। ছেলেমেয়েরা সেখানে এক সাথে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। অন্যান্য ভাষার মতো চীনা ভাষার অক্ষর তত সহজ নয়। অনেকটা ছবির মতো এই অক্ষর আর সংখ্যায় তা হাজার হাজার। সে দিকে থেকে চীনের ছেলেমেয়েদের কষ্ট করে তাদের ভাষা শিখতে হয়। চীনা শিশুরা শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যবইয়ের বাইরে হাতে কলমে নানা কাজ করে। এসব কাজ তারা খুব আনন্দের সাথে করে। সাঁতার কাটা, ঘুড়ি ওড়ানো চীনা শিশুদের প্রিয় খেলা। প্রাণবন্ত ও উচ্ছল স্বভাবের চীনা শিশুরা শৃঙ্খলার বিষয়ে খুবই সচেতন।

চীন ছেড়ে এবারে আমরা যাবো আরো পুবে – পাহাড় ঘেরা, ফুলে-ছাওয়া দেশ জাপানে। ফুলের দেশ জাপান। শিশুরাও ফুলের মতো সুন্দর। পড়াশোনার ব্যাপারে জাপানিরা খুবই সচেতন। প্রাথমিক শিক্ষা সে দেশে বাধ্যতামূলক। সকাল সাড়ে সাতটা বাজলেই দেখা যায়, জাপানের রাস্তায় দলে দলে ছেলেমেয়েরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে গান করতে করতে পথ চলছে। তাদের কারো বয়স তিন, কারো বা চার – পাঁচ, বড় জোর ছয়।

সবারই জামা, জুতো, টুপি – এমন কাঁধের ব্যাগও একরকম। প্রত্যেকের ঝোলায় থাকে রঙিন কাগজের টুকরো, ছবির বই, রুমাল আর বিশেষ বিশেষ পুতুল। বেশির ভাগ মাথা কামানো শিশুরা চলেছে শিশু উদ্যানে। জাপানে এ রকম শিশু উদ্যানে রয়েছে খেলাধুলা, গল্প, ছড়া, গান, প্রার্থনা ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থ। এখানে পড়াশোনা নয়, কাগজের প্রিয় খেলনা, পুতুল এগুলো বানিয়ে খেলাধুলা, ছুটোছুটি করে শিশুদের দিন কাটে। বেলা বারোটায় ছুটির পর শুরু হয় বাড়ি ফেরার পালা।

সরকারি খরচে ছয় বছর বয়স হলেই সকল শিশুকে স্কুলে যেতে হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যায়াম করা, কুস্তি, তলোয়ার খেলা, নৌকা চালানো, সাঁতার কাটা থেকে জাপানের জাতীয় শরীরচর্চা 'যুযুৎসু'ও শেখানো হয় এ সব স্কুলে।

জাপানে ছেলেদের সাথে মেয়েরাও পড়ালেখা, ব্যায়ামচর্চা করে। তবে কয়েকটি জিনিস মেয়েদের বিশেষ করে শিখতে হয়। যেমন, চা বানানো, খোঁপা বাঁধা, ফুলের তোড়া বানানো ইত্যাদি। চা-পর্বকে জাপানে বলা হয় চা-নো-য়ু। এটি জাপানিদের বিশেষ উৎসব।

জাপানে শিশু উৎসবগুলো অত্যন্ত জমকালো হয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশে ছোটদের জন্য এ রকম উৎসবের চলন নেই। উৎসব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জাপানি ছেলেমেয়েরা সাংসারিক কাজকর্মেও অংশ নেয়। স্কুল ঘরের বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল ঝাড়া- মোছার কাজ জাপানি ছেলেদের পালা করে করতে হয় – তা সে যত বড়লোকের ছেলেই হোক না কেন।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ শিখি ও নতুন বাক্য গড়ি

ভবিষ্যৎ	–	আগামী, অনাগত	সবাই চায় শিশুদের **ভবিষ্যত** উজ্জ্বল হোক।
যৌথ	–	একসঙ্গে	গ্রামে আকজাল অনেক **যৌথ** খামার গড়ে উঠেছে।
বাধ্যতামূলক	–	আবশ্যকীয়	এখন দেশে **বাধ্যতামূলক** প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে।

অবৈতনিক	– বিনা বেতনে	গ্রামে মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত **অবৈতনিক** শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে।
নিবিড়	– ঘনিষ্ঠ	মায়ের সাথে শিশুর **নিবিড়** সম্পর্ক থাকে।
শৈশব	– শিশুকাল	**শৈশবে** সবার জন্য খেলাধুলা দরকার।
উদ্যান	– বাগান	বাংলাদেশের জাতীয় **উদ্যান** দেখতে খুব সুন্দর।

২. প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখি

(ক) যৌথ পরিবারে কারা বেড়ে উঠে ?

(খ) আদিবাসী শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারা ?

(গ) চাকমাদের ভাষা কোন লিপিতে লেখা হয়ে থাকে ?

(ঘ) গারোদের ভাষার নাম কী ?

(ঙ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদের নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ?

(চ) ভুটানি শিশুদের জাতীয় খেলা কোনটি ?

(ছ) ভুটানিদের বিদ্যালয়ে কোন ভাষা চালু আছে ?

(জ) কোন দেশের শিশুদের কষ্ট করে ভাষা শিখতে হয় ?

(ঝ) কোন দেশের শিশুরা দল বেঁধে উদ্যানে যায় ?

(ঞ) জাপানে জাতীয় শরীরচর্চার নাম কী ?

(ট) কোন দেশে চা বানানোর উৎসব পালন করা হয় ?

৩. নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করি

(ক) ছড়া, গান আর রূপকথার সাথে পরিচিত হতে হতে এরা বেড়ে ওঠে।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

(গ) রাষ্ট্রভাষা 'জংখা' ভাষা বিদ্যালয়ে ও অনেক অঞ্চলের শিশুরা নেপালি ভাষা কথা বলে। তবে আধুনিক স্কুলগুলোতে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা হয়।

ওপরের বাক্যগুলোর মধ্যে যে সব শব্দে নিচে দাগ রয়েছে, সেই শব্দগুলো দুটো বাক্যাংশকে যুক্ত করেছে। এ রকম আরো শব্দ আছে। যেমন – 'কিন্তু', 'এবং', 'সুতরাং', 'নতুবা', ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে আরো নতুন বাক্য তৈরি করি।

৪. ডান পাশ থেকে উপযুক্ত শব্দ এনে শূন্যস্থান পূরণ করি

(ক) তবে ---------- শিশুরা লেখাপড়ায় অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে ----------।	ময়মনসিংহ, মায়ের
(খ) ---------- জেলার গারো অঞ্চলের ছোট ছেলেমেয়েরা ---------- পরিচয়েই বড় হয়।	চাকমা, অগ্রসর
(গ) প্রাণবন্ত ও উচ্ছল স্বভাবের ---------- শিশুরা ---------- বিষয়ে খুবই সচেতন।	চীনা, শৃঙ্খলায়
(ঘ) বেশির ভাগ ---------- শিশুরা চলেছে শিশু ----------।	চা – পর্বকে
(ঙ) ---------- জাপানে বলা হয় চা - নো – য়ু।	মাথা কামানো, উদ্যানে, গারো, উন্নত

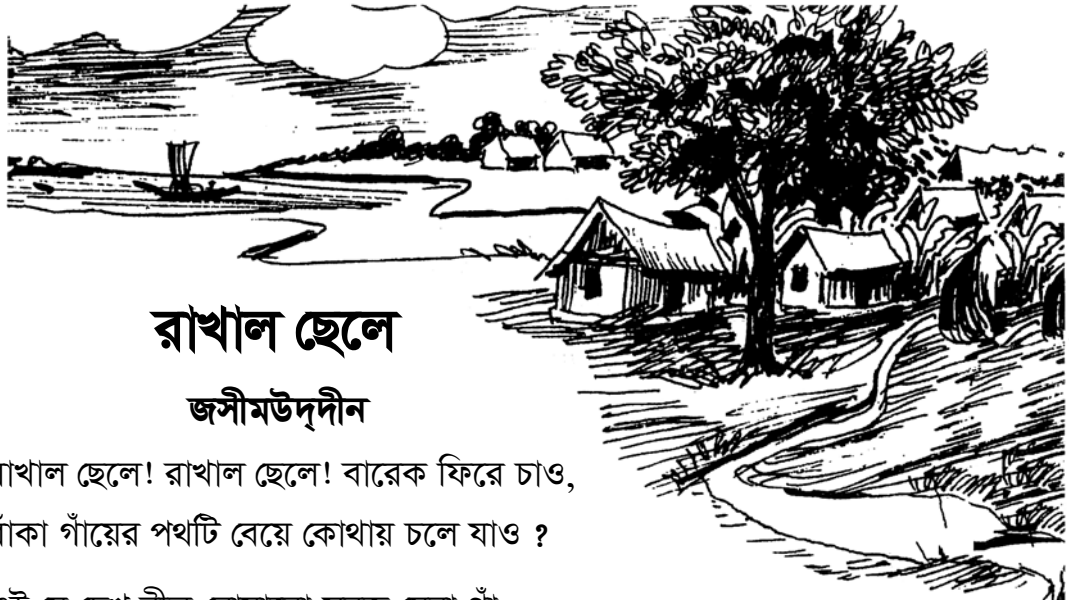

রাখাল ছেলে

জসীমউদ্‌দীন

রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও,
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও ?

ওই যে দেখ নীল-নোয়ানো সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁজ আকাশের ছড়িয়ে পড়া আবীর রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা।
সেথায় যাব, ও ভাই, এবার আমায় ছাড় না।

রাখাল ছেলে! আবার কোথায় যাও,
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও।
ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া, ভাই,
সরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
সারা মাঠের ডাক এসেছে খেলতে হবে ভাই,
সাঁজের বেলা কইব কথা এখন তবে যাই।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই ও বাক্যে ব্যবহার করি

রাখাল	–	যে গরু চরায়	'**রাখাল** গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।'
বারেক	–	একবার	ছেলে বাবাকে **বারেক** দেখেই চলে গেল।
বাঁকা	–	বক্র, সোজা নয় এ মন	এই পথ **বাঁকা** হয়ে বাঁ দিকে গেছে।
চামর	–	চমরী গরুর লেজের লোম দিয়ে তৈরি পাখা	মেলা থেকে একটা **চামর** কিনতে চাই।
সেথায়	–	সেখানে	পাঠক **সেথায়** বসে পুঁথি পড়ছেন।
কুটির	–	কুঁড়ে ঘর, ছোট বাড়ি	গ্রামের **কুটিরগুলো** বেশ সুন্দর।
সাঁঝ	–	সন্ধ্যা	আমরা রোজ **সাঁঝের** বেলায় দাদির কাছে গল্প শুনি।
আবীর	–	ঘন গোলাপী রঙের দুঁড়ো	আকাশের রং যেন **আবীর** রঙে রাঙা হয়ে আছে।
নাওয়া	–	গোসল করা, স্নান করা	করা, নাওয়া-খাওয়া সেরে এস ছবি আঁকি।
সবে	–	এই মাত্র	**সবে** সন্ধ্যা হল।
নাও	–	নৌকা, ডিঙি	ভোরবেলা **নাও** নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন।
স্বপন	–	স্বপ্ন	আমি **স্বপন** দেখে অবাক হয়েছি।
কইব	–	বলব	আমি **কইব** কতা মনে মনে।

২. শব্দের ভিন্ন অর্থ জেনে নিই

গাঁ	–	গ্রাম	তুমি কি আমাদের গাঁয়ে যাবে ?
গা	–	শরীর	বৃষ্টিতে আমার গা ভিজে গেছে।
সারা	–	সমস্ত	আজ সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে।
সারা	–	শেষ	মা, কখন তোমার কাজ সারা হবে ?

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

ক. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটি কে লিখেছেন ?

খ. জসীমউদদীনের লেখা আরো দুটি কবিতার নাম বলি ও লিখি।

গ. রাখাল ছেলে কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে ?

ঘ. গ্রামটি দেখতে কেমন ?

ঙ. কলার পাতা ও শিশির কী কী করে ?

চ. সন্ধ্যাবেলায় কুটিরটিকে দেখতে কেমন লাগে ?

ছ. রাখাল ছেলের মা কোথায় থাকেন ?

জ. রাখাল ছেলে কোথায় যেতে চায় ?

ঝ. ঘুম থেকে জেগে রাখাল ছেলে কী দেখে ?

ঞ. রাখাল ছেলেকে খেলা করার জন্য কে ডাকছে ?

৪. কবিতাটির প্রতিটি চরণের শেষে যে শব্দ আছে তার তালিকা করি ও মিল খুঁজি।

৫. জেনে নিই

কবিতার চরণের শেষ শব্দের উচ্চারণে ধ্বনির যে মিল তার নাম **'অন্ত্যমিল'**।

অন্ত্যমিল শব্দের অর্থ শেষে মিল। দুটি চরণ লক্ষ করি

রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে বারেক ফিরে চাও,

বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও ?

প্রথম চরণের শেষ শব্দ 'চাও', পরের চরণের শেষ শব্দ 'যাও'। 'চাও' আর 'যাও' এই দুই শব্দের উচ্চারণে 'আও' ধ্বনির মিল রয়েছে। এর নাম অন্ত্যমিল।

৬. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

[স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হালিমা মায়ের সাথে কথা বলছে। সঙ্গে আছেন হালিমার বাবা, বড় আপা নাসিমা, এক মাত্র ভাই উৎস।

হালিমা ।। মা! তাড়াতাড়ি আমাকে খেতে দাও। আমি খেয়ে কাগজ কাটতে বসব। তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে মা ?

মা ।। কী সাহায্য চাও তুমি? কাগজ কেটে তুমি কী করবে?

হালিমা ।। জান মা, এবার বিজয় দিবস উপলক্ষে আমাদের স্কুলে ছবি আঁকা আর হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা হবে।

মা ।। তুমি কি তা হলে হস্তশিল্প করতে চাও ?

হালিমা ।। আগে তুমি দেখই না! আমি ঠিক করেছি, প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকব, তারপর তাতে রং করব। রং করার পর কাঁচি দিয়ে কেটে কাগজ থেকে ছবিগুলো আলাদা করব।

মা ।। তারপর এই ছবিগুলো তুমি কী করবে ?

হালিমা ।। মা! তুমি কি আমাকে এক টুকরা চটের কাপড় দেবে ?

মা ।। চটের কাপড়! চটের কাপড় দিয়ে তুমি কী করবে ?

হালিমা ।। আহা! দেখই না কী করি। আমাকে দেবে মা ? তোমার গায়ের ওই লাল রঙের চাদরটার মতো বড় এক টুকরা চটের কাপড় ?

[মা কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাববেন, তারপর বলবেন]

মা ।। এত বড় চট তো নেই! আচ্ছা দাঁড়াও দেখি এই বস্তাটা কেটে দিলে হয় কি না। [মা একটা চালের বস্তা এনে বস্তাটর মুখের উল্টোদিক ও পাশের একটা দিক কাটবেন। মেঝেতে বস্তাটা মেলে ধরে দেখবেন তার আকৃতি কত বড় হয়। হালিমা খুশিতে হাততালি দিয়ে লাফাতে থাকবে।

হালিমা ।। মা! এতেই হবে। এর চেয়ে বড় চট লাগবে না। বাবা! ও বাবা, বল না তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে ?

বাবা ।। আচছা রে পাগলি, সাহায্য করব। কী করতে হবে বল।

হালিমা ।। আমি বিজয় দিবসের ছবি আঁকব। প্রথমে কী আঁকব বাবা ?

বাবা ।। আগে মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁক, তারপর বিজয়ের ছবি আঁকবে।

যশোরে গোয়ালহাটি গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে নূর মোহাম্মদ শেখের দলের যুদ্ধ

হালিমা ।। মুক্তিযুদ্ধের কী কী আঁকব বাবা ?

বাবা ।। তোমাকে বলেছিলাম না, পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পিলখানায় গুলি করেছিল, সেই ছবিটা আঁক। ওরা তো শহীদ মিনার ভেঙে ফেলেছিল। তুমি ইচ্ছা করলে ভাঙা শহীদ মিনারও আঁকতে পার।

হালিমা ।। বাবা, সত্যি তুমি খুব ভালো। আমি কীভাবে শুরু করব ঠিক করতে পারছিলাম না। তুমি কী সুন্দর ভাবে বলে দিলে।

[হালিমা বাবার কোলে চড়ে বাবাকে আদর করবে। বাবা তার পিঠ চাপড়ে আদর করে করে তাকে বলবেন]

বাবা ।। ইচ্ছা করলে তুমি রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ছবি আঁকতে পার। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি পুলিশকে গুলি করছে এবং বাঙালি পুলিশেরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এই দৃশ্য তুমি আঁকতে পার।

হালিমা ।। বাবা, একটা করে ছবি আঁকি, তারপর তোমাকে দেখাবো।

[হালিমা বলে তিনটি ছবি আঁকবে, তাতে রং করবে এবং ছবির নিচে ক্যাপশন লিখবে। ছবি আঁকার পর হালিমা চিৎকার করে বাবা ও মাকে ডাকবে। বাবা মায়ের সাথে বড় বোন নাসিমাও ওর কাছে এসে দাঁড়াবে। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে হালিমার আঁকা ছবি দেখবে।]

নাসিমা ।। হালিমা! তোমার মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে মুক্তিযোদ্ধার ছবি কই ?

হালিমা ।। কার ছবি আঁকব, বল না বড় আপু।

নাসিমা ।। দুটো ছবি তো তুমি আঁকতেই পারবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে তুমি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের কাহিনী পড়েছ, তাঁর ছবি আঁক সুন্দর-দাদির বড় ছেলের ছবিও আঁকতে পার। মুক্তিযুদ্ধে বড় চাচা শহীদ হয়েছিলেন।
[হালিমা আগের মতোই গভীর মনোযোগ দিয়ে ছবি আঁকবে। ছবিতে রং করার পর ছবির নিচে ক্যাপশন লিখবে।]

একাত্তরের মহান মুক্তিযোদ্ধা

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

মা ।। হালিমা ! এবার ঝটপট বিজয়ের ছবি এঁকে ফেল।

বাবা ।। না না, কী যে বল তুমি! ও তো আগে আঁকবে আত্মসমর্পণের ছবি। তারপর আঁকবে বিজয়ের ছবি।

[হালিমা ঘামে ভেজা ক্লান্ত মুখে আরো তিনটি ছবি আঁকবে। রং করে তাতে ক্যাপশন লিখবে।]

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

উৎস ।। বড় আপু! দেখেছ, ছোট আপু কী সুন্দর ছবি এঁকেছে! এসো, ছবিগুলো লাগাতে ওকে আমরা সাহায্য করি।

[কিছুক্ষণের মধ্যে সবগুলো ছবি লাগানো হয়ে গেল। হালিমা জামা পাল্টে স্কুলের দিকে ছুটে গেল। হাতে তার নিজের আঁকা ছবিগুলো। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের সাথে দেখা হল। সবাই কিছু না কিছু এঁকেছে বা হস্তশিল্প নিয়ে এসেছে। এবার রঙিন কাগজ দিয়ে শ্রেণী কক্ষ সাজানোর পালা। শ্রেণী শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে বললেন]

শিক্ষিকা ।। তোমরা এই কক্ষটি সুন্দর করে সাজাবে। বাড়িতে যাওয়ার আগে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, আঠা সব কিছু সরিয়ে নেবে। ঘরটা যেন ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে। আগামি কাল সকালে তিন জন বিচারক এসে সবগুলো ক্লাস

দেখবেন। আশা করি, তোমাদের কাজ দেখে সবাই খুশি হবেন। ওঁরা ঘরে ঢুকলে তোমরা প্রথমে সালাম জানাবে, তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে বলবে 'বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।' সকাল ৭টায় সবাই স্কুলে আসবে। আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব। 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' গানটি গাইব। জাতীয় সংগীত গাইব আর ফিরনি খাব।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় দিবসের উল্লাস

ছাত্রছাত্রীরা ।। সবাই বাসাতেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব। আমরা বিকেলে বিজয় মেলাতেও যাব।

শিক্ষিকা ।। তোমরা আনন্দ করবে ঠিকই কিন্তু মনের মধ্যে শ্রদ্ধা রাখবে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, বীর শহীদদের প্রতি। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদে মহান স্বাধীনতা।

পাঠ শিখি

১. মুখে বলি ও খাতায় লিখি

(ক) হালিমা স্কুল থেকে এসে কী করতে চাইল ?

(খ) হালিমা কাগজ কেটে কী করবে ?

(গ) ছবি আঁকায় হালিমাকে কে কে সাহায্য করলেন ?

(ঘ) বাবা তাকে কী কী ছবি আঁকতে বললেন ?

(ঙ) বিজয়ের ছবি আঁকার আগে হালিমা কোন ছবিটি এঁকেছিল ?

২. সঠিক উত্তরে টিক (√) দিই

(ক) মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকে হালিমা তা লাগায়

চটের কাপড়ে / সিল্কের কাপড়ে / তাঁতের কাপড়ে

(খ) হালিমা প্রথম ছবিটি এঁকেছিল

২৫ শে মার্চের / ১৬ই ডিসেম্বরের / বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের

(গ) হালিমা শেষ ছবিটি এঁকেছিল

পিলখানার / বিজয় দিবসের / পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের

৩. বিজয় দিবসের উল্লাসের ছবি আঁকার আগে হালিমা কী কী ছবি এঁকেছিল তা বলি ও লিখি।

৪. বিজয় দিবসে সকাল ৭টায় হালিমাদের স্কুলে তারা কী কী করবে তা বলি ও লিখি।

৫. বিজয় দিবসে আমরা স্কুলে কী কী করি তা লিখি।

৬. মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় দিবসের দুটি ছবি আঁকি।

এভারেস্টে বিজয়

মানুষ চির দিন অজানাকে জানতে চেয়েছে। রহস্যভরা পৃথিবীকে চিনতে চেয়েছে। প্রকৃতিকে দেখতে চেয়েছে। তাই উচ্চতম পর্বত, গভীরতর সাগর, ঊষর মরু, শীতল মেরু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ছিল অসীম। পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করার বাসনাও তার সেই কৌতূহলেরই অংশ। মানুষ কী করে পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ আবিষ্কার করল এবং তা জয় করল, সে কাহিনীটা বলি।

১৮৫২ সালে ভূমি জরিপের কাজ করছিলেন বাঙালি অফিসার রাধানাথ শিকদার। তিনি হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গটি আবিষ্কার করেন। তিনি এর উচ্চতা মাপলেন ৮,৮৩৯ মিটার মাঝামাঝি। হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু এই পর্বতের অবস্থান নেপাল আর তিব্বতের মাঝামাঝি জায়গায়। তিব্বতিরা এই শৃঙ্গকে বলেন, 'চোমোলংমা', নেপালিরা বলেন 'সাগরমাতা'। তখন ব্রিটিশ আমল। সরকারের জরিপ বিভাগের প্রধান ছিলেন স্যার জর্জ এভারেস্ট। তাঁর নামানুসারে এই শৃঙ্গটির নামকরণ হয় এভারেস্ট।

নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডু থেকে এভারেস্টের দূরত্ব ১৬০ কিলোমিটার। এই পর্বত শৃঙ্গটি চুনা পাথর দিয়ে গঠিত। সারা বছর বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে বলে পর্বত শৃঙ্গের ক্ষয় হয় না।

এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কারের পর থেকে বহু মানুষ এর চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। দেশ-বিদেশের অনেক লোক এভারেস্টে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্গম এই শৃঙ্গে পৌঁছাতে পারেন নি। এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠা ছিল খুবই কঠিন কাজ। বরফ থেকে পা পিছলে কয়েক হাজার ফুট নিচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অনেক অভিযাত্রী। হিমবাহের কারণে কিছুদূর উঠে আবার ফিরে আসতে হয়েছে অনেককে। তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে দিক ভুল করেও প্রাণ হারিয়েছেন বহু অভিযাত্রী। তাঁরা যত বার বিফল হয়েছেন, এভারেস্টকে জয় করার আগ্রহ ততই তীব্র হয়েছে তাঁদের। এভারেস্টকে জয় করতে মানুষের লেগেছে একশ বছর।

১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ পর্বত আরোহীরা পাঁচ বার চেষ্টা করে ২৮,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁদেরকে ফিরে আসতে হয়েছিল। ১৯৫১ সালে আবার নতুন করে দল গঠন করে তাঁরা কঠোর অনুশীলন করেন। তাঁরা প্রতি বারের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দূর্যোগ এড়ানোর নানা উপায় আবিষ্কার করেন। বহু মানুষের চেষ্টা, শ্রম আর অধ্যবসায়ের পর নতুন অভিযান শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে শুর হয় সেই অভিযান। অভিযানে ছিলেন পাঁচ জন ব্রিটিশ পর্বতারোহী। তাঁদের সাথে ছিলেন নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত পর্বতারোহী স্যার এডমন্ড পারসিভাল হিলারি। ছিলেন নেপালি পর্বতারোহী তেনজিং নোর্‌গে, কয়েক জন ডাক্তার, অক্সিজেন বিশেষজ্ঞ এবং কুলি।

সমগ্র পৃথিবী উদগ্রীব হয়ে তাকিয়েছিল এই অভিযাত্রী দলের দিকে। ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ যোগ করল নতুন মাত্রা। এই দিন শেরপা তেনজিং নোর্‌গে প্রথম পা রাখেন এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায়। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এডমন্ড হিলারি এসে যোগ দেন তাঁর সাথে। সারা পৃথিবী বিজয়ের আনন্দে, খুশিতে আপ্লুত হয়ে উঠছিল সে দিন। সে দিনই ইতিহাসে এই দু'জন মানুষের নাম লেখা হল। অনেক দিনের অনুশীলনে আর চেষ্টায় পৃথিবীর মানুষ জয় করল এভারেস্ট। এটি মানুষের জন্যে একটি ছোট্ট পদক্ষেপ মাত্র, কিন্তু মানবজাতির জন্যে বিশাল অগ্রগতি।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই

শৃঙ্গ — কিখর, পর্বতচূড়া
মরু — জল ও উদ্ভিদশূন্য বিশাল জায়গা
মেরু — পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ কেন্দ্র রেখার প্রান্ত
জরিপ — জমির পরিমাপ
আবিষ্কার — অজানা বিষয়ের সন্ধান লাভ
অভিযান — কোনো কিছু আবিষ্কারে দল বেঁধে যাওয়া
কবল — গ্রাস
অনুশীলন — চর্চা, অভ্যাস
দূর্গম — যেখানে যাওয়া কষ্টকর, দুঃসাধ্য
অধ্যবসায় — অবিরাম চেষ্টা
বিশেষজ্ঞ — বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ
সমগ্র — সমস্ত, আগাগোড়া
শতবর্ষ — একশ বছর
পদক্ষেপ — পা ফেলা, কদম
রহস্য — অজানা কোনো কিছু
ঊষর — অনুর্বর
কৌতূহল — জানার আগ্রহ
সর্বোচ্চ — সবচেয়ে উঁচু
পরিমাপ — মাপ, পরিমাণ নির্ণয় করা
অভিযাত্রী — দুঃসাহসী আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করেন যিনি / যাঁরা
উপায় — কৌশল, অভীষ্ট পথ
অক্সিজেন — মৌলিক গ্যাসের নাম
উদগ্রীব — ব্যগ্র, খুব আগ্রহী
শেরপা — পর্বতারোহী
আপ্লুত — সিক্ত, প্লাবিত
অগ্রগতি — এগিয়ে যাওয়া, উন্নয়ন

২. বিপরীত শব্দ শিখি

ঊষর	উর্বর	শীতল	উষ্ণ
অসীম	সসীম	ক্ষয়	অক্ষয়
দুর্গম	সুগম	আগ্রহ	অনাগ্রহ
তীব্র	মৃদু	অভিজ্ঞতা	অনভিজ্ঞতা
বিখ্যাত	অখ্যাত		

৩. যুক্তবর্ণ শিখি ও নতুন শব্দ লিখি

আবিষ্কার	–	ষ্ক	=	ষ্ + ক	শুষ্ক, পরিষ্কার
অধ্যবসায়	–	ধ্য	=	ধ্ + য – ফলা (্য)	অধ্যায় সাধ্য
দূর্যোগ	–	র্য	=	রেফ (র্) + য	কার্য, ধার্য
নিউজিল্যান্ড	–	ল্য	=	ল + য – ফলা (্য)	কল্যাণ, ইংল্যান্ড
অক্সিজেন	–	ক্স	=	ক্ + স	বাক্স, কক্সবাজার
আপ্লুত	–	প্ল	=	প্ + ল	বিপ্লব, প্লাবন

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি

(ক) মানুষ চিরদিন কী কী চেয়েছে ?

(খ) রাধানাথ শিকদার কী কাজ করেছিলেন ?

(গ) হিমালয়ের উঁচু পর্বত শৃঙ্গাটি কে আবিষ্কার করেন ?

(গ) কার নামানুসারে শৃঙ্গাটির নামকরণ করা হয় ?

(ঙ) হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু এই পর্বতটির অবস্থান কোথায় ?

(চ) তিব্বতিরা এই পর্বতকে কী বলেন ও নেপালিরা এই পর্বতকে কী বলেন ?

(ছ) এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা কত ?

(জ) পর্বত শৃঙ্গাটি কী দিয়ে গঠিত এবং কেন পর্বতটি ক্ষয় হয় না ?

(ঝ) এভারেস্টকে জয় করতে মানুষের কত বছর লেগেছে ?

(ঞ) এভারেসেটর সর্বোচ্চ চূড়ায় প্রথম কে পা রাখেন ? তিনি কোন দেশের অধিবাসী ?

(ট) মানুষের একটি ছোট্ট পদক্ষেপ মানবজাতির জন্যে কী ?

৫. সঠিক উত্তরের ওপরে টিক চিহ্ন (√) দিই

(ক) হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু পর্বত শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন
নেপোলিয়ান / ব্রজেন দাস / রাধানাথ শিকদার / স্যার জর্জ এভারেস্ট

(খ) এভারেস্টের উচ্চতা
৮,৮৩৯ মিটার / ৮,৮৮৯ মিটার /৮৮৮২ মিটার

(গ) পর্বত শৃঙ্গটি গঠিত হয়েছে
চুনা পাথর দিয়ে / লাল মাটি দিয়ে / কালো পাথর দিয়ে

(ঘ) পর্বত শৃঙ্গের সর্বোচ্চ চূড়ায় প্রথম পা রাখেন
ডাক্তার / অক্সিজেন বিশেষজ্ঞ / তেনজিং নোরগে / এডমন্ড হিলারি

(ঙ) মানুষ এভারেস্ট জয় করেছে
১৯শে মে ১৯৫৩ / ২৯শে আগস্ট ১৯৫৩ / ২৯শে মে ১৯৫৩ তারিখে

(চ) এডমন্ড পারসিভাল হিলারি ছিলেন
নিউজিল্যান্ড / নেপাল / ইংল্যান্ড / বাংলাদেশের অধিবাসী

৬. নাম বোঝায় এমন শব্দ চিনে নিই

মানুষ, পৃথিবী, প্রকৃতি, পর্বত, সাগর, মরু, মেরু, শৃঙ্গ, ভূমি, বাঙালি, হিমালয়, মিটার, নেপাল, তিব্বত, নেপালি, তিব্বতি, ব্রিটিশ, এভারেস্ট, কাঠমুন্ডু, রাজধানী, চুনা পাথর, বছর, বরফ, দেশ, বিদেশ, হিমবাহ, তুষারঝড়, অভিযাত্রী, পাঁচ বার, ফুট, নিউজিল্যান্ড, ডাক্তার, অক্রিজেন, কুলি, চূড়া, মানবজাতি

৭. গুণ বোঝায় এমন শব্দ জেনে নিই

উচ্চতম, গভীরতর, ঊষর, শীতল, সবচেয়ে উঁচু মাঝামাঝি, দূর্গম, খুব, কঠিন, সফল, বিফল, নতুন, কঠোর, বিখ্যাত, আপ্লুত, ছোট্ট, বিশাল

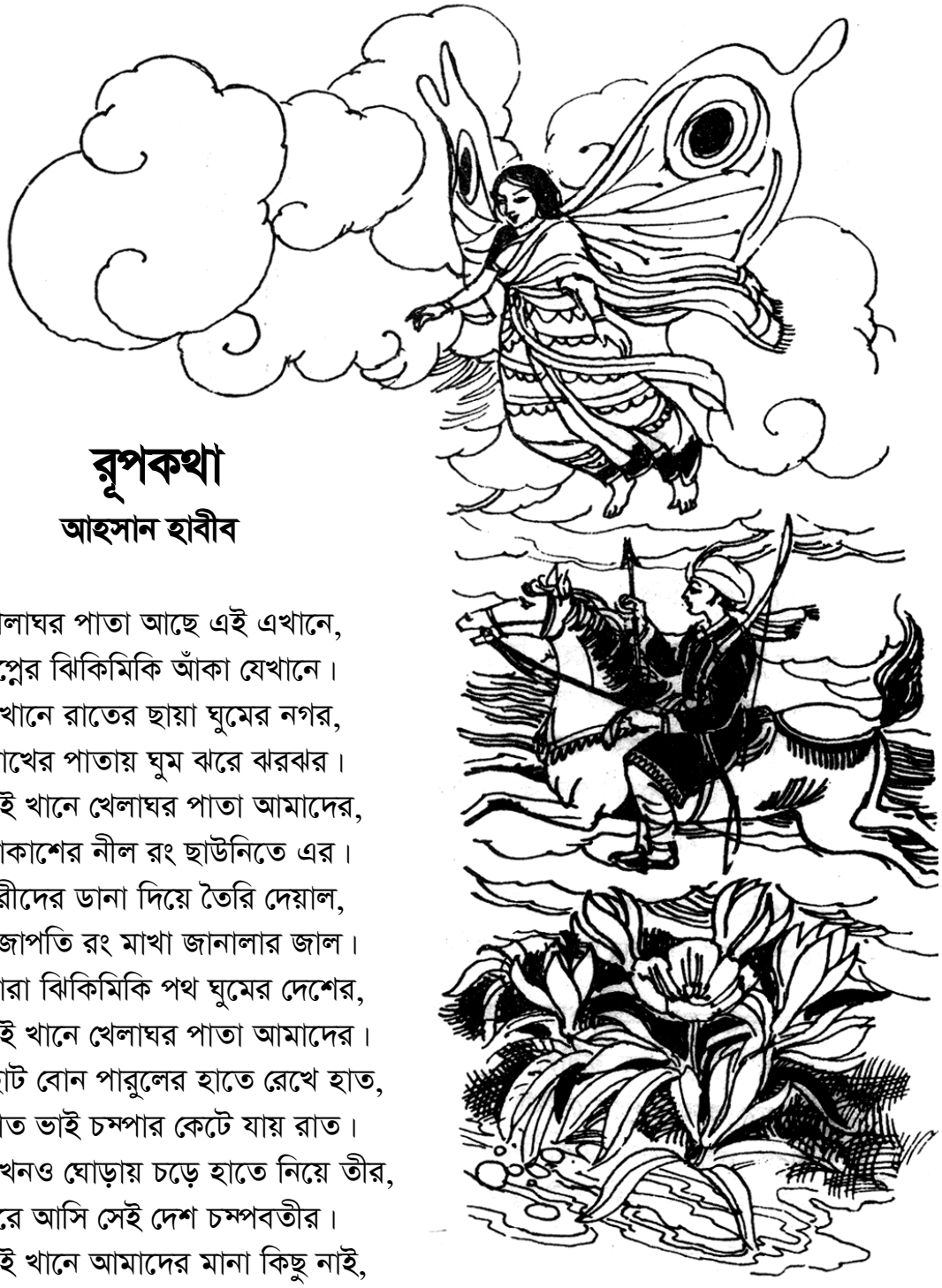

রূপকথা

আহসান হাবীব

খেলাঘর পাতা আছে এই এখানে,
স্বপ্নের ঝিকিমিকি আঁকা যেখানে।
এখানে রাতের ছায়া ঘুমের নগর,
চোখের পাতায় ঘুম ঝরে ঝরঝর।
এই খানে খেলাঘর পাতা আমাদের,
আকাশের নীল রং ছাউনিতে এর।
পরীদের ডানা দিয়ে তৈরি দেয়াল,
প্রজাপতি রং মাখা জানালার জাল।
তারা ঝিকিমিকি পথ ঘুমের দেশের,
এই খানে খেলাঘর পাতা আমাদের।
ছোট বোন পারুলের হাতে রেখে হাত,
সাত ভাই চম্পার কেটে যায় রাত।
কখনও ঘোড়ায় চড়ে হাতে নিয়ে তীর,
ঘুরে আসি সেই দেশ চম্পবতীর।
এই খানে আমাদের মানা কিছু নাই,
নিজেদের খুশি মতো কাহিনী বানাই।

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ শিখি ও নতুন বাক্য তৈরি করি

খেলাঘর	–	শিশুরা খেলার জন্য যে ঘর তৈরি করে	শিশুরা বালি দিয়ে **খেলাঘর** তৈরির আনন্দে মেতে উঠেছে।
ঝিকিমিকি	–	ঝিকমিক করা, আলোর চঞ্চল প্রভা	রাতের আকাশে তারাগুলো **ঝিকিমিকি** করে জ্বলছে।
নগর	–	বড় শহর	ঢাকা **মহানগরে** অনেক লোক বাস করে।
ছাউনি	–	ঘরের চাল	কলিম চাচা খড় দিয়ে ঘরের **ছাউনি** দিয়েছেন।
ডানা	–	পাখা	ঈগল পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে।

২। কথাগুলো বুঝে নিই

স্বপ্নের ঝিকিমিকি – ছোট শিশুরা অনেক সময় নিজেদের বড়দের মতো বড় মনে করে। শিশুরাও বড়দের সংসার সাজানোর মতো তাদের খেলার জন্য খেলাঘর তৈরি করে। সেই খেলাঘরে আঁকা থাকে শিশু মনের অনেক উজ্জ্বল স্বপ্ন। রূপকথার সেই খেলাঘর তৈরির সময় শিশুর স্বপ্ন সেখানে ঝকঝকে আভা ছড়ায়। যাকে কবি বলেছেন, স্বপ্নের ঝিকিমিকি।

প্রজাপতির রং মাখা – প্রজাপতির রঙিন পাকা আছে। কবির চোখে রূপকথার খেলাঘরটির জানালার জালও প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো নানা রঙে রঙিন।

সাত ভাই চম্পা – এখানে গল্পের সাত ভাই চম্পার কথা বলা হয়েছে। একটি গল্পে আছে – দুষ্টু বড় রানীরা এক দিন কুবুদ্ধি করে ছোট রানীর সাত ছেলে ও এক মেয়েকে বাগানে পুঁতে রেখেছিল। সেখান থেকে বাগানে ফুটল সাতটি চাঁপা ও একটি পারুল ফুল। রাজা একদিন সব জেনে দুষ্টু রানীদের শাস্তি দিয়ে বনবাসে পাঠালেন। আর ছোট রানীসহ সাত ছেলে ও এক মেয়েকে ফিরে পেলেন। সবাই খুব খুশি হল। তখন থেকে এরা হল সাত ভাই চম্পা ও একটি বোন পারুল।

৩। প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

ক. কোথায় খেলাঘর পাতা আছে ?

খ. খেলাঘরের ছাউনির রং কী রকম ?

গ. কী দিয়ে রূপকথার খেলাঘরের দেয়াল তৈরি ?

ঘ. জানালার জাল দেখতে কেমন ?

ঙ. ঘুমের দেশের পথ দেখতে কেমন ?

চ. সাত ভাই চম্পা কীভাবে রাত কাটায় ?

ছ. কবি কীভাবে চম্পাবতীর দেশ ঘোরার কথা বলেছেন ?

জ. কোথায় কিছু মানা নেই ?

৪। দু দিকের কথাগুলো মিলিয়ে পড়ি

চোখের পাতায় ঘুম	জানালার জাল
আকাশের নীল রং	ঝরে ঝরঝর
পরীদের ডানা দিয়ে	ঘুমের দেশের
তারা ঝিকিমিকি পথ	কেটে যায় রাত
সাত ভাই চম্পার	তৈরি দেয়াল
প্রজাপতি রং মাখা	ছাউনিতে এর
	ঘুমের নগর

৫। নিচের শব্দগুলো পড়ি। এ রকম আরও শব্দ লিখি এবং একটি করে বাক্য তৈরি করি।

ঝিকিমিকি — ঝিকিমিকি জোনাকির আলো জ্বলে।

ঝরঝর — বরষায় ঝরঝর বৃষ্টি ঝরে।

মিটিমিটি — ----------

দরদর — ----------

চিকমিক — ----------

৬। কবিতাটি আবৃত্তি করি এবং না দেখে লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠ

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের নাম রহিমগঞ্জ। তাঁর পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার। রহিমগঞ্জ গ্রামে তাঁদের পরিবারের খুব সুনাম ছিল। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের দাদার নাম ছিল আবদুল রহিম হাওলাদার। তাঁর নাম অনুসারে গ্রামের নাম হয় রহিমগঞ্জ।

গ্রামের মানুষের সাথে জাহাঙ্গীরের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা জাহাঙ্গীরকে খুব স্নেহ করতেন। তিন ভাই আর তিন বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতেন। শিক্ষকেরা তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। পড়াশোনা যেমন তাঁর খুব প্রিয় ছিল, তেমনি খেলাধুলাও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তিনি তাঁর বাবার মতো সংগীতেরও অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর কণ্ঠে মুর্শিদি, মারফতি, বাউল গান শুনতেন। এ সব গানের বাণী ও সুর তাঁর ভালো লাগত। তিনি দেশকে, দেশের মানুষকে, দেশের মাটিকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ১৯৬৬ সালে আই.এস.সি. পাশ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে অফিসারের পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাকোরাম এলাকায় ১৭৩ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়অনে কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি ক্যাপ্টেন ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তারা পশ্চিম পাকিস্তানকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। পূর্ব পাকিস্তানকে তাঁরা সমান মর্যাদা দিতেন না। সমান অধিকারও দিতেন না। সব সময় পূর্ব পাকিস্তানকে হেয় চোখে দেখতেন। তাঁদের পাপ্য মর্যাদা দিতেন না। সে জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের মনে অনেক দুঃখ ছিল। অনেক ক্ষোভ ছিল।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষকে আক্রমণ করেছিল। ঐ রাতে তারা অসংখ্য নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক, ছাত্র, লেখক, পুলিশ, ডাক্তার, সাংবাদিক প্রকৌশলীকেও হত্যা করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েন। তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাদের বর্বর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। তখন তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙালি পুলিশ, ই.পি.আর, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য ও অফিসারেরা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ।

তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। তিনি সংকল্প করেছিলেন, নিজের জন্মভূমি মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করবেন। তিনি ৩রা জুলাই শিয়ালকোটের কাছের সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেন।

সেখানে এসে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ৭ নং সেক্টরে। তিনি ৭ নং সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অনেকগুলো সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর শেষ অভিযান ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখল করা। তিনি এই অভিযানের নেতা ছিলেন। মাত্র ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে তিনি এসেছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের অদূরে বার ঘরিয়ায়।

১৪ই ডিসেম্বর সকাল আটটার সময় ২০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে তিনি লড়াই শুরু করেছিলেন। তাঁরা নৌকায় করে মহানন্দা নদী অতিক্রম করেছিলেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিরনীর সাথে তাঁদের মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে কোণঠাসা করেছিলেন। তাঁর বাহিনীর সাথে আরো ৩০ জন যোদ্ধা এসে যোগ দিয়েছিলেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর মুক্ত হওয়ার দিনটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারাহিনী পরাজিত হয়েছিল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে শত্রু পক্ষের একটি গুলি মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কপাল ভেদ করে চলে গিয়েছিল। সাথে সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়। মুক্তিযুদ্ধের এই অসীম সাহসী বীর সেই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে। আমরা তাঁর আত্মত্যাগ চিরদিন মনে রাখব। তাঁর মতই আমরাও আমাদের দেশেকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসব।

পাঠ শিখি

১. মুখে উত্তর বলি ও লিখি

ক. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ---------- জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ. তাঁর গ্রামের নাম ----------।

গ. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পিতার নাম ----------।

ঘ. শিক্ষকেরা মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে খুবই ----------।

ঙ. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তাঁর বাবার কণ্ঠে মুর্শিদি, মারফতি, -------গান শুনতেন।

চ. তিনি ১৯৬৭ সালে ----------ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন।

২. সঠিক উত্তরের ওপরে টিকচিহ্ন (√) দিই

ক. পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান মিলে ছিল
ভারত / পাকিস্তান / নেপাল / ভুটান

খ. পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তারা পূর্ব পাকিস্তানকে
কম /বেশি / সমান গুরুত্ব দিতেন।

গ. পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষেকে আক্রমণ করেছিল।
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ / ২১শে ফেব্রুয়ারি / ১৬ই ডিসেম্বর

ঘ. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ছিলেন
পূর্ব পাকিস্তান / পশ্চিম পাকিস্তান/ ভারতে।

ঙ. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন মোট
২০ জন/ ৩০ জন/ ৫০ জন যোদ্ধা নিয়ে।

৩. মুখে উত্তর বলি ও খাতায় লিখি

ক. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কোন মাসের কত তারিখে ভারতে আসেন ?

খ. তিনি মুক্তিযুদ্ধের কত নম্বর সেক্টরে ছিলেন ?

গ. ৭নং সেক্টরে তিনি কী ছিলেন ?

ঘ. তাঁর অভিযান কোথায় ছিল ?

৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর দখল করার ঘটনাটি নিজের ভাষায় বলি ও লিখি।

৫. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে শহীদ হন ?

৬. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে কোথায় কবর দেওয়া হয় ?

৭. বাংলাদেশ সরকার মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে কোন উপাধিতে ভূষিত করে ?

৮. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ছাড়া আরো দু'জন বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলি ও লিখি।

ভর দুপুরে

আল মাহমুদ

মেঘনা নদীর শান্ত মেয়ে তিতাসে
মেঘের মতো পাল উড়িয়ে কী ভাসে।
মাছের মতো দেখতে এ কোন পাটুনী
ভর দুপুরে খাটছে সখের খাটুনি।
ওমা এ- যে কাজল বিলের বোয়ালে
পালের দড়ি আটকে রেখে চোয়ালে
আসছে ধেয়ে লম্বা দাড়ি নাড়িয়ে,
ঢেউয়ের বাড়ি নাওয়ের সারি ছাড়িয়ে।

কোথায় যাবে কোন উজানে ও –মাঝি
আমার কোলে খোকন নামের যে-পাজি
হাসছে, তারে নাও না তোমার নায়েতে
গাঙ, শুশুকের স্বপ্নভরা গাঁয়েতে;
সেথায় নাকি শালুক পাতার চাদরে
জলপিপিরা ঘুমায় মহা আদরে,
শাপলা ফুলের শীতল সবুজ পালিশে
থাকবে খোকন ঘুমিয়ে ফুলের বালিশে।

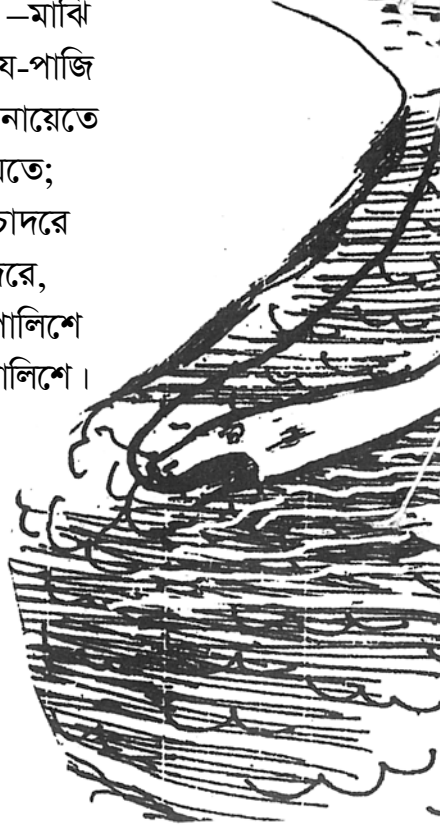

পাঠ শিখি

১. শব্দের অর্থ জেনে নিই এবং নতুন বাক্য তৈরি করি

মেঘনা	—	বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী	**মেঘনা** বাংলাদেশের প্রধান নদী।
তিতাস	—	একটি নদীর নাম	**তিতাস** মেঘনার একটি শাখানদী।
পাল	—	নৌকার মাস্তুলের সঙ্গে লাগানো কাপড়	**পাল** উড়িয়ে নৌকা চলছে।
পাটুনী	—	খেয়া নৌকার মাঝি	সে **পাটুনীর** কাজ করে।
ভর দুপুর	—	ঠিক দুপুর বেলা	তারা **ভর দুপুরে** আমাদের বাড়িতে এসেছে।
খাটুনি	—	পরিশ্রম	**খাটুনিতে** তার শরীর ভেঙে গেছে।
সখ	—	পছন্দের কাজ	মাছ ধরা আমার **সখ**।
বিল	—	বড় জলাশয়	আমরা **বিলে** মাছ ধরতে যাব।
বোয়াল	—	বোয়াল মাছ	জেলেরা একটি বড় **বোয়াল** মাছ ধরেছে।
চোয়াল	—	মুখের ভেতর যে অঙ্গে দাঁত থাকে	বাঘের **চোয়াল** খুব মজবুত।
বাড়ি	—	আঘাত	লাঠির **বাড়ি** খেয়ে কুকুরটি পালিয়ে গেল।
নাও	—	নৌকা	তোমরা **নাও** ভাসিয়ে দাও।
সারি	—	শ্রেণী	বকের **সারি** উড়ে যাচ্ছে।
উজান	—	স্রোতের বিপরীত দিক	**উজানে** নৌকা চালানো কষ্টকর।
পাজি	—	দুষ্টু	খোকনটা বড় **পাজি** হয়েছে।
গাঙ	—	**নদীর শুশুক, শুশুক মাছের মতো এক প্রকার জলজ প্রাণী**	নদীর পানিতে **গাঙ-শুশুক** মাথা তোলে, আবার ডুবে যায়।
স্বপ্নভরা	—	স্বপ্ন দিয়ে পূর্ণ, স্বপ্নের	আমাদের দেশ **স্বপ্নভরা**।
শালুক	—	পদ্ম ও শাপলা ফুলের মূল	ছেলেমেয়েরা **শালুক** তুলছে।
জলপিপি	—	বক জাতীয় জলচর ছোট পাখি	**জলপিপিরা** দল বেঁধে চোটাচুটি করছে।
পালিশ	—	মসৃণ অবস্থা	**পালিশ** করা খাটে আমরা ঘুমাচ্ছি।
শীতল	—	ঠাণ্ডা	খোকন **শীতল** পাটিতে শুয়ে আছে

২. যুক্তবর্ণ চিনে নিই

শান্ত	– ন্ত	=	ন্ + ত	দন্ত, জ্যান্ত
লম্বা	– ম্ব	=	ম্ + ব	অম্বল, ডিম্ব
স্বপ্ন	– স্ব	=	স + ব	স্বচ্ছ, স্বর
	প্ন	=	প্ + ন	স্বপ্নীল, স্বপ্নভরা

৩. বিপরীত শব্দ জেনে নিই

শান্ত	–	অশান্ত	আদর	–	অনাদর
লম্বা	–	খাটো	শীতল	–	উষ্ণ
উজান	–	ভাটি			

৪. ড়-যুক্ত শব্দ জেনে রাখি

উড়িয়ে, দড়ি, দাড়ি, নাড়িয়ে, বাড়ি, ছাড়িয়ে

৫. শূন্য জায়গা পূরণ করি

ক. ওমা এ- যে কাজল বিলের বোয়ালে

খ. সেথায় নাকি শালুক পাতার চাদরে

---

৬. উত্তর বলি ও লিখি

ক. কোন নদীটি শান্ত ?

খ. পাটুনী কে ?

গ. সে কী করছে ?

ঘ. খোকনকে নৌকায় নিতে কে বলছে ?

ঙ. কোথায় নিতে বলছে ?

চ. সে জায়গাটি কেমন ?

ছ. খোকন কোথায় ঘুমাবে ?

৭. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৩-বাং

পরনিন্দা ভাল নয়

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)-এর
আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ